প্রথম প্রকাশ
১৫ই অক্টোবর
১৯৫৯ সাল

প্রকাশক
ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
দীপায়ন প্রকাশনা ভবন
২৮সি মহিম হালদার স্ট্রীট
কলিকাতা-২৬

ব্লক নির্মাণ ও মুদ্রণে
ষ্টেটসম্যান
৪নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার
কলিকাতা-১

মুদ্রণ
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৯
(/•—২৯)

ও

সুরেশচন্দ্র দাস, এম. এ.
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড
পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
১১৯নং ধর্মতলা স্ট্রীট
কলিকাতা-১৩
(১—১৩১ পৃঃ)

প্রকাশকের নিবেদন

জাতির শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার সংস্কৃতি ও সাহিত্যে। সাহিত্যের মুকুরেই জাতির মানসিক আকৃতি প্রকৃতির যথার্থ প্রতিফলন ঘটে। আবার এই প্রতিফলন কাব্য বা সৃজনমূলক সাহিত্যে যতটা ঘটে, এতটা সম্ভবতঃ অন্য কিছুতে হয় না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশে জাতির অন্তরাত্মার আনন্দ, বেদনা, আশা, আকাঙ্খার রূপ দেন কবিরা। কবির নিজস্ব ভাবনা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা তাঁর নিজস্ব প্রতীক ও ইলিয়ট বর্ণিত অবজেক্টিভ কো-রিলেটিভের (ঘটনা, স্থান, বস্তু, পরিবেশ) সাহায্যে প্রকাশিত হয়ে প্রকাশক্ষমতার গুণে জাতীয় ভাবনায় পরিণত হয়।

কবির ব্যক্তিগত সৃষ্টি যেমন প্রকাশক্ষমতার বৈশিষ্ট্যে জাতীয় ভাবনা বা জাতীয় সাহিত্যে পরিণত হয় তেমনই প্রত্যেক জাতির সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে এমন কিছু কিছু অংশ থাকে যা স্থান বা কালের দ্বারা খণ্ডিত নয়, যা দেশ কাল নির্বিশেষে বিশ্বের রসিকজন সমানভাবে উপভোগ করতে পারে। জাতীয় সাহিত্যের এই দেশ ও কালাতীত অংশই বিশ্ব-সাহিত্য।

বিশ্ব-সাহিত্য সম্পর্কিত ধারণার অগ্রদূত সম্ভবতঃ মহাকবি গ্যেটে। একারমানের সঙ্গে আলাপের সময় তিনি বলেন—"পৃথিবী এবার জাতীয় সাহিত্যের পর্ব শেষ করে বিশ্বসাহিত্য সৃষ্টির পর্বে প্রবেশ করছে।" —বিশ্ব-সাহিত্য বলতে তিনি বুঝতেন সেই সাহিত্য যা একটা জাতিকে অপর জাতির সঙ্গে পরিচয় করাবে, পরস্পরকে আরো কাছাকাছি নিয়ে আসবে, রচনা করবে মিলনের সাহিত্য-সেতু। তাঁর বিশ্বাস ছিল নানা বৈষয়িক বিষয় নিয়ে মানুষে মানুষে কলহ বাঁধতে পারে কিন্তু কাব্য ও ধর্ম যা মানুষের মৌলিক সত্তার সঙ্গে জড়িত তার কাজ হোল সমস্ত ভেদ বুদ্ধি দূর করে সমগ্র বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করা। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভায় রবীন্দ্রনাথও বিশ্ব-সাহিত্যের কথা ঐভাবে উল্লেখ করেছেন।

বিশ্ব-সাহিত্য প্রচারের এবং প্রসারের প্রধান পথ হোল অনুবাদ। অনুবাদের সাহায্যেই একদেশের সাহিত্য অপর দেশে প্রচারিত হতে পারে।

তাই সার্থক অনুবাদ বিশ্বমৈত্রী প্রচারের একটা বড় অঙ্গ। মহৎ সাহিত্যের অনুবাদ জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির পক্ষেও কম প্রয়োজনীয় নয়। বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো প্রত্যেক দেশের সাহিত্যেই যখন নূতন পর্বান্তর দেখা দিয়েছে তার প্রস্তুতি পর্বে রয়েছে বিভিন্ন ভাষা থেকে প্রচুর অনুবাদ।

নূতন চিন্তার অভাব যখন জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে একঘেঁয়েমি ও পুনরুক্তির বদ্ধ জলায় টেনে নিয়ে যায় তখন তাদের নূতন প্রাণসঞ্চারের মস্ত বড় অস্ত্র হোল অনুবাদ। দেশবিদেশের মহৎ চিন্তার অবারিত বর্ষণে জাতির চিত্ত রসসিক্ত হলেই নূতন ফসল ফলা সম্ভব। জাতির চিত্তে এই নূতন রসসঞ্চারের কাজ অনুবাদ সাহিত্যের।

অনেকের মতে কবিতার অনুবাদ অসম্ভব। কারণ অনুবাদ যদি পাঠকের হৃদয় হরণ করার দাবী উপস্থিত করে তাহলে কিছুটা স্বাধীনতা তাকে নিতেই হয়। তাই সেই প্রসিদ্ধ ইতালীয় উক্তি—"অনুবাদক মানেই বিশ্বাসঘাতক।" —আর স্বাধীনতা না নিলে রক্তমাংসের মানুষের বদলে মূলের কঙ্কালটুকুই পাঠক পান। এই উভয় সঙ্কটের কথাই বিখ্যাত ফরাসী প্রবচনে বলা হয়েছে—"অনুবাদ হোল নারীর মত। সুন্দরী হলেই সে হবে বিশ্বাসঘাতিনী আর বিশ্বাসী হলেই হবে কুরূপা।"

এই সমস্যার সামনে দাঁড়িয়েই বিশুদ্ধ কবিতার উপাসক পল ভ্যালেরি বলেছেন—"কবিতার অনুবাদ অসম্ভব।" —সঙ্গে সঙ্গে আবার একথাও বলেছেন—"অনুবাদ হোল বিশুদ্ধ কাব্য সৃষ্টির বিশেষ প্রকাশ।" —কাব্য রচনা যাঁরা নিছক বুদ্ধির ব্যাপার বলে মনে করেন, যাঁরা কাব্যের ঔৎকর্ষ বুদ্ধি বহির্ভূত স্বভাবগত কোন প্রেরণা বা ঐশী শক্তির লীলা বলে মনে করেন না, তাঁরা শিল্পের বুদ্ধিগত ঔৎকর্ষের সার্থক রূপায়ণ দেখবেন অনুবাদে। এখানে বাঁধাধরা কাঠামোর মধ্যে শিল্পচাতুর্যের বাহাদুরী দেখান দরকার।

অনুবাদের এই সমস্যা আমাদের উনিশ শতকী অগ্রজদেরও কম পীড়িত করে নি। প্রাবন্ধিক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বঙ্গদর্শনের তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় লিখেছেন—"অনেকে বলেন, কাব্যে যাহা উৎকৃষ্টাংশ তাহার অনুবাদ হইতে পারে না, আমরা বলি কাব্যের যাহা উৎকৃষ্টাংশ তাহাই অনুবাদ সহনশীল। যেখানে মূলের স্থানকালের সীমাবদ্ধতা আছে, ব্যক্তিত্বের

সংকীর্ণতা আছে সেখানে অনুবাদ সার্থক নাও হইতে পারে, না হইবারই কথা। কিন্তু যেখানে ব্যক্তিত্ব লুপ্তপ্রায় এবং প্রকাণ্ড মানবত্বের বিশালতা সপ্রকাশ, যেখানে আমি নই আমরা আছে, তোমার আমার দুঃখের কথা নাই, মনুষ্যজাতির অন্তর্বেদনার কথা আছে, খণ্ড সত্য নহে, বিরাট সত্যের অভিব্যক্তি আছে, তাহার অনুবাদ হইতে পারে হইয়াও থাকে।" —মহাকবি গ্যেটেও অনুবাদ সম্পর্কে এই কথা বলেছেন।

অনুবাদ মোটামুটি তিন রকমের হয়। এক হোল মূলের গভ্যে ভাষান্তর, দ্বিতীয় হোল মূলের ভাব আত্মসাৎ করে নিজস্ব প্রতীক, চিত্রকল্প প্রভৃতির সাহায্যে প্রকাশ, আর তৃতীয় হোল মূলের ভাব ও আঙ্গিক বজায় রেখে প্রতিভার যাদুদণ্ডস্পর্শে অনুবাদে কাব্যসুষমা ও প্রাণ সঞ্চার করা। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন—"কাব্যের নবজীবন প্রাপ্তি।" এই হোল পল ভ্যালেরির বিশুদ্ধ কবিতার সার্থক রূপায়ণ।

যে রকম অনুবাদই হোক না কেন অনুবাদ হোল এক রকম আপোষ। এ আপোষ মূল কবির শিল্পসত্তার সঙ্গে অনুবাদকের শিল্পসত্তার; এ আপোষ মূল কবির জাতি, পরিবেশ, কাল ও গোষ্ঠীগত চিন্তার সঙ্গে অনুবাদকের জাতি, পরিবেশ, কাল ও গোষ্ঠীগত চিন্তার। যেখানে এই আপোষ সম্ভব হয়নি সেখানে অনুবাদ ব্যর্থ হয়েছে।

সাহিত্যের সুরেশ সমাজপতি মশাইয়ের মত ছিল "অনুবাদের ভাষা খাঁটি বাংলা হওয়া চাই।" মোহিতলালও বলেছেন—"অনুবাদগুলি বাংলা এবং কবিতা হয়েছে কিনা" সেইটাই দেখা দরকার। সুধীন্দ্রনাথ দত্তও বলেছেন—"বঙ্গানুবাদ যখন বাঙালীদেরই পাঠ্য তখন তার বিচারে বঙ্গীয় আদর্শের বিধিনিষেধ অকাট্য।"—

অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাষাজ্ঞানই যথেষ্ট নয়। কবিতা, বিশেষত লিরিক কবিতা, যেখানে কবি নিরন্তর সংগ্রাম করছেন পাঠকের সঙ্গে দূরত্ব দূর করার, যেখানে কবি তাঁর নিজস্ব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা সোজাসুজি পাঠকের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করতে ব্যস্ত, যেখানে বিশেষ সত্য কবির প্রতিভার স্পর্শে সার্বিক সত্যে পরিণত হয়েছে, সেখানে অনুবাদের কাজে ভাষাবিদের চেয়ে কবির মূল্য ঢের বেশী। তবে এক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশের সেই মারাত্মক কথাটা মনে রাখা দরকার—"সকলেই কবি নয়,

পৃথিবীর যুক্তি বুদ্ধি এবং আত্মা যে পথে ভারতবর্ষের সঙ্গে মিলিত হয়েছে সেই পথটিকে উন্মুক্ত করে দেবার ব্যাপারে এবং ক্রমে তাকে আরও সুপ্রসর করে তোলবার ব্যাপারে জার্মানী যা করেছে পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের প্রয়াসের চাইতে তার মূল্য ঢের বেশী।"

দীর্ঘ দিন ধরে ভারতের প্রতি জার্মান মনীষার এই শ্রদ্ধার কিছু ঋণ স্বীকারের অঙ্গীকার নিয়েই বাঙলার কবিরা জার্মান কবিতার অনুবাদে অগ্রসর হয়েছেন। কবিতার নির্বাচন প্রধানত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডাঃ রেফাণ্টের করা। বর্ণাঢ্য জার্মান গীতিকাব্যের সম্পূর্ণ পরিচয় এই অনুবাদে আশা করা মূঢ়তা মাত্র। এই ভগ্নাংশ থেকে জার্মান গীতিকাব্য যা ধর্মস্তোত্র ও বিখ্যাত সুরকারদের সুরের পাখায় ভর করে সমগ্র পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছে তার একটা ধারণা পেলেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। এই গ্রন্থ প্রকাশে ভারতীয় ও অভারতীয় নানা ব্যক্তি নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। নাম ছেপে তাঁদের ছোট করতে চাই না। তাঁদের সহায়তা ও আগ্রহে অনুভব করেছি গ্যেটের দেওয়ানে বর্ণিত সেই অমর পংক্তি :

> যে নিজেকে এবং অপরকে জানে
> সে এটাও অনুভব করবে
> পুব এবং পশ্চিম আর পৃথক থাকতে পারে না।

পূর্ব এবং পশ্চিমের রাখীবন্ধনের কাজে এই গ্রন্থ যেন সার্থক হয়।

কবি পরিচিতি

মার্টিন্ লুথার

"আমি যা করছি তার থেকে অন্যরকম কিছু আমি করতে পারব না—ঈশ্বর আমার সহায় হোন"—। খৃষ্টান জগতের ধর্মগুরু পোপ এবং বিভিন্ন দেশের পোপের অনুগত রাজাদের সামনে এই স্পর্ধিত উক্তি যাঁর, সেই প্রোটেষ্টাণ্ট মতবাদের প্রবর্তক মার্টিন্ লুথার আধুনিক জার্মান ভাষারও প্রবর্তক। তিনিই স্যাক্সনী প্রদেশের জনগণের ভাষাকে সারা জার্মানীর সাহিত্যের ভাষায় পরিণত করেন।

জন্ম—১০ই নভেম্বর। ১৪৮৩ সাল। ইজ্‌লবেন্। জার্মানী।

শিক্ষা—এয়ারফুর্ট। যাজকতা সম্পর্কে উপাধি গ্রহণ। মঠে প্রবেশ। ক্রমশঃ তিনি অনুভব করেন যে জীবের মুক্তি ইহজীবনের পাপপুণ্য বা ধর্মযাজকের সাহায্যের উপর নির্ভর করে না। মুক্তি হোল ঈশ্বরের করুণা; যা যে কোন মানুষ বিশ্বাস ও অনুতাপের মধ্য দিয়ে অর্জন করতে পারে। ১৫০৭ সালে টেট্‌জেল্ নামক ব্যবসায়ীকে অর্থমূল্যে পাপীদের ত্রাণপত্র বিক্রী করে অজ্ঞ জনসাধারণকে ঈশ্বরের নামে প্রবঞ্চিত করতে দেখে লুথার প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেন। এই সময় তিনি তাঁর বিখ্যাত পঁচানব্বইটি নীতির কথা বলেন। পরবর্তী কালে এগুলি প্রটেষ্টাণ্ট মতবাদের প্রধান সূত্র হিসাবে দেখা দেয়। লাইপজিগ্ শহরের ধর্ম সম্বন্ধীয় বিতর্কে লুথার জার্মানীর জাতীয় 'বীরের সম্মান অর্জন করেন।

পোপ লুথারকে ধর্মচ্যুত করার নির্দেশ দিলে উইটেনবুর্গ শহরে সেই নির্দেশনামা প্রকাশ্যে পোড়ান হয়। এরপর ওয়ার্টবুর্গ দুর্গে লুথারকে বন্দী করা হয় সম্ভবতঃ পোপের ক্রোধানল থেকে বাঁচাবার জন্যই। লুথার এই বন্দীদশাতেই বাইবেলের অনুবাদ করেন মাতৃভাষায় এবং রচনা করেন ভগবানের বন্দনা গান, যা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে আজও পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবারে গাওয়া হ'য়ে থাকে। ১৫২৫ সালে ভূতপূর্বা সন্ন্যাসিনী ভনবোরাকে তিনি বিয়ে করেন।

মৃত্যু—১৮ই ফেব্রুয়ারী। ১৫৪৬ সাল। ঈজ্‌ল্‌বেন্। জার্মানী।

পল্ গেরহার্দং

মার্টিন্ লুথার জার্মানীর সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এক নূতন শক্তির সঞ্চার করেছিলেন। তার ফলে দীর্ঘকাল ধরে তাঁর পরবর্তীকালে জার্মানীর জাতীয় কাব্য বলতে ধর্মীয় গানই বোঝাতো। জার্মানীতে লুথারের পর ধর্মীয় স্তোত্র রচনাকারীর অভাব হয়নি ; কিন্তু তাঁরা কেউই সতের শতকের পল্ গেরহার্দং-এর সমকক্ষ নন। লুথারের রচনার মতই গেরহার্দং-এর রচনা আজও ভাষান্তরিত হ'য়ে পশ্চিমের খৃষ্টান জগতে লোকের মুখে মুখে ফিরছে। গেরহার্দং-এর লেখা 'হে পবিত্র শির, এখন আহত' কিংবা 'কণ্টকময় মুকুট তোমার পবিত্র মস্তকে' প্রভৃতি গান সারা বিশ্বে প্রোটেষ্টাণ্ট-পন্থী খৃষ্টানদের অত্যন্ত প্রিয় সঙ্গীত। তাঁর প্রথম কাব্যসংগ্রহ "গিষ্টলিশে আন্‌ডাক্‌টেন" ১৬৪৮ সালে প্রকাশিত হয়।

জন্ম—১২ই মার্চ। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দ। গ্রাফেনহইনিকেন।

শিক্ষা—উইনটেন্‌বার্গ। জীবিকা—বার্লিনের সেণ্ট নিকোলাই চার্চের চাকুরী। মতান্তর হওয়ায় পদত্যাগ। জীবনের শেষ সাত বছর লুবেন এবং স্প্রীতে ধর্ম উপদেষ্টার কাজ।

লুথারকে আদর্শ করে যে পাদরী কবির দল পুরাতন পন্থার অনুসরণ করতেন গেরহার্দং তাঁদেরই দলভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে নিজস্ব প্রতিভার সাহায্যে তিনি বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন। তিনি লুথারের মতই জনগণের ভাষায় সহজ সরল কাব্য রচনা করেছেন। ব্যারোক বা অলঙ্কার বহুলতার যুগে তাঁর রচনার এই বিস্ময়কর সারল্য এক অভাবনীয় ব্যাপার। তাঁর গান মূলতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তিনি ল্যাটিন স্তবগাথা থেকে অনেক ভালো ভালো রচনা অনুবাদ করেন। তাঁর গানে বিশ্ববিখ্যাত সুরকার বাখ্ সুর দিয়েছেন।

মৃত্যু—২৭শে মে। ১৬৭৬ সাল। লুবেন্। জার্মানী।

অ্যান্‌ড্রিয়াস্ গ্রিফিয়াস্

কবি, নাট্যকার, গণিতবিদ, গ্রিফিয়াস্ উনিশ শতকের আগে অবধি জার্মানীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের মর্যাদার অধিকারী।

জন্ম—১১ই অক্টোবর, ১৬১৬ খৃষ্টাব্দ। সাইলেশিয়া।

শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন। শিক্ষা—ফ্রান্স, টেড্‌ট, গোয়েরলিৎজ, ডানজিগ লাইডেন প্রভৃতি। ফন্ স্কনবর্ণের বাড়ী শিক্ষকতা করার সময় স্কনবর্ণ তাঁর প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে ডক্টরেট্ উপাধি পাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেন।

তাঁর রচিত কবিতায় ছেলেবেলাকার বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিরিশ বছরের যুদ্ধের বিভীষিকার ছাপ তাঁর কবিতায় পাই। হেরডকে নিয়ে তাঁর মহাকাব্য ১৬৩৪ সালে রচিত হয়। গ্রিফিয়াস্ সনেটও লোকসঙ্গীতের মত মধুর করে লিখতে পারতেন। মিলনান্ত নাটক রচনাকারী হিসাবে তিনি জার্মানীতে বিশেষভাবে পরিচিত।

মৃত্যু—১৬ই জুলাই। ১৬৬৪ সাল। এব্‌ডা। জার্মানী।

যোহান জ্যাকব ক্রিষ্টোফেল্ গ্রিমেল্‌স্‌হাউজেন্

ব্যারোক যুগে যাঁর রচনা জার্মান হৃদয়কে উদ্‌ঘাটিত করেছে তাঁর নাম হ্যান্‌স্ জ্যাকব ক্রিষ্টোফেল্ গ্রিমেল্‌স্‌হাউজেন্।

জন্ম—১৬২৫ সাল। গ্লেন্ হাউজেন্।

দশবছর বয়সে সৈন্যরা গ্রিমেল্‌স্‌হাউজেনকে চুরী করে নিয়ে যায়। এরপর ষ্ট্রাস্‌বার্গে চাকুরী। ১৬৬৫ সালে ব্যাডেনে ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ। দুর্জন নায়ককেন্দ্রিক "পিকারেস্ক" উপন্যাস লেখায় ইনি খ্যাতি অর্জন করেন। য়ুরোপের বিখ্যাত ত্রিশবছরের যুদ্ধে যোগ দেন এবং এর প্রভাব তাঁর উপর গভীর। তিনি প্রথমে বিপ্লবাত্মক গদ্যরচনায় হাত পাকান এবং ফরাসী থেকে প্রচুর অনুবাদ করেন।

এঁর যোশেফ নামক রচনায় প্রাচ্যের প্রভাব বর্তমান।

মৃত্যু—১৭ই আগষ্ট। ১৬৭৬ সাল। ব্যাডেন্। জার্মানী।

ফ্রেডারিক গোতলিয়েব ক্লপষ্টক

"আমাদের শিরায় শিরায় রয়েছেন ক্লপষ্টক"—আধুনিক জার্মানীর খ্যাতনামা কবি হলথুজেনের এই উক্তি।

ক্লপষ্টক হ'লেন বিখ্যাত ঝড়-ঝাপ্‌টার যুগের অগ্রদূত। ফরাসী

কায়দা ও বনেদী রীতির গতানুগতিকতা থেকে জার্মান সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে যাঁরা রক্ষা ক'রতে এগিয়ে আসেন, ইনি তাঁদের অন্যতম নায়ক।

জন্ম—২রা জুলাই। ১৭২৪ সাল। কুয়েডলিন্‌বার্গ।

শিক্ষা—জেনা, লাইপজিগ। ছেলেবেলাতেই প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন ছন্দে কবিতা লিখতেন ক্লপষ্টক। পাঠ্যাবস্থাতেই আধুনিক জার্মান ভাষার মহাকাব্য মেসিয়াস রচনার পরিকল্পনা করেন। ১৭০৬ সালে লাইপজিগে তিনি ব্রিমার লেখকচক্রে যোগ দেন। ঐ সময়ে তিনি মেসিয়ার প্রথম তিন খণ্ড প্রকাশ করেন। ১৭৭৩ সালে মেসিয়ার শেষ তিন খণ্ড প্রকাশিত হয়। তাঁর মেসিয়াস্ রচনায় ডেনমার্কের রাজা পঞ্চম ফ্রেডারিক আর্থিক সাহায্য করেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর কাব্যের নায়িকা শ্রীমতী মার্গারেট মোলারকে বিবাহ করেন। তাঁর মৃত্যুতে ক্লপষ্টক বিষাদ রোগে আক্রান্ত হন। ১৭৭৫ সালে তাঁর গ্যেটের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়।

জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে জার্মান সাহিত্যের সংস্কারের চেষ্টা ও স্বাধীনতাকামীদের বন্ধু হিসাবে ক্লপষ্টক স্মরণীয়।

মৃত্যু—১৪ই মার্চ। ১৮০৩ সাল। হামবুর্গ। জার্মানী।

ম্যাথিয়াস ক্লডিয়াস

"রাইন, রাইন, রাইন—তার জলে প্রাণ পায় আমাদের দ্রাক্ষাকুঞ্জ।"—জার্মানীর গঙ্গা রাইনের এই বিখ্যাত বন্দনা যাঁর লেখায় তিনি জার্মানীর বিখ্যাত কবি ও দেশপ্রেমিক ম্যাথিয়াস ক্লডিয়াস। ইনি "অ্যাসমুজ" এই এই ছদ্মনামে লিখতেন।

জন্ম—১৫ই আগষ্ট। ১৭৪০ সাল। রাইনফেলড্।

শিক্ষা—জেনা।

যৌবনে ওয়াণ্ডস বেকার বোটে নামক সংবাদপত্র পরিচালনা করেন। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তিনি ধনী ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের হয়ে যুদ্ধ করেন। এতে তাঁর প্রচুর কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮ শতকের বিখ্যাত গটিংএন কবি চক্রের সঙ্গে ইনি যুক্ত ছিলেন। কবিতায় সরলতা ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের নেতা।

ক্লডিয়াস ফরাসী ও ইংরাজী থেকে প্রচুর অনুবাদ করেছেন। এঁর কবিতায় সুনীতি, দয়া, দেশপ্রেম, করুণা প্রভৃতি মানসিক গুণাবলীর যেমন প্রশংসা থাকত, তেমনি থাকত পাপ, মূর্খতা প্রভৃতির উপর আক্রমণ। তাঁর অনেক গান সুরসংযুক্ত হয়ে জার্মানীর জাতীয় গীতভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে।

মৃত্যু—২১ জানুয়ারী। ১৮১৪ সাল। হামবুর্গ। জার্মানী।

যোহান ওলফগাং ফন গ্যেটে

"পিতার কাছ থেকে পেয়েছি আমার দেহের গঠন এবং জীবনের গুরুতর সিদ্ধান্তসমূহ আর প্রিয়তমা জননীর কাছ থেকে পেয়েছি প্রাণোচ্ছলতা আর গল্প বলার অভ্যাস।"—গ্যেটে।

জার্মান সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম পুরোধা গ্যেটের জীবন এবং সাহিত্য ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত আর তাতে এই দ্বৈত প্রভাব প্রবল।

জন্ম—২৮শে আগষ্ট। ১৭৮৯ সাল। ফ্রাঙ্কফুর্ট। (মইন তীরবর্তী)

শিক্ষা—লাইপজিগ। ১৭৭১ সালে ষ্ট্রাসবার্গ থেকে আইনের উপাধি লাভ।

রবীন্দ্রনাথ সাত বছর বয়সে কবিতা লিখতে সুরু করেন; গ্যেটে আট বছর বয়সে। ষ্ট্রাসবার্গে বনেদী ফরাসী প্রভাবাশ্রিত সাহিত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও জাতীয় ভাবধারার উপর সাহিত্য সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা। হার্ডারের সহিত বন্ধুত্ব ও প্রাচীন লোকগীতি সংগ্রহে সাহায্য। ষ্ট্রাসবার্গের ধর্মযাজকের কন্যা ফ্রেডারিকা ব্রিয়নের সঙ্গে প্রেম; এঁকে ছেড়ে চলে আসেন গ্যেটে। কিন্তু এই দলিত কুসুমটি তাঁর "গোলাপ, গোলাপ, সাধারণ এক গোলাপ", কিম্বা উইল্কোমেন এণ্ড অ্যাবসিড, ফাউষ্ট, ক্লিভেজো প্রভৃতি রচনায় বেঁচে রয়েছে।

প্রাচীন লোকগীতির আঙ্গিক তাঁকে মুগ্ধ করে। এরল্‌কনিগ্‌ এবং অন্যান্য কবিতার প্রাচীন জার্মান লোকগীতির প্রভাব প্রত্যক্ষ।

গ্যেটে ফ্রাঙ্কফুর্ট-বাসকালে ব্যারোক পদ্ধতির বন্ধন থেকে গীতি কবিতাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করেন; এবং হার্ডারের সহযোগিতায় বিখ্যাত ঝড়-ঝাপটার যুগের মূলতত্ত্ব ইনজেনিয়াম্‌ বা "জন্মগত ভগবান প্রদত্ত মৌলিক

প্রতিভা কোন প্রচলিত রীতি বা শৈলী অনুসরণ করে না, নূতন নীতি বা শৈলী তৈরী করে" এই মতবাদ প্রচার করেন। তিনি আরও বলেন কবিতা হোল কবির অন্তরের অভিজ্ঞতা; কোনক্ষেত্রেই তা পুরান কেতাবী রীতির অনুকরণ নয়।

১৭৭৫ সাল থেকে ভাইমারের ডিউক কার্ল আগষ্টের রাজকার্যের সহায়ক হিসাবে ভাইমারে বাস। মন্ত্রীত্ব করা থেকে ভূতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা অবধি তিনি ঐখানে চালিয়ে যান। নাট্যশালার অধ্যক্ষ থেকে যাদুঘরের পরিচালনা অবধি নানাবিধ বিচিত্র ব্যাপারে তিনি তাঁর প্রতিভাকে নিয়োজিত করেন। এইখানে শার্লোট ভন ষ্টাইনএর সঙ্গে গ্যেটের আলাপ হয়। এঁর প্রেম লাভ করে অশান্ত প্রমিথিয়ুস্ শান্ত হয়ে আসেন এবং বনেদী আদর্শ; সংযম, সামঞ্জস্য ও সম্পূর্ণতা তাঁর জীবন ও শিল্পের আদর্শ হয়ে ওঠে।

বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলনতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্রে যে পূর্ণতার সাধনার কথা বলেছেন গ্যেটে নিজের জীবনে তার চর্চা করেন। সহনশীলতা, পরস্পরকে বোঝার ক্ষমতা, মানুষের প্রয়োজনীয় ও উত্তম কার্যাবলীর স্বীকৃতি, দয়াপূর্ণ সাহায্যমূলক আচরণ প্রভৃতি তিনি মানুষের মধ্যে দেবত্বের প্রকাশ বলে মনে করেন। এ যুগের লেখা কবিতা শান্তরসে পূর্ণ (পথিকের গান দ্রষ্টব্য)

ভাইমারের কাজ থেকে ছুটি নিয়ে গ্যেটে ইতালীতে যান। এখানে প্রচুর ছবি আঁকেন তিনি। ১৭৯৪ সালে তাঁর শীলারের সঙ্গে ঐতিহাসিক বন্ধুত্বের সুরু হয়। এই বন্ধুত্ব সম্পর্কে তিনি শীলারকে লেখেন—"তুমি আমার যৌবন আবার ফিরিয়ে এনেছো, আবার আমার কবিত্বকে জাগিয়ে তুলেছো তুমি।" ১৮০৫ সালে শীলারের মৃত্যুর পর গ্যেটে নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করতে থাকেন। ৫৭ বৎসর বয়সে তিনি ক্রিষ্টিয়ান ভেলপিউসকে বিয়ে করেন। ১৮০৫ থেকে ১৮৩২ সাল অবধি হোল য়ুরোপে নেপোলিয়নের হাঙ্গামার যুগ। মানবতায় বিশ্বাসী যুদ্ধবিরোধী গ্যেটে এই সময় জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শাশ্বত সত্যের অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে হাফিজ ও সংস্কৃত সাহিত্যে ডুবে থাকেন তিনি। তার প্রভাব তাঁর রচনাতেও আছে (পারিয়ার প্রার্থনা দ্রষ্টব্য)। এই সময়ের রচনা ওয়েষ্ট এণ্ড ইষ্ট দেওয়ান।

গ্যেটের মত বহুমুখী প্রতিভার তুলনা অতীতে এক লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ও আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া নেই।

রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সে গ্যেটের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হন। বাংলা ১২৮৫ সালের কার্তিক সংখ্যার ভারতীতে "গ্যেটে ও তাঁর প্রণয়িনীগণ" সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেন। তাছাড়া মূল জার্মান ভাষায় গ্যেটের ফাউষ্ট পড়েন (প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠি দ্রষ্টব্য)।

গ্যেটে বহু বইয়ের লেখক। তার মধ্যে এগমণ্ড (১৭৮৮), ইফিগেনিয়া (১৭৮৮), ট্যাসো (১৭৯০), উইলহেল্‌ম মেইষ্টার (১৭৯৫।৯৬), ফাউষ্ট, প্রথম খণ্ড (১৮০৮), ফাউষ্ট, ২য় খণ্ড (১৮৫২) প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বিশ্ব-বিখ্যাত।

ফাউষ্টে মহাকবি গ্যেটে মানুষের কাম্য বস্তুর সর্বস্ব পণ করে অন্বেষণ ও তার জন্য জীবনে ভাল ও মন্দের সংগ্রাম ও পরিশেষে নারীর প্রেমে তার পরিতৃপ্তির ছবি এঁকেছেন। মানব হৃদয়ের এই সংঘাতসঙ্কুল সমস্যার বর্ণনা, প্রেমের অমৃতস্পর্শে মানবাত্মার মুক্তির এই মহাকাব্য বিশ্বসাহিত্যের অমর সম্পদ।

মৃত্যু—২২শে মার্চ। ১৮৩২ সাল। ভাইমার। জার্মানী।

যোহান ক্রিষ্টফ ফ্রেডারিখ ফন শীলার

"মানুষ ছাড়া আর সকল প্রাণীর আচরণ বাধ্যতামূলক, কেবল মানুষেরই আছে চিন্তার ও কাজ বেছে নেবার স্বাধীনতা"—শীলার।

এ উপলব্ধি ইউরোপের স্বাধীনতাকামীদের গীতা উইলিয়াম্‌ টেলের নাট্যকার এবং আজীবন সামন্ততন্ত্র ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যিনি যুদ্ধ করে এসেছেন, সেই শীলারের। তাঁর কাছে সুন্দরের সংজ্ঞা হোল বন্ধনের মুক্তি, এ সৌন্দর্য ও তার লীলা সার্থক হয় মহান আত্মার সঙ্গে মিলনে। তাঁর এই সৌন্দর্য্যতত্ত্ব যদিও মূলতঃ কাণ্টীয়, তবু তা নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তাঁর সৌন্দর্য্যতত্ত্বের প্রভাব পরবর্তীকালে দস্তয়ভস্কী ও টমাস্‌ মান্‌কে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক হলেও তাঁর 'ঘণ্টার গান' কবিতায় দেখতে পাই যে তিনি ফরাসী বিপ্লবের বলপ্রয়োগ নীতির বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। 'মেরিষ্টুয়ার্ট' নাটকে তাঁর তত্ত্বগত বিশেষ ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে।

সাংবাদিক, কবি, নাট্যকার, ভাবুক শীলার জার্মান সংস্কৃতির স্বর্ণযুগের অন্যতম প্রধানপুরুষ, নাট্যকার হিসাবে সম্ভবতঃ তিনি জার্মান সাহিত্যের অন্যতম প্রধান প্রতিভা।

জন্ম—১০ই নভেম্বর। ১৭৫৯ সাল। মারবাখ্।

শিক্ষা—লুডউইগস্ বার্গ। ডাক্তারী: ষ্টাটগার্ড। সৈন্যবাহিনীতে যোগদান। প্রযোজক ম্যানহাইমের সঙ্গে পরামর্শ করে "রবারস" নামক নাটক রচনা ও খ্যাতি অর্জন, পৃষ্ঠপোষক ডিউকের আওতা থেকে পলায়ন। 'ডন কার্লোস' নাটক লিখতে গিয়ে স্পেনের ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা ও নেদারলাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা। ১৭৯৪ সালে গ্যেটের সাথে ঐতিহাসিক বন্ধুত্ব ও "ড্যাই হেরণ" পত্রিকা প্রকাশ। ১৭৯৯ সাল থেকে ভাইমারে পাকাপাকি ভাবে বাস ও গ্যেটেকে নাট্যশালার কাজে সাহায্য। শীলারের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক হোল ওয়ালেনষ্টাইন। শীলারের শৈশবে পিতা এবং ডিউক ইউগিনের শাসন ছিল একদিকে এবং অপরদিকে ছিল স্নেহময়ী জননীর অপার স্নেহ। মা'র প্রতি শীলারের গভীর টান ছিল। এই দোটানা তাঁর লেখা ও চরিত্রে পরিস্ফুট। একদিকে গর্বিত প্রবল প্রতিবাদ; অন্যদিকে কোমল নৈতিক আদর্শবাদিতা; এই হোলেন শীলার। তাঁর 'সুখ' কবিতাটির সঙ্গে বিটোফেনের বিশ্ববিখ্যাত সুরসৃষ্টি নবম তরঙ্গসংযুক্ত। শীলারের উচ্চ আদর্শবাদ যুগে যুগে তরুণ প্রাণকে উদ্দীপ্ত করেছে। বন্ধু ক্রোনারের সঙ্গে রচিত 'আনন্দের গানে' শীলার সংকীর্ণ জাতীয়তার ঊর্ধ্বে, বিশ্বমানবের সখ্যতা ও মৈত্রীর বন্দনা রচনা করেছেন।

ড্যাই হোরেন ছাড়া 'সময়', 'থালিয়া' প্রভৃতি পত্রিকাও পরিচালনা করেন শীলার।

মৃত্যু—৯ই মে। ১৮০৫ সাল। ভাইমার। জার্মানী।

যোহান ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডারিখ হেলডারলিন

—যা কিছু মহান তার প্রতি তোমরা বিশ্বাস হারিয়েছ। এই বিশ্বাস যদি আশ্চর্য আকাশ থেকে উল্কার মত হঠাৎ না ফিরে আসে তা হলে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য।—হেলডারলিন।

স্বপ্নচারী হেলডারলিনের এই হোল ভবিষ্যৎবাণী। শীলারকে অনুসরণ করে বনেদী গ্রীক আদর্শ পূর্ণতার উপাসনায় ব্রতী হন হেলডারলিন। এই আদর্শের বাস্তব রূপায়ন ঘটে তাঁর প্রণয়িনী সুজান গনটার্ডের মধ্যে।

হেলডারলিন দীর্ঘকাল অবজ্ঞাত ছিলেন। ১৯২৩ সালে হেলিনগ্রাথ নামক একজন প্রকাশক পাঁচখণ্ডে তাঁর সুসম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে তাঁকে নূতন করে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন। রিল্‌কে ও ষ্টীফান গেওর্গেও নূতন করে হেলডারলিনকে চেনাবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অবশ্য এর অনেক আগে নীট্‌শের কাছে হেলডারলিনের প্রতিভা ধরা পড়েছিল।

জন্ম—২০শে মার্চ। ১৭৭০ সাল। লুকেন। জার্মানী।

শিক্ষা—টুবিংএনের এক গীর্জায় আরম্ভ। শীলারের সান্নিধ্য পাবার আশায় জেনায় ফিক্টের কাছে দর্শন পড়তে আসা। শীলারের সঙ্গে পরিচিত হবার সময় তাঁর পত্রউপন্যাস হাইপিরিয়নের খসড়া রচিত হয়। এবং তাঁর লেখা ড্যাই হেরণ ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে।

শিক্ষক হিসাবে এক ব্যাঙ্কারের পরিবারে চাকরী গ্রহণ। ব্যাঙ্কারের তরুণী পত্নী কাব্যের ডিওটিমা, গনটার্ডের সঙ্গে প্রেম। লোক জানাজানি। ব্যাঙ্কারের ঈর্ষা। ক্রোধ। কলহ। অবশেষে হেলডারলিন বিতাড়িত হন। তীব্র মানসিক অশান্তির মধ্যে শেষ করেন হাইপিরিয়নের দ্বিতীয় খণ্ড। ১৮০২ সালে তাঁর ডিওটিমার মৃত্যু সংবাদে বেদনায় দুঃখে পাগল হয়ে যান হেলডারলিন। কিন্তু উন্মাদ অবস্থাতেও এমন কতকগুলি চমৎকার কবিতা লেখেন যা বিশ্ব-সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ।

হেলডারলিন চেয়েছিলেন খৃষ্টান যিশু আর গ্রীক সৌন্দর্যদেবতা অ্যাপোলোর সমন্বয়। প্যানথেইজম্ বা স্রষ্টা ও সৃষ্টির ঐক্যতত্ত্ব তাঁর কাব্যে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। ঐ ঐক্যের অনুসন্ধান এবং তার ব্যর্থতাজনিত বিষাদ তাঁর কবিতাকে এক আশ্চর্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। হাইপিরিয়নের গানে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। হেলডারলিনের কাব্যের বিষয়বস্তু প্রায়ই পুরাণ। প্রেম, পিতৃভূমি, বন্ধুত্ব, প্রকৃতি, প্রভৃতি সনাতন বিষয়বস্তু। কিন্তু অনুভূতির গভীরতায়, প্রকাশ ব্যঞ্জনার বৈশিষ্ট্যে, ছন্দ (গ্রীক বনেদী ছন্দের

নির্ভুল প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন) ও ভাষার নৈপুণ্যে তিনি নিঃসন্দেহে গ্যেটে এবং শীলারের পাশাপাশি আসনের অধিকারী।

হেলডারলিন হাইপিরিয়ন ছাড়া এম্পেডোক্লিজ নামে একটি কাব্য-নাটক লেখেন, বাকি সব কবিতা।

এক ছুতারের আশ্রয়ে জীবনের শেষ চল্লিশ বছর টুবিংএনে হেলডারলিন কাটিয়ে দেন।

মৃত্যু—৭ই জুন। ১৮৪৩ সাল। টুবিংএন। জার্মানী।

নোভ্যালিস (ফ্রেডারিখ লিওপোল্ড ফন হার্ডেনবার্গ)

"কাব্য হোল যা সম্পূর্ণ বাস্তব এবং সত্য তাই।"—নোভ্যালিস।

এই উপলব্ধি রোমান্টিক্ যুগের খ্যাতনামা কবি নোভ্যালিসের।

জন্ম : ২রা মে। ১৮৭২ সাল। সাক্সনী।

ছেলেবেলায় রহস্যবাদী মরমীয়াপন্থীদের ধর্মগ্রন্থ পাঠ। জেনায় প্রবাসকালে শীলারের প্রভাবে আসা। লাইপজীগে শ্লেগেলের সঙ্গে পরিচয় ও রোমান্টিক্ সাহিত্যে দীক্ষা। ১৭৭৪ সালে উইটেনবার্গে আইন পাঠ। টেনসটেডেটে দান্তের বিয়াত্রিচের মত এক ত্রয়োদশী শ্রীমতী সোফি ফন্ কুহনের সঙ্গে প্রণয়। ১৭৯৭ সালে কুহনের মৃত্যুতে শোকার্ত কবি রাত্রির স্তবগাথা রচনা করেন। এটি প্রথম গদ্যছন্দে লেখা হয়েছিল। এই কবিতাগুলিতে এক রহস্যময় মৃত্যু-ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। নোভ্যালিস দুটি প্রেমোপন্যাসও লেখন। রোমান্টিকতার প্রতীক হিসাবে উপন্যাসে তিনিই প্রথম নীলফুলের উল্লেখ করেন।. নায়কের নীল ফুল অন্বেষণ কবির জীবনের প্রতীক।

প্রেরণার জন্য হেলডারলিন তাকিয়েছিলেন প্রাচীন গ্রীসের দিকে; নোভ্যালিস মধ্যযুগের য়ুরোপের দিকে।

নোভালিস এঁর ছদ্মনাম। আসল নাম হোল লিওপোল্ড ফন হার্ডেনবার্গ।

মৃত্যু—২৫শে মার্চ। ১৮০১ সাল। ওয়াজেন ফেল। জার্মানী।

ক্লেমেন্স মারিয়া ফন ব্রেণ্টানো

নামটা পড়লেই মনে হবে নিশ্চয় কোন ইতালীয়ানের নাম। সত্যিই তাই। ব্রেণ্টানোরা ইতালী থেকে জার্মানীতে বসবাস করতে আসেন সুদূর অতীতে। তাই নামে ইতালীর গন্ধ পাওয়া গেলেও আসলে ওঁরা জার্মান। ব্যবসায়ীর ঘরে জন্মালেও ব্রেণ্টানোরা ছিলেন সাহিত্য ও শিল্পরসিক। প্রথম যুগের রোমান্টিকদের মধ্যে ব্রেণ্টানো একটি উজ্জ্বল নাম। পরবর্তীদের উপর তাঁর প্রভাব বেশ স্পষ্ট।

জন্ম—৮ই সেপ্টম্বর। ১৭৭৮ সাল। ফ্রাঙ্কফুর্ট।

শিক্ষা—জেনা বিশ্ববিদ্যালয়।

জেনায় টীকের সঙ্গে বন্ধুত্ব। শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে শিক্ষা। "গেডউইন" নামক উপন্যাস রচনার পর খ্যাতি অর্জন। রোমান্টিক ধরণের উপন্যাস হিসাবে বইটি উল্লেযোগ্য। উপন্যাসটিতে অনেকগুলি কবিতা আছে।

হাইডেলবার্গে বসবাসের সময় তিনি হাইডেলবার্গ সাহিত্যচক্রের প্রধান পুরুষ ছিলেন। ঐখান থেকেই ভগিনীপতি অরণিম এবং ভগিনী বেটিনার (গ্যেটের বিশেষ ভক্ত) সহযোগিতায় "শিশুর যাদু শিঙা" নামে বিখ্যাত লোকগীতি সংগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৮০৩ সালে মহিলা কবি সোফি মেরুকে বিবাহ করেন। বিবাহের তিন বছরের মধ্যেই শ্রীমতী মেরু মারা যান।

মৃত্যু—১৮শে জুলাই। ১৮৪২ সাল। আসক্কেনবার্গ। জার্মানী।

যোশেফ ফন আইকেনড্রফ

"শেষ রোমান্টিক বীর"—হাইনে।

আইকেনড্রফ সম্পর্কেই এই মন্তব্য হাইনের। বিশ্ববিধাতার সৃষ্টি নিয়ে আনন্দ আর বিশ্বাসের গান গেয়ে গেছেন আইকেনড্রফ। রোমান্টিক ভাবনা তাঁর রচনায় এসেছে অত্যন্ত সহজে।

জন্ম—১০ই মার্চ। ১৭৮৮ সাল। সাইলেশিয়া।

শিক্ষা—বাল্যে গৃহশিক্ষকের কাছে। হালে বিশ্ববিদ্যালয়। হাইডেলবার্গ থেকে আইনের উপাধি লাভ।

ব্রেণ্টানোর ভগিনীপতির সঙ্গে আলাপ। "শিশুর যাদুশিঙা"র দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত। পত্নী—লুইস ফন ল্যারিস। ডানজিগ্, কোনিগ্সবার্গ, বার্লিন প্রভৃতি স্থানে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকার। অবসর গ্রহণ করে সাহিত্যচর্চাকেই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ। প্রকৃতি আর গৃহ দুইই ভালোবেসেছিলেন আইকেনড্রফ। তার উদাহরণ তাঁর লেখা সন্ধ্যা বন্দনায়।

মৃত্যু—২৬শে নভেম্বর। ১৮৫৭ সাল। নীজ। পোলাণ্ড।

হেইনরিখ্ হাইনে

"আমি রোমান্টিক যুগের শেষ কবি, পুরান জার্মান গীতিকবিতা আমার সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আমিই জার্মান গীতিকবিতার নব রূপায়ণের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছি।"—এই স্পর্ধিত উক্তি যিনি নিজের সম্পর্কে করেছেন তাঁর নাম হেইনরিখ্ হাইনে।

জন্ম—১৩ই ডিসেম্বর। ১৭৯৭ সাল। ডুসেলডর্ফ।

শিক্ষা—বন্, হামবুর্গ, বার্লিন। গটিংএনে ১৮২৫ সালে আইনের উপাধি গ্রহণ।

১৮৪১ সালে ম্যাটিলডা মিরাঠকে বিবাহ। চরমপন্থী মতবাদের জন্য স্বদেশ পরিত্যাগ করে ফ্রান্সে বসবাস। স্থূল ইন্দ্রিয়বিলাস ও সূক্ষ্ম ভাবময়তার অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছে তাঁর রচনায়। ব্যঙ্গ বিদ্রূপেও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীহীন।

মৃত্যু—১৭ই ফেব্রুয়ারী। ১৮৫৬ সাল। প্যারিস। ফ্রান্স।

অ্যানেট ফন্ ড্রসটে হুলসহফ্

অবক্ষয়ের যুগে কবিতা যখন কল্পনার ফানুস মাত্র, তখন যাঁর বাস্তববাদী বলিষ্ঠ ঝরঝরে কণ্ঠ জার্মানীর সাহিত্যসংসার ঝঙ্কৃত করেছিল, যার অনুরণন ডেমেলের কাব্যে; রোমান্টিক যুগের পর নূতন পর্বান্তর যাঁর রচনায় স্পষ্ট, সেই অ্যানেট ফন্ ড্রসটে হুলসহফ্ হলেন জার্মানীর শ্রেষ্ঠ নারী কবি।

জন্ম—১৪ই জানুয়ারী। ১৭৯৭ সাল। মুনষ্টার।

শিক্ষা—বাড়ীতে ও আত্মীয়ের কাছে।

১৮২০ সালে "ড্যেস গাইষ্টলিশে ক্রয়ার" নামে কাব্যগ্রন্থের প্রথমাংশ প্রকাশ।

ওয়েষ্টফেলিয়ার এই অভিজাত নারী গ্রীম, শ্লেগেল, সিমারক প্রভৃতি তৎকালীন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত থাকলেও মনের দিক থেকে ছিলেন একান্তভাবে একাকিনী। ভগিনীপতি ল্যাসবার্গের বাড়ীতে তাঁর থেকে বয়সে অনেক ছোট শুকিংয়ের সঙ্গে তাঁর একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটাও টেঁকেনি।

ওয়েষ্টফেলিয়ার জলাভূমি, ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস, সাধারণ মানুষ, তাদের ব্যর্থতা, এই সব হোল তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু।

মৃত্যু—২৪শে মে। ১৮৪৮ সাল। মিরসবার্গ। জার্মানী।

এডোয়ার্ড মেওরিকে

বনেদী বা ক্লাসিকাল রীতির সাহিত্যচিন্তা ও আঠার শতকী রচনা-শৈলীর প্রভাব যাঁর কবিতায় এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও চরিত্র সংযোজিত করেছে, উনিশ শতকের সেই খ্যাতনামা গীতি কবি হলেন এডোয়ার্ড মেওরিকে।

জন্ম—৮ই সেপ্টেম্বর। ১৮০৪ সাল। লুডউইগ্‌সবার্গ।

শিক্ষা—টুবিংএন।

কবি, অভিনেতা প্রভৃতি শিল্পীদের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই মেশবার ঝোঁক। দুঃসাহসিনী মেরিয়া মেয়ারের সঙ্গে পরিচয় ও প্রেম। এই সাধু অথচ পাপী, ধার্মিক অথচ কামুক দস্তয়ভস্কীর সৃষ্ট চরিত্রের মত নারী মেওরিকের কাব্যের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। কবির প্রতীক জগতে এঁর নাম পেরিগ্রীণা। ১৮২৬ সালে বিখ্যাত উপন্যাস ম্যালার নলটন রচনা। প্রথমে পাদরী; পরে ষ্টাটগার্ডে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ। ৪৬ বৎসর বয়সে মার্গারেট ফন্ স্পীথকে বিবাহ।

তাঁর কবিতায় পার্থিব বাস্তবতা উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত সুরকাররা তাঁর গানে সুর দিয়েছেন।

মৃত্যু—৪ঠা জুন। ১৮৭৫ সাল। ষ্টাটগার্ড। জার্মানী।

কনরাড ফার্দিনান্দ মেয়ার

কনরাড ফার্দিনান্দ মেয়ার হলেন সুইজারল্যাণ্ডের লোক। কবি অপেক্ষা ঔপন্যাসিক হিসাবেই তাঁর প্রসিদ্ধি।

মাইকেল এঞ্জেলো ও কেলভিনের ধর্মতত্ত্ব তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রতীকের ব্যবহার ও ভাষার নমনীয়তা ও সংযম তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য।

জন্ম—১১ই অক্টোবর। ১৮২৫ সাল।

শিক্ষা—জুরিখ্, জেনেভা, লুজেন।

১৮৭৫ সালে লুইজ্ জাগ্‌লারকে বিবাহ। ৪৫ বৎসর বয়স থেকে সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়ে সাহিত্যচর্চা।

মৃত্যু—২৮শে নভেম্বর। ১৮৯৮ সাল। কিলবুর্গ। জার্মানী।

ফ্রেডারিখ উইলহেল্‌ম নীট্‌শে

নীতিধর্মের ক্ষেত্রে বাইবেল বন্ধ করে মনুসংহিতার প্রচলনের কথাই শুধু নীটশে বলেন নি, তাঁর নন্দনতত্ত্বেও "আনন্দ থেকে সমস্ত সৃষ্টির উদ্ভব" এই উপনিষদের বাণীটি হোল আসল কথা। অবশ্য এ ক্ষেত্রে নীটশের ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র। তাঁর মতে এই আনন্দ বা শিল্পসুষমা গ্রীক দেবতা অ্যাপোলো ও ডাইনোসিয়াসের দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত। অ্যাপোলো হলেন রূপ বা আঙ্গিকের প্রতীক—তাই শাসন-সংযত ও বিচারশীল। ডাইনোসিয়াস হলেন ভাবের প্রতীক—তাই বাধাবন্ধহীন রূপাতীত উন্মত্ততা এই দুইয়ের লীলায় শিল্পের সৃষ্টি।

নীটশের চিন্তা তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম হোল নন্দনতত্ত্ব বা এসথেটিকস্; দ্বিতীয় হোল দর্শন; আর তৃতীয় হোল নীতিধর্ম।

দার্শনিক হিসাবে নীট্‌শে প্রসিদ্ধিলাভ করলেও আসলে তিনি ছিলেন কবি। তাই তাঁর লেখা যুক্তিনির্ভর নয়। তাঁর লেখায় যে আবেগ ও অনুভূতির গভীরতা তার আবেদন বুদ্ধির দরজায় নয়; হৃদয়ের মণিকোঠায়।

তাঁর "জরথুষ্ট্র এই বলেছিলেন" আসলে একখানি চমৎকার গদ্যকাব্য।

শোপেনহাওয়ারের নৈরাশ্যবাদী দর্শনের থম্‌থমে আবহাওয়ায় তাঁর

"গিডেক্ট উণ্ড স্প্রাখে" (১৮৯৮) নামক কাব্যগ্রন্থ নূতন আশা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জয়ধ্বজা নিয়ে দেখা দেয়। তাঁর কবিতার ইঙ্গিতময়তা উত্তরকালে ইম্প্রেসানিষ্ট কবিকুলকে প্রভাবান্বিত করেছে।

জন্ম—১৫ই অক্টোবর। ১৮৪৪ সাল। রোকেন।

শিক্ষা—বন্, লাইপজিগ্।

বেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপকত্ব। ফ্রাঙ্কোপ্রাশিয়ান যুদ্ধে যোগদান। আমাশয়। অনিদ্রা। ঘুমের ঔষধ খাবার অভ্যাস ও আসক্তি। ১৮৮৯ সালে উন্মাদ অবস্থা।

খৃষ্টধর্ম বিরোধী ও বিবেকানন্দের মত ভালো এবং মন্দের উর্ধ্বে নূতন মূল্যায়নে বিশ্বাসী, অতিমানুষে আস্থাশীল নীট্শে প্রথম জীবনে শোপেন-হাওয়ার ও সঙ্গীতজ্ঞ ওয়াগনারের দ্বারা প্রভাবিত হন।

তাঁর শিল্প সম্পর্কিত ধারণার কাছে একস্প্রেসানিজমের তাত্ত্বিক দিক গভীরভাবে ঋণী।

মৃত্যু—২৫শে আগষ্ট। ১৯০০ সাল। ভাইমার। জার্মানী।

রিচার্ড ডেমেল

"প্রাণশক্তির তরঙ্গায়িত উত্থান পতনই হোল ছন্দ"—ডেমেল।

ডেমেলের কাছে এই প্রাণশক্তি ছিল যৌন, আকাঙ্ক্ষার নামান্তর। জার্মান কাব্যজগতে ডেমেল উনিশ শতকী বাস্তবতার প্রতীক।

জন্ম—১৮ই নভেম্বর। ১৮৬৩ সাল। ব্লাণ্ডেন্বার্গ।

শিক্ষা—ক্রেমেন, বার্লিন, ডান্জিগ্। দর্শন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সামাজিক ও অর্থনীতি বিষয়ে পড়াশুনা। স্ত্রী পাউলা ডেমেলের সহযোগিতায় ছোটদের বই লেখা। প্রসিদ্ধ কাব্য সঙ্কলন অ্যাবের ডাই লাইফ ১৮৯৩ সালে প্রকাশ। জীবনবীমা কোম্পানি সমূহের সম্পাদক হিসাবে চাকরী। প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান।

তাঁর কবিতার ভাবাবেগের তীব্রতা কিন্তু তাঁর স্ত্রী পাউলার প্রভাব নয়। যিনি তাঁর কাব্যের প্রেরণা তাঁর নাম শ্রীমতী ইসি।

মৃত্যু—৮ই ফেব্রুয়ারী। ১৯২০ সাল। ব্রানকিনিজ। জার্মানী।

ষ্টীফান গেওর্গে

"বইয়ের প্রত্যেকটা অক্ষর সুন্দর হবে"—সমগ্র জীবন দিয়ে যিনি সুন্দরকে খুঁজেছিলেন এ কথা সেই ষ্টীফান গেওর্গের। ডেমেলের বাস্তবতার বিরুদ্ধে জার্মানীর নূতন কাব্য আন্দোলনের নায়ক গেওর্গে চেয়েছিলেন জীবন ও শিল্পের একান্ত ঐকীকরণ। ফরাসী কবিতার ধারা অনুসরণ করে তিনি জড়বাদী ইম্প্রেসনিজমের বদলে প্রতীকপন্থী ক্লাসিকাল বা বনেদী রীতির প্রবর্তন করেন। নীট্শের মত গেওর্গের বিশ্বাস ছিল খৃষ্টধর্ম বিরোধী উচ্চতর জার্মান সংস্কৃতির উপর। কাব্যের ক্ষেত্রে গেওর্গে চাইতেন রচনারীতির বনেদী পরিপাট্য, নিখুঁত ছন্দ প্রভৃতি।

তিনি বিশ্বাস করতেন যেহেতু ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি কেবলমাত্র অনুভব-যোগ্য, তাই বাক্যে তাদের সম্যক প্রকাশ অসম্ভব। এই অনুভূতির যথাযথ প্রকাশ একমাত্র প্রতীকের সাহায্যেই করা সম্ভব।

গেওর্গে প্রচলিত দাঁড়ি, কমা ব্যবহার করতেন না, কোথাও জোর দেবার জন্য ব্যবহার করতেন বড় হরফ।

গেওর্গে "ব্লাটার ফ্যর ডাই কুন্স্ট" নামে এক শিল্পসম্পর্কিত পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং ঐ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এক শক্তিশালী সাহিত্যগোষ্ঠী সৃষ্টি করেন। এরকম শক্তিশালী সাহিত্যগোষ্ঠী সৃষ্টি ও পরবর্তী কবিদের উপর প্রভাব বিস্তার গ্যেটের পর খুব কম কবিই করতে পেরেছেন।

গেওর্গের কবিতা কিন্তু সম্ভবতঃ কেবল বিদগ্ধ ব্যক্তিদের প্রিয়; জনসাধারণের নয়।

জন্ম—১২ই জুলাই। ১৮৬৮ সাল। বুডসহাইম্।

শিক্ষা—ডার্মস্টাডট।

প্যারিস, লণ্ডন প্রভৃতি ভ্রমণ। প্যারিসে ম্যালার্মের মঙ্গলবারের বৈঠকে নিয়মিত যোগ দিতেন গেওর্গে। ১৮৯০ সালে তাঁর "রাইমস" নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯২৭ সালে তিনি গ্যেটে পুরস্কার পান।

বিশুদ্ধ কাব্যে বিশ্বাসী গেওর্গে তার অ্যালগাবাল গ্রন্থে কাব্যিক আদর্শ ও দৈনন্দিন জীবনের গ্লানির কথা বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাব্য মানবমহত্ত্ব ও তার সৃষ্টিশীলতার জয়ধ্বনিতে মুখর।

মৃত্যু—৪ঠা ডিসেম্বর। ১৯৩৩ সাল। লোকার্ণো। সুইজারল্যাণ্ড।

ক্রশ্চান মর্গানষ্টার্ণ

মর্গানষ্টার্ণ প্রথমে গুরুতর বিষয় নিয়ে কবিতা লিখতেন। কিন্তু ঐ সব কবিতা পাঠকদের প্রিয় না হওয়ায় তিনি মিউনিখের "উইট্জ ব্লটার" নামে হাস্যকৌতুকের পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ব্যুস প্রভৃতি যে কবিগোষ্ঠী ব্যঙ্গ ও হাস্যরসকে কাব্যের বিষয়বস্তু হিসাবে ব্যবহার করতেন তাদের দলে যোগ দেন।

লালিকা ও ব্যঙ্গকবিতার জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করলেও মর্গানষ্টার্ণের প্রিয় লেখক ছিলেন শোপেনহাওয়ার ও নীট্শে। তাই তাঁর অন্য ধরণের কবিতায় আধ্যাত্মবাদ ও রহস্যময় মিষ্টিকত্ব লক্ষণীয়। ইনি হুইটম্যান, দ্যানুনাৎজিও প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ কবির রচনার প্যারডি করেন। তাঁর শব্দ-চাতুর্য, কথার মারপ্যাচ প্রভৃতি অনূদিত হওয়া কঠিন।

জন্ম—৬ই মে। ১৮৭১ সাল। মিউনিখ।

শিক্ষা—যক্ষ্মারোগের জন্য বাড়ীতেই পড়াশুনা।

প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ ইনফ্যানটাজক্লজ ১৭৯৫ সালে প্রকাশিত হয়।

মৃত্যু—৩০শে মার্চ। ১৯১৪ সাল। মেরানো। জার্মানী।

হুগো ফন হফ্মান্সথাল্

"রোমান্টিকতা ও ইম্প্রেসানিজ্ম্ দুটো শব্দই অর্থহীন"—এই মন্তব্য যাঁর সেই হুগো ফন হফ্মান্সথাল্ হলেন গেওর্গে ও রিল্কের কবিকীর্তির মধ্যবর্তী নিওরোমান্টিকধর্মী সেতু।

বাস্তববিমুখ হফ্মান্সথাল্ অতীতের স্বপ্নলোকে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। বিগত সভ্যতা বিশেষ করে রেনেসাঁর যুগের ছাপ তাঁর সমগ্র রচনায়।

জন্ম—১লা ফেব্রুয়ারী। ১৮৭৪ সাল। ভিয়েনা। অষ্ট্রিয়া।

শিক্ষা—ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়। ভিক্টর হুগোর উপর প্রবন্ধ লিখে পি. এইচ. ডি. উপাধি গ্রহণ।

১৮ বৎসর বয়সে "গেষ্টার্ন" নামে কাব্য সঙ্কলনপ্রকাশ। ছেলের আত্মহত্যার পর কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। রিচার্ড ষ্ট্রাউস এঁর রচনায়

স্বরারোপ করেন। এই হিসাবে দুইজনের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ভাষার সৌন্দর্যের উপরই তিনি সব থেকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। নাট্যকার হিসাবেও হফ্‌মান্সথাল্‌ যথেষ্ট খ্যাতিমান।

ষ্ট্রাউস এবং হফ্‌মান্সথাল্‌ "রোজেন ক্যাভেলিয়ার" নামক বিশ্ববিখ্যাত গীতিনাট্য রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন।

মৃত্যু—১৫ই জুলাই। ১৯২১ সাল। রোডাউন। জার্মানী।

রাইনর মারিয়া রিল্‌কে

"ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজিত; ঈশ্বরউপলব্ধিই জীবনের লক্ষ্য"—শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ নন, হাজার হাজার মাইল দূরে জার্মান ভাষার শ্রেষ্ঠ এক কবিও উনিশ শতকের শেষদিকে ঠিক একই সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন। নাম রিল্‌কে। রাশিয়ার ঋষি টলষ্টয় তাঁর মনে যে গভীর ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এ উপলব্ধি সেই প্রভাবেরই ফল।

জন্ম—৪ঠা ডিসেম্বর। ১৮৭৫ সাল। প্রাহা।

শিক্ষা—প্রথম পাঁচ বছর সামরিক বিদ্যালয়, লিন্‌জের এক স্কুলে ব্যবসা শিক্ষা (এই সময় এক গভর্নেসের সঙ্গে পালিয়ে যান রিল্‌কে); বন্ধু কবি পল ভ্যালেরির পরামর্শে প্রাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ। প্রাহা ছেড়ে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়, পরে মিউনিক।

সাহিত্য, দর্শন, আইন ও শিল্পের ইতিহাস পাঠ। ইতালী ও রাশিয়া ভ্রমণ। পুশকিন ও ডষ্টয়ভস্কির দ্বারা অনুপ্রেরণা লাভ। অস্তিত্ববাদী দার্শনিক কেয়ারকেগার্ডের লেখা পড়ার জন্য ডেনিস ভাষা শিক্ষা। ভাস্কর রঁদার সেক্রেটারী হিসাবে কাজ। তাঁর কাছ থেকে বিষয়গত নৈপুণ্যের আদর্শ গ্রহণ। এর আগে শিল্পী ও কবিদের ভলপস ভীডে নামক উপনিবেশে বাস কালে ক্লারা ওয়েষ্টহফকে বিবাহ। দারিদ্র্যের জন্য বিবাহবিচ্ছেদ। অসুস্থ শরীরের জন্য প্রথম মহাযুদ্ধে সৈনিক হিসাবে যোগ দেননি রিল্‌কে। যুদ্ধের পর মানুষের পাশবিকতা ও বর্বরতা তাঁকে হতবাক করে দেয়। এর কিছুকাল পরে তিনি বিখ্যাত অরফিউসের প্রতি সনেটগুচ্ছ প্রকাশ করেন। শেষ জীবনে দরদী ওয়ার্ণার রাইনহার্টের একটি দুর্গে বাস করতেন।

সেখানে নিজের বাগানের গোলাপ এক মহিলাকে উপহার দিতে গিয়ে হাতে গোলাপের কাঁটা ফুটে রক্ত বিষাক্ত হয়ে মারা যান।

১৮৯৭ সালে ষ্টীফান গেওর্গের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। তার ফলে "শুদ্ধ কবিতা"-র আদর্শে তাঁর নিষ্ঠা। গেওর্গের মতই স্বরবর্ণের ধ্বনিসাম্য, শব্দসংহতি প্রভৃতি রূপগত গবেষণার উপর জোর দেন রিল্‌কে। তাঁর বিশ্বাস ছিল ইমপ্রেসনিজম্ ও মিষ্টিসিজম্-এর দ্বন্দ্বে নূতন কবিতার উদ্ভব হবে। তাঁর ছন্দপ্রকরণে হাইনের প্রভাব পরিস্ফুট। তিনি হাইনের ধরণের ব্যালাড রচনাও করেছেন। জার্মান কাব্যসাহিত্যে রিল্‌কে এক বিরাট পুরুষ।

তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ মালটিলরেটসব্রিগ্যে এক উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি।

মৃত্যু—২৯শে ডিসেম্বর। ১৯২৬ সাল। সিয়েরো। সুইজারল্যাণ্ড।

রুডল্‌ফ্ আলেকজাণ্ডার শ্রয়েডার

যে বনেদী গ্রীক কাব্যিক আদর্শ যুগ যুগ ধরে জার্মান কাব্যকে অনুপ্রাণিত করেছে, সেই বনেদী গ্রীক কাব্যসাধনার ঐতিহ্যের আধুনিক প্রতিনিধি হলেন শ্রয়েডার। সেইদিক দিয়ে তিনি ক্লপষ্টক, হেলডারলিনের যোগ্য প্রতিনিধি।

জন্ম—২৬শে জানুয়ারী। ১৮৭৮ সাল। ব্রেইমেন।

শিক্ষা—ঐখানেই। 'ডিইনজেল' নামক সাহিত্য পত্রিকার সহযোগী প্রতিষ্ঠাতা। হোমার, ভার্জিল্, হোরেস, সেক্সপীয়র, রাসিন্, মোলেয়ার প্রভৃতির অনুবাদ। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উনমুট" (১৮৯৯)।

পল্ গেরহার্ডের স্তবগানের ধারার নূতন রূপায়ণ ঘটে তাঁর রচনায়। প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মবিশ্বাসীদের প্রিয় কবি হলেন শ্রয়েডার। তাঁর চিন্তা ও রচনা-রীতি বনেদী য়ুরোপীয় ঐতিহ্যের অনুসরণকারী। ইনি এখনো বেঁচে আছেন।

হেরম্যান্ হেস্তে

হেরম্যান্ হেস্তের ভারতবর্ষের সঙ্গে আজন্ম সংযোগ। তাঁর বাবা ভারতবর্ষে এসেছিলেন ধর্মযাজক হয়ে। ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁর নিবিড়

পরিচয় তিনি তাঁর সিদ্ধার্থ (১৯২২) গ্রন্থে লিখেছেন। তাঁর প্রথম কাব্যসঙ্কলন 'গেডিক্ট'ও ঐ সালেই প্রকাশিত হয়।

জন্ম—২রা জুলাই। ১৮৭৭ সাল। উরটেম্‌বুর্গ।

তাঁর সাহিত্যকীর্তির স্বীকৃতি হিসাবে তাঁকে ১৯৪৬ সালে নোবল্ প্রাইজ দেওয়া হয়। কবি হিসাবে তিনি নিওরোমাণ্টিক এবং তাঁর কবিতার আঙ্গিক ঐতিহ্যআশ্রয়ী।

মৃত্যু—৯ই আগষ্ট। ১৯৬২ সাল। মণ্টাগ্নোলা। সুইজারল্যাণ্ড।

গট্‌ফ্রিড বেন্

"শিল্পীর দায়িত্ব বস্তুকে যথাযথভাবে নয়, শিল্পীর সত্তার সঙ্গে বস্তুর সংযোগকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা।"—গট্‌ফ্রিড বেন্।

এই এক্সপ্রেসানপন্থী মতবাদ দুই মহাযুদ্ধের ঝড়ের মধ্য দিয়ে আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ গট্‌ফ্রিড বেন্ বহন করে এসেছেন। নীট্‌শে থেকে এক্সপ্রেসানিজম্ নামে পশ্চিমের যে আধুনিকতার ধারা বর্তমানে অস্তিত্ববাদী দর্শন বা একজিসটেন্‌সিয়ালিজমে এসে পৌছেছে গট্‌ফ্রিড বেন্ হলেন তার সংযোগসেতু।

জন্ম—২রা মে। ১৮৮৬ সালে। ম্যানস্‌ফিল্ড। জার্মানী।

শিক্ষা—ওডার তীরবর্তী ফ্রাঙ্কফুর্ট, বার্লিন। ভাষাতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব, ডাক্তারী। ১৯১২ সালে সৈন্যদলের ডাক্তারী। চাকরী ছেড়ে বার্লিনের কাফে মেগালোম্যানিয়াতে আড্ডা। 'ষ্টুর্ম' নামক পত্রিকায় রচনা প্রকাশ। প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান। ১৯২০ সালে বেন ভাষার রাজ্যে সমস্ত পুরান প্রচলিত পদ্ধতির ধ্বংসসাধনে মেতে উঠেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালে তিনি খুঁজে পান সংহতি, আবিষ্কার করেন নিজস্ব রচনাশৈলী; যাতে প্রচলিত ক্রিয়াপদ ও বাক্যবন্ধের একান্ত অভাব। প্রথম কাব্যগ্রন্থ মুর্গ (১৯১২)।

এঁর গোড়ার দিকের রচনায় স্যুররিয়েলিজম্ ও নিহিলিজমের ছাপ পাওয়া যায়। "এই বিশৃঙ্খল জগতে শিল্পই একমাত্র চিরস্থায়ী" এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

মৃত্যু—৭ই জুলাই। ১৯৫৬ সাল। বার্লিন। জার্মানী।

গেওর্গ ট্রাক্ল

"রং ও ধ্বনির বলিষ্ঠ চিত্রকল্প ট্রাকলের কবিতার খুব বড় সম্পদ। তাঁর কবিতার নাটকীয় আবেদনে আধুনিক জার্মান চিত্ত মুগ্ধ", এই হোল ট্রাক্ল সম্পর্কে সমালোচকদের মত।

জন্ম—৩রা ফেব্রুয়ারী। ১৮৮৭ সাল। সালজবার্গ। অষ্ট্রীয়া।

শিক্ষা—ভিয়েনা। ওষুধের দোকানে রাসায়নিকের পদ গ্রহণ। মদ ও অন্যান্য নেশায় আসক্তি। প্রথম মহাযুদ্ধের ধাক্কা সহ্য করতে পারেননি ট্রাক্ল। অ্যাম্বুলেন্স কোরে যোগদান করেছিলেন। যুদ্ধের বীভৎসতা তাঁকে পাগল করে দেয়। গ্রাডেকের যুদ্ধের কিছু পরে তাঁকে ক্রকাউর মানসিক হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঐখানেই তিনি আত্মহত্যা করেন।

ট্রাকলের প্রথম রচনা "ব্রেনার" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ট্রাক্ল প্রধানতঃ সৌন্দর্যবাদী গ্রামজীবনের কবি। সাহিত্য চর্চাই তাঁর বেঁচে থাকার মূল প্রেরণা ছিল।

মৃত্যু—৩রা নভেম্বর। ১৯১৪ সাল। ক্রকাউ। পোলাণ্ড।

গেওর্গ হেইম্

বার্লিনের খালে ভেসে যাচ্ছে এক সুন্দরীর গলিত মৃতদেহ। এই হোল হাইমের বিখ্যাত কবিতার বিষয়বস্তু। হাইম্ উনিশ শতকের শেষে সুন্দরের এই বিকৃত পরিণতিই উপলব্ধি করেছিলেন।

জন্ম—৩০শে অক্টোবর। ১৮৮৭ সাল। হিরস্‌বার্গ।

শিক্ষা—বার্লিন।

এক্সপ্রেসনিষ্ট কবিগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ প্রতিভাবান হাইম্ বেশীদিন বাঁচেন নি। তাঁর সামান্য রচনার মধ্যেই সমালোচকরা বিরাট সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন।

মৃত্যু—১৬ই জানুয়ারী। ১৯১২ সাল। বার্লিন। জার্মানী।

হেইনরিখ লার্স

"যন্ত্র মানুষের আত্মাকে কেড়ে নেয় না, মানুষ স্বেচ্ছায় যন্ত্রকে তার আত্মা দান করে"—লার্স।

যন্ত্রযুগের যন্ত্রণা দেশে দেশে যে সব কবির কাব্যভাবনাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে লার্স তাঁদের অন্যতম। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ্বের বুদ্ধিজীবী, কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকরা যে যুদ্ধবিরোধী বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা প্রচার করেন লার্সের কবিকর্মে তা সুপরিস্ফুট।

জন্ম—১২ই সেপ্টেম্বর। ১৮৮৯ সাল। ম্যুনিখ।

শিক্ষা—বিশ্ববিদ্যালয়ে ধরাবাঁধা লেখাপড়া লার্সের বিশেষ হয় নি। ইতালী ও জার্মানীতে শ্রমিক হিসাবে যে অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেন তাই তাঁর কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। জার্মানীতে যে সব কবির রচনায় হুইটম্যানের প্রভাব স্পষ্ট ; লার্স তাঁদের একজন। আমাদের দেশের নজরুলের সঙ্গে তাঁর অংশত মিল আছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে যে সমাজবাদী কবিগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়, সেই শ্রমিক কবিগোষ্ঠীর অন্যতম নেতা হলেন লার্স। জার্মান সমবায় আন্দোলন নিয়ে লেখা তাঁর একটি উপন্যাসও আছে।

লার্স পেশায় বয়লার মিস্ত্রী ছিলেন।

মৃত্যু—১৮ই জুন। ১৯৩৬ সাল। রেমাগেন। জার্মানী।

বারটোল্ড ব্রেখট্

চরম নিহিলিষ্ট ও নাস্তিবাদী থেকে ব্রেখট্ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুনে পুরোপুরি মার্কসবাদকে অঙ্গীকার করেন। হিটলারের আমলে দেশ ছেড়ে এসে রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে তিনি যাযাবরের জীবন যাপন করেন।

জন্ম—১০ই ফেব্রুয়ারী। ১৮৯৮ সাল। আউগ্স্বুর্গ।

শিক্ষা—মিউনিক। প্রকৃতিবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি। পরবর্তী জীবনে মিউনিক নাট্যশালার প্রয়োগকর্তা হন। ১৯২২ সালে তিনটি নাটকের জন্য ফন্ক্লাইষ্ট পুরস্কার পান। ১৯৪৬ সালে দেশে ফিরে আসেন।

মৃত্যু—১৪ই আগষ্ট। ১৯৫৬ সাল। বার্লিন। জার্মানী।

গুন্থার আইখ্

"অপরে যে যন্ত্রণা ও বেদনা বহন করছে সে যন্ত্রণা তোমার। অপরে তোমার হয়ে ঐ যন্ত্রণা বহন করছে।"—এই মানবতাবাদী উপলব্ধি গুন্থার আইখের।

জন্ম—১লা ফেব্রুয়ারী। ১৯০৭ সাল।

শিক্ষা—লাইপজিগ, বার্লিন, প্যারিস। আইন ও প্রাচ্য ভাষাসমূহ।

বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকদের সঙ্ঘ 'সাতচল্লিশের' নেতৃস্থানীয় সভ্য। ভাষার রাজ্যে নব নব উপমা, চিত্রকল্প প্রভৃতির ব্যবহার এঁর বৈশিষ্ট্য। রেডিও নাটক রচনার খ্যাতি এঁর জার্মানীর সীমান্ত অতিক্রম করেছে। ১৯৬২ সালে ইনি কলকাতায় এসেছিলেন।

ইন্গেবার্গ বাখ্মান

শ্রীমতী বাখ্মান সাতচল্লিশ দলের অন্যতম সভ্যা। নারীজনোচিত তীব্র আবেগের সঙ্গে তীক্ষ্ণ মেধার মিলন ঘটেছে এঁর কবিতায়।

জন্ম—২৫শে জুন। ১৯২৬ সাল। ক্লাগেনফুর্ত।

শিক্ষা—ভিয়েনা। দর্শনে ডক্টরেট।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ দি গেস্টুণ্ডেনেৎসাইট (১৯৫৩)।

সূচীপত্র

মূল কবিতা ও কবি	পৃষ্ঠা	অনুবাদ ও অনুবাদক
১। Ein' feste Burg ist unser Gott Martin Luther	২	দুর্জয়গড় বিধাতা মোদের কুমুদরঞ্জন মল্লিক
২। Abendlied Paul Gerhardt	৪	সন্ধ্যাস্তোত্র কালিদাস রায়
৩। Abend Andreas Gryphius	৮	সন্ধ্যা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৪। Tränen des Vaterlandes Andreas Gryphius	১০	আমার দেশের অশ্রু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৫। Komm Trost der Nacht Johann Jakob C. von Grimmelshausen	১২	রাত্রির সান্ত্বনা এস নচিকেতা ভরদ্বাজ
৬। Das Rosenband Friedrich Gottlieb Klopstock	১৬	গোলাপ-ফুল-ডোর আলোক সরকার
৭। Die frühen Gräber Friedrich Gottlieb Klopstock	১৮	অকালমৃত বন্ধুদের কবর আলোক সরকার
৮। Abendlied Matthias Claudius	১৮	সন্ধ্যাসাম কালিদাস রায়
৯। Der Tod und das Mädchen Matthias Claudius	২২	মৃত্যু ও বালিকা কালিদাস রায়
১০। Motetto, als der erste Zahn Matthias Claudius	২২	প্রথম দাঁত ওঠার পর প্রেমেন্দ্র মিত্র
১১। Harfenspieler Johann Wolfgang von Goethe	২৪	দুঃখের শিক্ষা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মূল কবিতা ও কবি	পৃষ্ঠা	অনুবাদ ও অনুবাদক
১২। Prometheus Johann Wolfgang von Goethe	২৪	প্রমিথিয়ুস প্রেমেন্দ্র মিত্র
১৩। Erlkönig Johann Wolfgang von Goethe	২৮	এরল-কনিগ্ হুমায়ুন কবীর
১৪। Gretchen am Spinnrade Johann Wolfgang von Goethe	৩০	গ্রেচেন ও চরখা হুমায়ুন কবীর
১৫। Die schöne Nacht Johann Wolfgang von Goethe	৩৪	সুরাত্রি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
১৬। Wanderers Nachtlied II Johann Wolfgang von Goethe	৩৬	পথিকের গান বিষ্ণু দে
১৭। Lied des Türmers Johann Wolfgang von Goethe	৩৬	পাহারাদারের গান বিমলচন্দ্র ঘোষ
১৮। Parzenlied Johann Wolfgang von Goethe	৩৮	ভাগ্যদেবীর গান অরুণকুমার সরকার
১৯। Römische Elegien V Johann Wolfgang von Goethe	৪০	রোমের শোকগাথা অরুণকুমার সরকার
২০। Heidenröslein Johann Wolfgang von Goethe	৪২	গোলাপ, সাধারণ এক গোলাপ শুদ্ধসত্ত্ব বসু
২১। Willkommen und Abschied Johann Wolfgang von Goethe	৪৪	স্বাগত ও বিদায় অনামী
২২। Des Paria Gebet Johann Wolfgang von Goethe	৪৬	পারিয়ার প্রার্থনা অনামী

মূল কবিতা ও কবি	পৃষ্ঠা	অনুবাদ ও অনুবাদক
২৩। Die Macht des Weibes Friedrich von Schiller	৪৮	নারীর শক্তি প্রমথনাথ বিশী
২৪। Die Worte des Glaubens Friedrich von Schiller	৫০	বিশ্বাসের বাণী দিনেশ দাস
২৫। Hoffnung Friedrich von Schiller	৫২	আশা নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
২৬। Sehnsucht Friedrich von Schiller	৫৪	তৃষ্ণা নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
২৭। An die Freude Friedrich von Schiller	৫৬	সুখ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
২৮। Poesie Friedrich von Schiller	৬২	কাব্য কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
২৯। Breite und Tiefe Friedrich von Schiller	৬৪	প্রশস্ততা ও গভীরত্ব সুরজিৎ দাশগুপ্ত
৩০। An die Parzen Friedrich Hölderlin	৬৪	ভাগ্যদেবীর গান হুমায়ুন কবীর
৩১। Hyperions Schicksalslied Friedrich Hölderlin	৬৬	হাইপেরিয়নের গান বুদ্ধদেব বসু
৩২। An Diotima Friedrich Hölderlin	৬৮	ডিওটিমার প্রতি বুদ্ধদেব বসু
৩৩। Diotima Friedrich Hölderlin	৬৮	দিওতিমা নরেশ গুহ
৩৪। Der Tod Friedrich Hölderlin	৭০	মৃত্যু কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
৩৫। Maria Novalis	৭২	মারিয়া সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩৬। Wenn ich ihn nur habe Novalis	৭২	শুধু আমার করিয়া লভিতাম যদি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩৭। Abendständchen Clemens Brentano	৭৪	সন্ধ্যায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৩৮। Wiegenlied Clemens Brentano	৭৬	ঘুমপাড়ানী গান অরবিন্দ গুহ

মূল কবিতা ও কবি	পৃষ্ঠা	অনুবাদ ও অনুবাদক
৩৯। Abschied Joseph von Eichendroff	৭৬	বিদায় অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
৪০। Mondnacht Joseph von Eichendroff	৭৮	শুক্লা রজনী অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
৪১। Todeslust Joseph von Eichendroff	৮০	মৃত্যু-উল্লাস মানস রায়চৌধুরী
৪২। Du bist wie eine Blume Heinrich Heine	৮০	তুমি একটি ফুলের মত মণি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪৩। Den König Wiswamitra Heinrich Heine	৮০	বিশ্বামিত্র বিচিত্র এই লীলা মোহিতলাল মজুমদার
৪৪। Sie sassen und tranken Heinrich Heine	৮২	প্রেমের স্বরূপ মোহিতলাল মজুমদার
৪৫। Du wirst in meinen Armen ruhn Heinrich Heine	৮৪	অবিশ্বাসী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
৪৬। Im Grase Annette von Droste—Hülshoff	৮৪	দীর্ঘ ঘাসের বুকে বাণী রায়
৪৭। Tag und Nacht Eduard Morike	৮৬	দিন রাত্রি গোপাল ভৌমিক
৪৮। Um Mitternacht Eduard Mörike	৯০	মধ্যরাত্রে শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়
৪৯। Denk es, o Seele Eduard Mörike	৯২	ভেবে ত্থাখো, হে হৃদয় শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়
৫০। Der römische Brunnen Conrad Ferdinand Meyer	৯২	রোমের ফোয়ারা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৫১। Unruhige Nacht Conrad Ferdinand Meyer	৯৪	অস্থির যামিনী মানস রায়চৌধুরী
৫২। Ecce Homo Friedrich Nietzsche	৯৪	একে হোমো নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৫৩। Das trunkene Lied Friedrich Nietzsche	৯৪	মত্ততার গান শঙ্খ ঘোষ

মূল কবিতা ও কবি	পৃষ্ঠা	অনুবাদ ও অনুবাদক
৫৪। Die stille Stadt Richard Dehmel	৯৬	মৌন শহর কৃষ্ণ ধর
৫৫। Manche Nacht Richard Dehmel	৯৬	একদিন রাত্রে কৃষ্ণ ধর
৫৬। Vogelschau Stefan George	৯৮	বিহঙ্গ দর্শন বাণী রায়
৫৭। Der hügel wo wir wandeln Stefan George	১০০	যে পাহাড়ে বেড়াই আমরা শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়
৫৮। Der Lattenzaun Christian Morgenstern	১০০	বেড়া শুদ্ধসত্ত্ব বসু
৫৯। Seufzer Christian Morgenstern	১০২	দীর্ঘশ্বাস বিমলচন্দ্র দাশগুপ্ত
৬০। Manche freilich Hugo von Hofmannsthal	১০২	কিছু যথার্থ নচিকেতা ভরদ্বাজ
৬১। Reiselied Hugo von Hofmannsthal	১০৪	অভিযাত্রীর গান নচিকেতা ভরদ্বাজ
৬২। Buddha Rainer Maria Rilke	১০৪	বুদ্ধ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬৩। Der Panther Rainer Maria Rilke	১০৬	চিতাবাঘ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬৪। Herbsttag Rainer Maria Rilke	১০৬	শরতের দিন সুভাষ মুখোপাধ্যায়
৬৫। Das Karussell Rainer Maria Rilke	১০৮	ঘুরন্ত দোলনা হরপ্রসাদ মিত্র
৬৬। O sage, Dichter Rainer Maria Rilke	১১০	কবি হরপ্রসাদ মিত্র
৬৭। Fall auf dein Angesicht Rudolf Alexander Schröder	১১২	নম্র হয়ে বসো অরবিন্দ গুহ
৬৮। Sonette Rudolf Alexander Schröder	১১২	সনেট জ্যোতির্ময় দত্ত

মূল কবিতা ও কবি	পৃষ্ঠা	অনুবাদ ও অনুবাদক
৬৯ । Jugendflucht Hermann Hesse	১১৪	যৌবন যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়
৭০ । Astern Gottfried Benn	১১৪	অ্যাষ্টার গোপাল ভৌমিক
৭১ । Ein Wort ein Satz Gottfried Benn	১১৬	একটি শব্দ একটি বাক্যবন্ধ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৭২ । Grodek Georg Trakl	১১৬	গ্রডেক মণীন্দ্র রায়
৭৩ । Ein Winterabend Georg Trakl	১১৮	শীতের সন্ধ্যা মণীন্দ্র রায়
৭৪ । Abendländisches Lied Georg Trakl	১২০	প্রাচ্য সঙ্গীত মণীন্দ্র রায়
৭৫ । Der Krieg Georg Heym	১২২	যুদ্ধ শঙ্খ ঘোষ
৭৬ । Brüder Heinrich Lersch	১২৪	ভাই হুমায়ুন কবীর
৭৭ । Rudern, Gespraeche Bertold Brecht	১২৬	দাঁড়ী মাঝির কথা বিমলচন্দ্র দাশগুপ্ত
৭৮ । Der Pflaumenbaum Bertold Brecht	১২৬	তালগাছ আলোক সরকার
৭৯ । Wo ich wohne Günther Eich	১২৮	আমার ঘর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
৮০ । Fall ab, Herz Ingeborg Bachmann	১২৮	ঝরে যাও হে হৃদয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
৮১ । Die grosse Fracht Ingeborg Bachmann	১৩০	বিপুল গ্রীষ্মের মাল মীনাক্ষী দত্ত

যিনি

জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বজায় রেখেও

বিশ্ব নাগরিক হতে পেরেছিলেন

পূর্ব ও পশ্চিমের সমন্বয়ে

নূতন মানব সভ্যতার সৃষ্টি যাঁর স্বপ্ন ছিল

যাঁর

পাণ্ডিত্য প্রতিভা ও কর্ম প্রচেষ্টার

একমাত্র লক্ষ্য ছিল স্বদেশ সাহিত্য ও

মানব জাতির উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি

জার্মান সংস্কৃতি ও সভ্যতা ভারতে

প্রচারের পথিকৃৎ

জার্মান ভারত মৈত্রীর অন্যতম অগ্রদূত

সেই

কবি মনীষী বিনয়কুমার সরকারের পুণ্যস্মৃতি স্মরণে

এই গ্রন্থ শ্রদ্ধা সহকারে উৎসর্গীকৃত

হোল।

Ein' feste Burg ist unser Gott

Ein' feste Burg ist unser Gott,
Ein gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not,
Die uns jetzt hat betroffen.
Der alt böse Feind,
Mit Ernst ers jetzt meint,
Gross Macht und viel List,
Sein grausam Rüstung ist,
Auf Erd ist nicht seins gleichen.

Mit unser Macht ist nichts getan,
Wir sind gar bald verloren.
Es streit für uns der rechte Mann,
Den Gott hat selbst erkoren.
Fragst du, wer der ist ?
Er heisst Jesu Christ,
Der Herr Zebaoth,
Und ist kein ander Gott,
Das Feld muss er behalten.

Und wenn die Welt voll Teufel wär
Und wollt uns gar verschlingen,
So fürchten wir uns nicht zu sehr,
Es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt,
Wie saur er sich stellt,
Tut er uns doch nicht,
Das macht, er ist gericht,
Ein Wörtlein kann ihn fällen.

দুর্জয় গড় বিধাতা মোদের

দুর্জয় গড় বিধাতা মোদের তিনি ঢাল তলোয়ার,
সকল বিঘ্ন বিপদ হইতে করিবেন উদ্ধার।
প্রাচীন শত্রু পাপেদের দল করিছে ভীষণ আন্দোলন
হীন চাতুর্য পাশব বলের দম্ভ, আস্ফালন,
অস্ত্র ওদের ; কিন্তু এ'কথা জেনে রেখো সদা ভাই,
বিশ্ব মাঝেতে ঈশ্বরসম নাই, নাই, কেহ নাই।

বিগত শৌর্য, আমরা শক্তি হীন,
গোলাম হতেছি হীনতর দিন দিন,
শ্রীভগবানের নির্বাচিত যে নর,
মোদের লাগিয়া যুঝিবারে তৎপর,
যে মহামানব ; পাঠালেন যাঁরে সর্বশক্তিমান—
যীশু খৃষ্ট সে ; সব বিপদের ত্রাণ।

যদিবা ধরণী শয়তান আর পিশাচে ভরিয়া যায়,
যারা আমাদের এই ধরা থেকে মুছে ফেলে দিতে চায়
হব নাক ভীত কারণ মোদের জানি, জানি, হবে জয়
যতই চটুক ধরার নায়ক, হবে না মোদের লয়,
যেহেতু তাহার হয়েছে বিচার, একটি কথায় তার
লুটাবে শরীর ধূলার ধরায় চিহ্ন রবে না আর।

Das Wort sie sollen lassen stahn
Und kein Dank dazu haben.
Er ist bei uns wohl auf dem Plan
Mit seinem Geist und Gaben.
Nehmen sie den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib :
Lass fahren dahin,
Sie haben's kein Gewinn,
Das Reich muss uns doch bleiben.

Martin Luther

Abendlied

Nun ruhen alle Wälder,
Vieh, Menschen, Städt und Felder,
Es schläft die ganze Welt :
Ihr aber, meine Sinnen,
Auf, auf, ihr sollt beginnen,
Was eurem Schöpfer wohlgefällt.

Wo bist du, Sonne, blieben ?
Die Nacht hat dich vertrieben,
Die Nacht, des Tages Feind :
Fahr hin, ein andre Sonne,
Mein Jesus, meine Wonne,
Gar hell in meinem Herzen scheint.

শত্রুর দল যা খুশি বলুক বিশ্বাস কভু যাবার নয়,
তিনি রয়েছেন আমাদের পাশে লয়ে তাঁর তেজ, শক্তিচয়।
আমাদের দেহ সম্পদ মান পুত্র ও পরিবার
কেড়ে নেবে তারা ? অধিক কি নেবে আর !
মোদের সারথি সব সেরা ধন তিনি রয়েছেন কাছে,
ভাবিবার কিবা আছে ?
সব হারালেও সব পাবো মোরা ফের,
স্বর্গ রাজ্য রহিবেই আমাদের।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

সন্ধ্যা স্তোত্র

বিশ্রাম ভুঞ্জিছে এবে সকল কানন,
গোমহিষ, নরনারী পুব জনপদ,
সব নিয়ে সারা ধরা ঘুমায় এখন।
এই অবসরে জাগো জাগো মোর সকল ইন্দ্রিয়,
সাধিতে স্রষ্টার প্রীতি হতে হবে এখন সক্রিয়।

কোথা গেলে দিনের তপন ?
দিবসের বৈরী রাত্রি তোমারে করেছে বিতাড়ন।
ক্ষতি বৃদ্ধি নাই তায়, আরেক ভাস্কর—
আমার আনন্দঘন প্রভু যীশু অন্তরে ভাস্বর।

Der Tag ist nun vergangen,
Die güldnen Sternlein prangen
Am blauen Himmelssaal :
So, so werd ich auch stehen,
Wenn mich wird heissen gehen
Mein Gott aus diesem Jammertal.

Der Leib, der eilt zur Ruhe,
Legt ab das Kleid und Schuhe,
Das Bild der Sterblichkeit ;
Die zieh ich aus, dargegen
Wird Christus mir anlegen
Den Rock der Ehr und Herrlichkeit.

Das Häupt, die Füss und Hände
Sind froh, dass nun zum Ende
Die Arbeit kommen sei :
Herz, freu dich, du sollt werden
Vom Elend dieser Erden
Und von der Sünden Arbeit frei.

Nun geht, ihr matten Glieder
Geht, geht und legt euch nieder,
Der Betten ihr begehrt.
Es kommen Stund und Zeiten,
Da man euch wird bereiten
Zur Ruh ein Bettlein in der Erd.

দিবসের অবসানে হেমদ্যুতি নক্ষত্রমণ্ডল,

সুনীল মণ্ডপতলে ত্রিদিবের করে ঝলমল।

এই দুঃখ লোক থেকে আমিও বিদায় যবে লব

প্রভুর নির্দেশ পেয়ে। আমিও ওদেরই মত হ'ব।

বিলম্ব সহেনা দেহ বিশ্রামে উন্মত

খুলে ফেলে মরত্বের অভিজ্ঞান পরিচ্ছদ যত।

এই পরিচ্ছদ ভার ত্যজিতেছি, নগ্নতার লাজ

ঘুচাবেন খ্রীষ্ট দিয়া দিব্য দীপ্ত মহিমার সাজ।

হস্ত পদ শির আদি সর্ব অঙ্গ আনন্দিত তারা,

তাদের শ্রমের পালা হয়ে এলো সারা।

হৃদয় তুমিও হও উল্লসিত, মুক্ত তুমি হবে,

পাপের পীড়ন আর এ ধরায় নির্বাসন আর নাহি স'বে।

মম ক্লান্ত অঙ্গগুলি বিশ্রামার্থ আগ্রহে উন্মুখ

লাভ কর শয়নের সুখ।

একদিন সেই ক্ষণ আসিবেই পৃথিতলে যবে

তোমাদের বিশ্রামার্থ চিরশয্যা বিরচিত হবে।

Mein Augen stehn verdrossen,
Im Hui sind sie geschlossen ;
Wo bleibt dann Leib und Seel ?
Nimm sie zu deinen Gnaden,
Sei gut für allen Schaden,
Du Aug und Wächter Israel.

Breit aus die Flügel beide ,
O Jesu, meine Freude,
Und nimm dein Küchlein ein.
Will Satan mich verschlingen,
So lass die Englein singen :
Dies Kind soll unverletzet sein.

Auch euch, ihr meine Lieben,
Soll heinte nicht betrüben
Kein Unfall noch Gefahr.
Gott lass euch ruhig schlafen,
Stell euch die güldnen Waffen
Ums Bett und seiner Helden Schar.

Paul Gerhardt

Abend

Der schnelle Tag ist hin, die Nacht schwingt ihre Fahn'
Und führt die Sternen auf. Der Menschen müde Scharen
Verlassen Feld und Werk ; wo Tier' und Vögel waren,
Traurt itzt die Einsamkeit. Wie ist die Zeit vertan !
Der Port naht mehr und mehr sich zu der Glieder Kahn.
Gleich wie dies Licht verfiel, so wird in wenig Jahren
Ich, du, und was man hat, und was man sieht, hinfahren.

ক্লান্ত মোর আঁখি দুটি বুজে যাবে এক লহমায়
দেহ আত্মা তখন কোথায় !
ইস্রায়েল জাতির প্রহরী,
দিব্য জ্ঞাননেত্র, তোমা স্মরি
দেহ আত্মা দুই-ই তুমি কৃপাচ্ছায়ে করিয়া গ্রহণ
সর্বক্ষতি করিবে পূরণ।

হে আমার প্রেমানন্দ প্রভু যীশু, করিয়া বিস্তার
দুটি পক্ষ, পক্ষচ্ছায়ে লও লও শাবকে তোমার।
চায় যদি কবলিতে সবলে আমারে শয়তান,
অক্ষত রহিব আমি তব স্বর্গদূতগণ
যদি গায় গান।

আজি রাতে প্রিয়তম কোনরূপ বিপদে সঙ্কটে
সুপ্তির ব্যাঘাত কিংবা শান্তিভঙ্গ যেন নাহি ঘটে।
ঈশ্বরের হস্ত হৈম অস্ত্রগুলি উদ্যত রাখুক।
তাঁর বীর রক্ষিগণ তব শয্যা ঘিরিয়া থাকুক।

কালিদাস রায়

সন্ধ্যা

দ্রুত দিন অবসান।
রাত্রি তার নিশান উড়িয়ে চলেছে তারাদের মিছিলের আগে
শ্রান্তক্লান্ত মানুষেরা চলেছে মাঠ আর কাজ ছেড়ে।
যেখানে আগে ছিল পশু আর পাখি
সেখানে এখন শোকস্নাত নির্জনতা।
কী করে সময় গিয়েছে নষ্ট হয়ে !
শরীরের তরীর কাছে ক্রমশই এগিয়ে আসছে বন্দর।
যেমন এই আলোটি চলে গেল
তেমনি আমি তুমি সকলে,
যা কিছু আমাদের আছে
আর যা কিছু আমরা দেখছি,
কয়েক বছরের মধ্যেই চলে যাবে নিঃশেষে।

Dies Leben kommt mir vor als eine Rennebahn :
Lass, höchster Gott, mich doch nicht auf dem Laufplatz gleiten,
Lass mich nicht Ach, nicht Pracht, nicht Lust, nicht Angst verleiten,
Dein ewig heller Glanz sei vor und neben mir,
Lass, wenn der müde Leib entschläft, die Seele wachen,
Und wenn der letzte Tag wird mit mir Abend machen,
So reiss mich aus dem Tal der Finsternis zu dir !

Andreas Gryphius

Tränen des Vaterlandes

Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret !
Der frechen Völker Schar, die rasende Posaun,
Das vom Blut fette Schwert, die donnernde Kartaun
Hat aller Schweiss und Fleiss und Vorrat aufgezehret,
Die Türme stehn in Glut, die Kirch' ist umgekehret,
Das Rathaus liegt im Grauss, die Starken sind zerhaun,

মনে হয় এ জীবন যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠ।
হে সর্বাধিপতি ঈশ্বর, আমি যেন আমার ছোটার পথে
পা পিছলে না পড়ি।
না বিলাস না ঐশ্বর্য না সুখ না ভয়
আমাকে পথ ভোলায়।
যেন তোমার উজ্জ্বল মহিমা
নিত্যকাল আমার সম্মুখে থাকে
থাকে আমার পাশে-পাশে।
আর যখন ঘুমিয়ে পড়বে ক্লান্ত দেহ,
তখনো যেন জেগে থাকে আত্মা।
আর যখন শেষ দিন তার শেষসন্ধ্যা নিয়ে আসবে
তখন যেন এই অন্ধকারের উপত্যকা থেকে
ছিন্ন হতে পারি তোমাতে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আমার দেশের অশ্রু

আমরা এখন সম্পূর্ণ সর্বস্বান্ত
হয় তো বা সম্পূর্ণের চেয়েও বেশি।
দম্ভদৃপ্ত জাতিদের হাত,
তাদের গর্জমান ভেরী,
রক্তলিপ্ত তলোয়ার, আর
বজ্রনিনাদী কামান
আমাদের প্রত্যেকের শ্রম আর শিল্প আর খাদ্যসম্ভার
গ্রাস করেছে।
মিনারে লেগেছে আগুন,
অবনমিত গির্জা,
পৌরসভাগৃহ একস্তূপ ধ্বংসের অবশেষ।

Die Jungfern sind geschändt, und wo wir hin nur schaun,
Ist Feuer, Pest und Tod, der Herz und Geist durchfähret.
Hier durch die Schanz und Stadt rinnt allzeit frisches Blut.
Dreimal sind schon sechs Jahr, als unser Ströme Flut,
Von Leichen fast verstopft, sich langsam fortgedrungen ;
Doch schweig ich noch von dem, was ärger als der Tod,
Was grimmer denn die Pest und Glut und Hungersnot :
Dass auch der Seelen Schatz so vielen abgezwungen.

Andreas Gryphius

Komm Trost der Nacht

Komm Trost der Nacht, o Nachtigall,
Lass deine Stimm mit Freudenschall
Aufs lieblichste erklingen ;
Komm, komm und lob den Schöpfer dein,
Weil andre Vöglein schlafen sein
Und nicht mehr mögen singen !
Lass dein Stimmlein
Laut erschallen, dann vor allen
Kannst du loben
Gott im Himmel hoch dort oben.

Obschon ist hin der Sonnenschein
Und wir im Finstern müssen sein,

বলবানেরা পঙ্গু,
কুমারীরা ধর্ষিতা,
আর যেদিকে তাকাই সে দিকেই আগুন আর মহামার—
আর হৃদয়মর্মবেধী মৃত্যু।
নগর প্রাচীর ভেদ করে নিত্যসজীব রক্তধারা
ছুটে চলেছে—ছুটে চলেছে।
ছ' বছর আগে তিন-তিনবার
আমাদের নদীর জল
প্রায় পথরোধী মৃত দেহের উপর দিয়ে
বয়ে গিয়েছে ধীরস্রোতে।
তবু আমি সেই কথা বলব না
যা মৃত্যুর চেয়েও শোচনীয়,
আগুন আর দুর্ভিক্ষ আর মহামারের চেয়েও—
কত শত লোক তাদের আত্মার সম্পদে
দীনীকৃত।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

রাত্রির সান্ত্বনা এস

রাত্রির সান্ত্বনা এস, নাইটিঙ্গেল, তোল তব মধুর মূর্ছনা
তোমার আনন্দ-কণ্ঠে পরিপ্লাবী পূর্ণ সমারোহে,
এস, এস, স্রষ্টার উদ্দেশে তব প্রমূর্ত বন্দনা—
নিবেদিত কর ; অন্য পাখীরা সব আঁধারে যখন
সুপ্তিমগ্ন, গাইছে না, আর তারা গাইতে পারে না।
তোমার সুপ্রিয় স্বর তাহলে উঠুক উচ্চারোহে,
কারণ সবার চেয়ে তুমি পারঙ্গম
ঈশ্বরের বন্দনায় উর্ধ্বে স্বর্গলোকে।

যদিও সূর্যের আলো অস্তমিত হয়েছে এবং
সমর্পিত আমাদের থাকতে হবে রাতের আঁধারে,

So können wir doch singen
Von Gottes Güt und seiner Macht,
Weil uns kann hindern keine Nacht,
Sein Lob zu vollenbringen.
Drum dein Stimmlein
Lass erschallen, dann vor allen
Kannst du loben
Gott im Himmel hoch dort oben.

Echo, der wilde Widerhall,
Will sein bei diesem Freudenschall
Und lässet sich auch hören.
Verweist uns alle Müdigkeit,
Der wir ergeben allezeit,
Lehrt uns den Schlaf betören.
Drum dein Stimmlein
Lass erschallen, dann vor allen
Kannst du loben
Gott im Himmel hoch dort oben.

Die Sterne, so am Himmel stehn,
Lassen sich zum Lob Gottes sehn,
Und tun ihm Ehr beweisen ;
Auch die Eul, die nicht singen kann,
Zeigt doch mit ihrem Heulen an,
Dass sie Gott auch tu preisen.
Drum dein Stimmlein
Lass erschallen, dann vor allen
Kannst du loben
Gott im Himmel hoch dort oben.

তবু আমরা ঈশ্বরের সত্তার শক্তির প্রচারে
আত্মনিবেদিত হতে পারি। রাত্রিরা, কারণ
দেব নাম সংকীর্তনে প্রতিবন্ধ হতেই পারেনা।
তোমার সুপ্রিয় কণ্ঠ অতএব হোক প্রধ্বনিত,
কারণ সবার চেয়ে তুমি পারঙ্গম
ঈশ্বরের বন্দনায় উর্ধ্বে স্বর্গলোকে।

প্রতিধ্বনি—উদ্দাম উজ্জ্বল ধ্বনিকার,
সেও তো সঙ্গলিপ্সু এ আনন্দ-স্বরের; এবং
চায় সে কণ্ঠ তারও শ্রুতিগম্য হোক তা সবার।
আমরা যে ক্লান্তির কাছে প্রত্যহ পরাস্ত, পদানত;
সে তার নির্বাণ, শান্তি। এবং স্বয়ং
আমাদের দীক্ষা দেয়—নিদ্রাজয়ী নিসর্গ হবার।
তোমার সুপ্রিয় কণ্ঠ তাহলে বাজুক অনাহত,
কারণ সবার চেয়ে তুমি পারঙ্গম
ঈশ্বরের বন্দনায় উর্ধ্বে স্বর্গলোকে।

আকাশে তারারা দ্যাখো দেবকীর্তি স্বাক্ষরে ভাস্বর,
এবং প্রশস্তিবাণী ঈশ্বরের উচ্চারণ করে;
এমনকি রিক্তকণ্ঠ প্যাঁচা—সেও সুতীব্র চীৎকারে
দেবসূক্ত রচনা করে। অতএব, সুপ্রিয়, সুস্বর
তোমার আবেগী কণ্ঠে তুলে ধর ঈশ্বরের নাম,
কারণ সবার চেয়ে তুমি পারঙ্গম
ঈশ্বরের বন্দনায় উর্ধ্বে স্বর্গলোকে।

Nur her mein liebstes Vögelein,
Wir wollen nicht die fäulste sein
Und schlafend liegen bleiben,
Sondern bis dass die Morgenröt
Erfreuet diese Walder öd,
Im Lob Gottes vertreiben.
Lass dein Stimmlein
Laut erschallen, dann vor allen
Kannst du loben
Gott im Himmel hoch dort oben.

Johann Jakob Christoffel von Grimmelshausen

Das Rosenband

Im Frühlingsschatten fand ich sie ;
Da band ich sie mit Rosenbändern,
Sie fühlt' es nicht und schlummerte.

Ich sah sie an ; mein Leben hing
Mit diesem Blick an ihrem Leben
Ich fühlt' es wohl und wusst' es nicht.

Doch lispelt' ich ihr sprachlos zu
Und rauschte mit den Rosenbändern:
Da wachte sie vom Schlummer auf.

Sie sah mich an ; ihr Leben hing
Mit diesem Blick an meinem Leben,
Und um uns ward's Elysium.

Friedrich Gottlieb Klopstock

প্রিয়তম বিহঙ্গ, তবে এস ; আমরা অলস বেকার
হয়ে থাকব না তৃপ্ত ঘুমের বিবরে,
কোজাগরী হব আমরা সারা রাত দেবতার স্তব রচনায়
ঊষার আলোর শিল্প যতক্ষণ না তোলে ঝঙ্কার,
এ অরণ্য অন্তরালে। তোমার সুপ্রিয় কণ্ঠ তাহলে সুস্বরে
মন্দ্রিত প্রধ্বনিত হোক।
কারণ সবার চেয়ে তুমি পারঙ্গম
ঈশ্বরের বন্দনায় ঊর্ধ্বে স্বর্গলোকে।

নচিকেতা ভরদ্বাজ

ালাপ-ফুল ডোর

আমি তাকে পেয়েছিলুম বসন্তের মধুরিমায় ;
বেঁধেছিলুম গোলাপ-ফুল ডোরে।
দেয়নি সাড়া ভাঙেনি তার ঘুম।

চেয়েছিলুম তার-ই দিকে ; একটি পলকেই
আমার প্রাণ গ্রথিত তার প্রাণে!
বুঝেছিলুম, করিনি অনুভব।

কানে-কানে ভাষাবিহীন গুঞ্জরণ করেছিলুম
মর্মরিত গোলাপ-ফুল ডোর।
নিদ্রা হ'তে তখন জাগরিত।

চেয়েছিলো আমার দিকে ; একটি পলকেই
তাহার প্রাণ গ্রথিত মোর প্রাণে,
চতুর্দিক সহসা স্বর্গীয়।

আলোক সরকার

Die fruhen Gräber

Willkommen, o silberner Mond,
Schöner, stiller Gefährt' der Nacht !
Du entfliehst ? Eile nicht, bleib, Gedankenfreund !
Sehet, er bleibt, das Gewölk wallte nur hin.

Des Maies Erwachen ist nur
Schöner noch wie die Sommernacht.
Wenn ihm Tau, hell wie Licht, aus der Locke träuft,
Und zu dem Hügel herauf rötlich er kommt.

Ihr Edleren, ach, es bewächst
Eure Male schon ernstes Moos !
O wie war glucklich ich, als ich noch mit euch
Sahe sich röten den Tag, schimmern die Nacht.

Friedrich Gottlieb Klopsto

Abendlied

Der Mond ist aufgegangen,
Die goldnen Sternlein prangen
Am Himmel hell und klar ;
Der Wald steht schwarz und schweiget,
Und aus den Wiesen steiget
Der weisse Nebel wunderbar.

Wie ist die Welt so stille
Und in der Dämmrung Hülle
So traulich und so hold !
Als eine stille Kammer,
Wo ihr des Tages Jammer
Verschlafen und vergessen sollt.

কালমৃত বন্ধুদের কবর

নিশীথের সঙ্গী ওগো শান্ত রমনীয়
শ্বেত চন্দ্র অভ্যর্থনা জানাই তোমাকে !
কেন দ্রুত যাও ?   থাকো, ভাবনার প্রিয়
বন্ধু ! দেখো, শুধু মেঘ ভাসে ঘিরে তাকে।

গ্রীষ্ম রজনীর চেয়ে আরো প্রিয়তর
একমাত্র বসন্তের প্রথম কম্পন,
যখন শিশির, স্বচ্ছ দীপ্ত ঝরঝর
চুল হতে, আবির্ভূত শৈলচূড়ে উজ্জ্বল রঙিন।

মহান হৃদয়, আহা, এখনি তোমার
কবর আবৃত করে করুণ শৈবাল !
কত না আনন্দ ছিলো যখন আমার
দিনরাত্রি, তোমার সান্নিধ্যে দীপ্ত লাল।

আলোক সরকার

ক্যাসাম

উদিত হয়েছে ইন্দু।   হেমপ্রভ তারকা নিকর
নির্মল কিরণ জাগে গগনে ভাস্বর।
অরণ্য কালিমা ঘন মৌনমূক, শুভ্র বাষ্পময়
কুহেলি প্রান্তর হতে উঠে ধীরে জাগায় বিস্ময়।

আহা কি প্রশান্ত বিশ্ব শান্তির নিলয়,
প্রদোষের আচ্ছাদনী কি আরাম প্রীতির আশ্রয় !
যেন শান্ত গৃহকক্ষ যেথা রাতে সুখ সুপ্তি লভি,
ভুলে যেতে পার সারা দিবসের দুঃখ গ্লানি সবি।

Seht ihr den Mond dort stehen ?
Er ist nur halb zu sehen,
Und ist doch rund und schön!
So sind wohl manche Sachen,
Die wir getrost belachen,
Weil unsre Augen sie nicht sehn.

Wir stolze Menschenkinder
Sind eitel arme Sünder,
Und wissen gar nicht viel;
Wir spinnen Luftgespinste
Und suchen viele Künste
Und kommen weiter von dem Ziel.

Gott, lass uns dein Heil schauen,
Auf nichts Vergänglichs trauen,
Nicht Eitelkeit uns freun !
Lass uns einfältig werden,
Und vor dir hier auf Erden
Wie Kinder fromm und fröhlich sein !

Wollst endlich sonder Grämen
Aus dieser Welt uns nehmen
Durch einen sanften Tod !
Und, wenn du uns genommen,
Lass uns in Himmel kommen,
Du unser Herr und unser Gott !

So legt euch denn, ihr Brüder,
In Gottes Namen nieder ;
Kalt ist der Abendhauch.
Verschon uns, Gott ! mit Strafen,
Und lass uns ruhig schlafen !
Und unsern kranken Nachbar auch !

Matthias Claudius.

চেয়ে দেখ হোথা চাঁদ, চোখে পড়ে আধ খানি তার
তবু তা সুন্দর কত তবু তার বর্তুল আকার।
এমনি অনেক কিছু আছে যার প্রতি অবিচার
করে থাকে না ভেবেই হেসেও উড়ায় কত লোকে
দেখতে পায় না বলে চোখে।

আমরা গর্বিত নর হীন পাপী,
কতটুকু আমাদের জ্ঞানের সম্বল,
বাতাসে বয়ন করি স্বপ্ন জাল
খুঁজি শুধু চাতুরীর ছল।
মরি বৃথা ঘুরে
লক্ষ্য ছেড়ে চলে যাই দূর হতে দূরে।

তুমি ভগবান
দাও মুক্তিপথের সন্ধান।
অনিত্যে নির্ভর করি নিত্যধন যেন না হারাই।
যা অসার অবাস্তব তাতে যেন আনন্দ না পাই।
দাও চিত্ত অকপট ততে যেন তুষ্ট হয়ে রই,
ধরায় সম্মুখে তব সুশীল শিশুর মতো হই।

হে মোদের প্রভু ভগবান
শেষ আকিঞ্চন খানি কর অবধান।
ইহধাম হতে যবে মৃত্যুপথে করিবে হরণ
বিনা ক্ষোভে অনায়াসে সে মরণে
করি যেন সহজে বরণ।
তব অধিকৃত হয়ে মরণান্তে যেন প্রভু পাই,
স্বর্গলোকে ঠাঁই।

হিমঘন সান্ধ্য বায়ু বহে, স্মরি ঈশ্বরের নাম
ভ্রাতৃগণ, ভুঞ্জ এবে শয়নে বিশ্রাম।
দণ্ডিত কোরোনা প্রভু, মোরা যেন শান্তিতে ঘুমাই
শান্তিতে ঘুমাক আর যত আর্ত প্রতিবেশী ভাই।

কালিদাস রায়

Der Tod und das Mädchen

Das Mädchen: Vorüber ! Ach, vorüber !
Geh, wilder Knochenmann !
Ich bin noch jung, geh, Lieber !
Und rühre mich nicht an.

Der Tod : Gib deine Hand, du schön und zart Gebild
Bin Freund und komme nicht zu strafen.
Sei gutes Muts ! ich bin nicht wild,
Sollst sanft in meinen Armen schlafen !

Matthias Claudius

Motetto als der erste Zahn durch war

Viktoria ! Viktoria !
Der kleine weisse Zahn ist da.
Du, Mutter ! komm, und Gross und Klein
Im Hause ! kommt, und kuckt hinein,
Und seht den hellen weissen Schein.
Der Zahn soll Alexander heissen.
Du liebes Kind ! Gott halt' ihn dir gesund,
Und geb' dir Zähne mehr in deinen kleinen Mund,
Und immer was dafür zu beissen !

Matthias Claudius

ৃত্যু ও বালিকা

বালিকা—চলে যাও সরো সরো আমারে এড়িয়ে যাও চ'লে
নীষ্ঠুর কঙ্কালময় দেহী
এখনো তরুণী আমি
দয়া করে চলে যাও পরশন কোরোনা আমায়।

মৃত্যু— মোর হাতে দাও হাত
হে সুন্দরী সুকুমারী বালা।
বন্ধু আমি, আসিনাক কভু দণ্ড দিতে।
মাভৈঃ মাভৈঃ আমি তো নিষ্ঠুর কভু নই।
মোর বাহুপাশে তুমি আরামে ঘুমাবে।

কালিদাস রায়

প্রথম দাঁত ওঠার পর

জয়ধ্বনি করো।
ছোট্ট দুধে দাঁতটি উঠেছে।
মা এসো, এসো বাড়ির ছোট বড় সবাই,
মুখের ভেতর চেয়ে দেখো শাদা ঝিলিক টুকু।
দাঁতটির নাম দেবো সেকেন্দর।
লক্ষীসোনা, তোমার এ দাঁতটি ঠাকুর যেন রাখেন,
আর তোমার কচি মুখটি ভরে
সাজিয়ে দেন দাঁতের পাটি।
সে দাঁতে কাটবার কিছুর অভাব কখনো যেন না হয়
তাঁর দয়ায়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

Harfenspieler

Wer nie sein Brot mit Tränen ass,
Wer nie die kummervollen Nächte
Auf seinem Bette weinend sass,
Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.

Ihr führt ins Leben uns hinein,
Ihr lasst den Armen schuldig werden,
Dann überlasst ihr ihn der Pein :
Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.

Johann Wolfgang von Goethe

Prometheus

Bedecke deinen Himmel, Zeus,
Mit Wolkendunst
Und übe, dem Knaben gleich,
Der Disteln köpft,
An Eichen dich und Bergeshöhn ;
Musst mir meine Erde
Doch lassen stehn
Und meine Hütte, die du nicht gebaut,
Und meinen Herd,
Um dessen Glut
Du mich beneidest.

দুঃখের শিক্ষা

সজল চোখে জল গ্রহণ করেনি যেই জন
কাটায়নি যে দীর্ঘ নিশা ঊষার পথ চাহি ;
ডাকতে যারে হয়নি কভু, ত্রাহি, ত্রাহি, ত্রাহি,
হা ভগবান ! মোটে তোমায় চেনেনা সেই জন।

দুঃখ ভরা ধরার মাঝে পাঠাও তুমি সবে,
দাওনা বাধা যখন মোরা পাপের পথে চলি
অনুতাপের অনল মাঝে মরি শেষে জ্বলি
মুহূর্তের স্খলনে হায়, জনম-দুখী ভবে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রমিথিউস

মেঘ বাষ্পে তোমার আকাশ আবৃত করো, জিউস ;
ছোট ছেলে যেমন করে ওক গাছে আর পাহাড়ের ওপর
কাঁটা গাছের মাথার ফুলের গোলক কেটে বেড়ায়
তেমনি করে তোমার গায়ের জোর ফলাও,
তবু আমার এই পৃথিবী আর এই কুটীর
তোমায় দিতেই হবে রেখে।
এ কুটীর তুমি নির্মাণ করো নি, আমার এই অগ্নিকুণ্ডও
—যার উত্তাপ তোমার ঈর্ষার বস্তু।

Ich kenne nichts Ärmeres
Unter der Sonn' als euch, Götter!
Ihr nähret kümmerlich
Von Opfersteuern
Und Gebetshauch
Eure Majestät
Und darbtet, wären
Nicht Kinder und Bettler
Hoffnungsvolle Toren.
Da ich ein Kind war,
Nicht wusste, wo aus noch ein,
Kehrt ich mein verirrtes Auge
Zur Sonne, als wenn drüber wär'
Ein Ohr, zu hören meine Klage,
Ein Herz wie meins,
Sich des Bedrängten zu erbarmen.
Wer half mir
Wider der Titanen Übermut ?
Wer rettete vom Tode mich,
Von Sklaverei ?
Hast du nicht alles selbst vollendet,
Heilig glühend Herz ?
Und glühtest jung und gut,
Betrogen, Rettungsdank
Dem Schlafenden da droben ?
Ich dich ehren ? Wofür ?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen ?
Hast du die. Tränen gestillet
Je des Geängsteten?

হে দেবতারা !
সৌরমণ্ডলে তোমাদের চেয়ে হতভাগ্য
আর কিছু আছে বলে জানি না।
পূজার নৈবেদ্য আর প্রার্থনার নিঃশ্বাসের
যৎকিঞ্চিৎ সম্বল নিয়ে তোমাদের রাজ গৌরবের ঠাট
শিশু আর ভিখারীরা যদি অমন
আশায় ভোলা মূঢ় না হ'ত,
তাহলে তোমরা থাকতে উপবাসী।
ছেলেবেলা দিশাহারা হ'লে
উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে আমি সূর্যের দিকে চেয়েছি,
যেন সেখানে কেউ কান পেতে আছে
আমার বিলাপ শোনবার জন্যে,
আমারই মত কোন হৃদয় যেন সেখানে আছে
আমায় করুণা করতে।
দাম্ভিক দৈত্যরাজদের বিরুদ্ধে
কে আমার সহায় হয়েছে ?
কে রক্ষা করেছে আমায়
মৃত্যু আর দাসত্ব থেকে ?
হে আমার দীপ্ত পবিত্র হৃদয়
তুমি কি একাই এই অসাধ্য সাধন করো নি ?
যৌবনের সরলতায় প্রবঞ্চিত হয়ে
ঊর্ধ্বাকাশের সেই সুষুপ্তকে
পরিত্রাতা হিসেবে কৃতজ্ঞতা কি তুমি জানাও নি ?
তোমায় আমি শ্রদ্ধা করব ? কেন ?
বেদনায় যখন আমি কাতর
তখন আমায় সান্ত্বনা দিয়েছ কি কখনো ?
যখন আমি শঙ্কাতুর
মুছিয়ে দিয়েছ কি আমার অশ্রুধারা ?

Hat nicht mich zum Manne geschmiedet
Die allmächtige Zeit
Und das ewige Schicksal,
Meine Herrn und deine ?
Wähntest du etwa,
Ich sollte das Leben hassen,
In Wüsten fliehen,
Weil nicht alle
Blütenträume reiften ?
Hier sitz ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sei.
Zu leiden, zu weinen,
Zu geniessen und zu freuen sich,
Und dein nicht zu achten,
Wie ich !

Johann Wolfgang von Goethe

Erlkönig

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind ?
Es ist der Vater mit seinem Kind ;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm.

"Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht ?"
Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht ?
Den Erlenkönig mit Kron' und Schweif ?
"Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif."

"Du liebes Kind, komm, geh mit mir !
Gar schöne Spiele spiel' ich mit dir ;
Manch' bunte Blumen sind an dem Strand,
Meine Mutter hat manch gülden Gewand."

তুমি এবং আমি যাদের অধীন
সেই সর্বশক্তিমান সময় আর শাশ্বত নিয়তি-ই কি
আমাকে গড়ে পিটে তোলেনি মানুষ করে ?
তুমি কি ভেবেছিলে জীবনকে আমি ঘৃণা করব ?
আমার কুসুম স্বপ্ন সব সফল হয়নি বলে'
পালিয়ে যাব অরণ্য গহনে ?
এই খানেই আমি থাকি,
আর মানুষ গড়ি আমার আদলে,
—সেই মানুষের জাতি
যারা আমারই মত দুঃখ পাবে, কাঁদবে,
উপভোগ করবে, আনন্দ পাবে,
আর আমার-ই মত তোমাকে করবে অস্বীকার।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

এরল-কনিগ

ঝঞ্ঝা ক্ষুব্ধ তিমির রজনী— কে চলে নিশীথ রাতে ?
অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়াছে পিতা, কিশোর কুমার সাথে।
বাঁধিয়াছে ক্ষীণ বালকের দেহ বাহু পাশে সযতনে
শীতবায়ু হতে রক্ষিছে তারে উষ্ণ আলিঙ্গনে।

"নয়নের মণি শিহরিছ কেন ? কেন লুকাইছ বুকে ?"
"দেখিতে পাওনা রয়েছে দাঁড়ায়ে যমরাজ সম্মুখে ?
যমরাজ তার মাথায় মুকুট, পরনে কৃষ্ণ বাস।"
"ভুল, বাছা ভুল, ও শুধু আকাশে ছিন্ন মেঘের রাশ।"

"কিশোর কুমার এস মোর সাথে, চল মোর আঙিনাতে
নব নব খেলা সারাদিন ভরি খেলিব তোমার সাথে।
আমার সাগর-বেলায় দেখিবে ফুলদল শত শত
রাজপ্রাসাদের ভাণ্ডারে আছে সোনার বসন কত।"

Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht ?—
"Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind ;
In dürren Blättern säuselt der Wind."

"Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn ?
Meine Töchter sollen dich warten schön ;
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn,
Und wiegen und tanzen und singen dich ein."

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort ?—
"Mein Sohn, mein Sohn, ich seh' es genau :
Es scheinen die alten Weiden so grau."

"Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt ;
Und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt."—
Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an !
Erlkönig hat mir ein Leids getan !—

Dem Vater grauset's, er reitet geschwind,
Er hält in Armen das achzende Kind,
Erreicht den Hof mit Müh' und Not ;
In seinen Armen das Kind war tot.

Johann Wolfgang von Goethe

Gretchen am Spinnrade

Meine Ruh' ist hin,
Mein Herz ist schwer ;
Ich finde sie nimmer
Und nimmermehr.

"শুনিছনা পিতা যমরাজ মোরে ডাকিতেছে বারবার ?
মৃদু স্বরে মোরে কহে কানে কানে দেবে কত উপহার"
"এত অশান্ত কেন তুমি বাছা ? ক্ষণিক ধৈর্য ধর ।
যমরাজ কোথা ? শুষ্কপত্রে পবনের মর্মর ।"

"কুমার কিশোর ; মোর সাথে তুমি আসিবে আমার গেহে
মায়াকুমারীরা বরণ করিয়া লইবে তোমারে স্নেহে ।
তোমারে ঘেরিয়া নৃত্য করিবে সন্ধ্যা গহন পুরে,
দোলনা দোলায়ে ঘুম পাড়াইবে মৃদু সঙ্গীত সুরে ।"

"কহ মোরে পিতা দেখিতে পাওনা অই যে হোথায় দূরে
মায়াকুমারীরা তরল আঁধারে নাচে যমরাজ পুরে ?"
"কি কহিছ বাছা, রাজবালা কোথা ? দেখিনু পরিষ্কার
তারার আলোকে আধোছায়া ঢাকা ধূসর তরুর সার ।"

"ভালবাসি তোরে, তব কমনীয় দেহ আমি পেতে চাই ।
স্বেচ্ছায় যদি না আসিবে তবে জোর করে নিয়ে যাই ।"
"শোন শোন পিতা, কঠিন বাঁধনে বাঁধিয়া ফেলেছে মোরে,
যমরাজ মোরে হানিল আঘাত, একি ব্যথা অন্তরে ।"

সচকিত পিতা অশ্ব ছোটায় সম্মুখে আরো জোরে
ক্রন্দনরত কিশোরে বাঁধিয়া সবল বাহুর ডোরে ।
উদ্বেগ ভরা কঠিন প্রয়াসে পহুঁছিল যবে গেহ,—
দেখিল এনেছে বহিয়া শিশুর মৃত্যু শীতল দেহ ।

হুমায়ুন কবীর

গ্রেচেন ও চরকা

শান্তি নাহি মনে,
হৃদয়ে দুখ ভার,
শান্তি ঘুচে গেল,—
পাবনা কভু আর ।

Wo ich ihn nicht hab',
Ist mir das Grab,
Die ganze Welt
Ist mir vergällt.

Mein armer Kopf
Ist mir verrückt,
Mein armer Sinn
Ist mir zerstückt.

Meine Ruh' ist hin,
Mein Herz ist schwer;
Ich finde sie nimmer
Und nimmermehr.

Nach ihm nur schau' ich
Zum Fenster hinaus,
Nach ihm nur geh' ich
Aus dem Haus.

Sein hoher Gang,
Sein' edle Gestalt,
Seines Mundes Lächeln,
Seiner Augen Gewalt,

Und seiner Rede
Zauberfluss,
Sein Händedruck,
Und ach, sein Kuss!

Meine Ruh' ist hin,
Mein Herz ist schwer;
Ich finde sie nimmer
Und nimmermehr.

যেথা সে নাহি কাছে
কবর মনে হয়—
বিরাট এ ধরণী
দুঃখ জ্বালাময় ।

বুদ্ধি বিবেচনা
ঘুচিল চিরতরে
সকল ইন্দ্রিয়
বিবশ ব্যথাভরে ।

শান্তি নাহি মনে,
হৃদয়ে দুখ ভার ;
শান্তি ঘুচে গেল,
পাব না কভু আর ।

জানালা পাশে বসি
নয়ন খোঁজে তারে
তাহারি টানে আসি
বাহিরে বারে বারে ।

মহিমাময় গড়ি
বীর্যে ভরা দেহ
অধরে মধু হাসি,
নয়ন ভরা স্নেহ,

মন ভোলানো বাণী,
পরশ ভরা কর
মধুর চুম্বনে
হৃদয় থর থর ।

শান্তি নাহি মনে,
হৃদয়ে দুখ ভার
শান্তি ঘুচে গেল,
পাবনা কভু আর ।

Mein Busen drängt
Sich nach ihm hin.
Ach dürft' ich fassen
Und halten ihn,

Und küssen ihn,
So wie ich wollt',
An seinen Küssen
Vergehen sollt' !

Johann Wolfgang von Goethe

Die schöne Nacht

Nun verlass' ich diese Huttc,
Meiner Liebsten Aufenthalt
Wandle mit verhülltem Schritte
Durch den öden, finstern Wald.
Luna bricht durch Busch und Eichen,
Zephyr meldet ihren Lauf,
Und die Birken streun mit Neigen
Ihr den süssen Weihrauch auf.

Wie ergötz ich mich im Kühlen
Dieser schönen Sommernacht !
O wie still ist hier zu fühlen,
Was die Seele glücklich macht !
Lässt sich kaum die Wonne fassen ;
Und doch wollt' ich, Himmel, dir,
Tausend solcher Nächte lassen,
Gäb' mein Mädchen eine mir.

Johann Wolfgang von Goethe

আকুল আশা ভরি
হৃদয় তারে চায়,
নিবিড় বাহু ডোরে,
বাঁধিয়া বুকে তায়

পরাণ ভরি তারে,
করিব চুম্বন :
তাহার চুম্বন,
বিবশ দেহ মন !

হুমায়ুন কবীর

সুরাত্রি

প্রাণপ্রতিমার কুঞ্জ কুটীর ছেড়ে
নৈশ, নিরালা কান্তারে দিই পাড়ি ;
অপার ব্যবধি পায় পায় যায় বেড়ে
কিন্তু এখনও রভসে বিবশ নাড়ী।
বনস্পতির জটায় বন্দী বিধু
দিশারী মলয় আত্ম ঘোষণা করে ;
বকুল বনের সুরভি এবং সীধু
লাস্য লীলায় ছড়ায় বনান্তরে।

মধু মাধবের সুন্দর শর্বরী
স্নিগ্ধ প্রসাদে কী অনির্বচনীয় !
এ মহামৌনে অশোভন মাধুকরী,
ভূমা-সমাহিত চেতনারই রচনীয়।
শত সহস্র এমন রজনী তবু
মূল্য হিসাবে কেড়ে নিও যথাকালে
আমি চাই পরিবর্তে আবার, প্রভু,
মতিচ্ছন্ন ক্ষণিকার মায়াজালে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

Wanderers Nachtlied (II)

Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch :
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

Johann Wolfgang von Goethe

Lied des Türmers

Zum Sehen geboren,
Zum Schauen bestellt,
dem Turme geschworen,
Gefällt mir die Welt.
Ich blick' in die Ferne,
Ich seh' in der Näh
Den Mond und die Sterne,
Den Wald und das Reh.
So seh' ich in allen
Die ewige Zier,
Und wie mir's gefallen,
Gefall ich auch mir.
Ihr glücklichen Augen,
Was je ihr gesehn,
Es sei wie es wolle,
Es war doch so schön !

Johann Wolfgang von Goethe

পথিকের গান (২)

পাহাড়ের চূড়ার চূড়ায়
সব শান্ত স্তব্ধ
কোন বৃক্ষচূড়ার কুলায়ে
কোন সাড়া শব্দ
শোনা যায় না আর,
পাখীরা ঘুমায় গাছে গাছে
ধৈর্য ধরো লগ্ন এলো কাছে
শান্ত হবে তুমিও এবার।

বিষ্ণু দে

পাহারাদারের গান

জন্ম সবই দেখবো বলে,
দুর্গচূড়ায় আজ,
রাখতে নজর তাই পেয়েছি
পাহারাদারী কাজ।
জগৎ আমার মনের মতন,
দূরপ্রসারী চোখে
চাঁদ, তারা, বন, হরিণ দেখি
স্পষ্ট মরলোকে।
যা-কিছু আজ দেখছি সবই
শাশ্বত সুন্দর !
তারিফ করি সব কিছু তাই
তৃপ্ত এ-অন্তর।
দর্শনীয় যা দ্যাখে আজ
ভাগ্যবন্ত চোখ
সবই চিররম্য আহা !
যতই তুচ্ছ হোক।

বিমলচন্দ্র ঘোষ

Parzenlied

Es fürchte die Gotter
Das Menschengeschlecht !
Sie halten die Herrschaft
In ewigen Händen
Und können sie brauchen,
Wie's ihnen gefällt.
Der fürchte sie doppelt,
Den je sie erheben !
Auf Klippen und Wolken
Sind Stühle bereitet
Um goldene Tische.
Erhebet ein Zwist sich,
So stürzen die Gäste,
Geschmäht und geschändet,
In nächtliche Tiefen,
Und harren vergebens,
Im Finstern gebunden,
Gerechten Gerichtes.
Sie aber, sie bleiben
In ewigen Festen
An goldenen Tischen.
Sie schreiten vom Berge
Zu Bergen hinüber:
Aus Schlünden der Tiefe
Dampft ihnen der Atem
Erstickter Titanen,
Gleich Opfergerüchen,
Ein leichtes Gewölke.
Es wenden die Herrscher
Ihr segnendes Auge
Von ganzen Geschlechtern,
Und meiden, im Enkel
Die ehmals geliebten
Still redenden Züge
Des Ähnherrn zu sehn.

ভাগ্যদেবীর গান

দেবতাদের ভয় কোরো গো, মানব-সন্তান,
রয়েছে তাঁদেরই হাতে শাশ্বত শাসন,
যখন যেভাবে খুশি ওঠান বসান
তাঁরাই যে দণ্ডধর।

যাদের তাঁরা ওঠান, তাদের দ্বিগুণ
ভয়ে ভীত থাকাই উচিত।
গিরিচূড়ায় মেঘের মাঝে পাতা
আসনগুলি সোনার টেবিলধারে।

দেবতাদের ঝগড়া হ'লে পর
অতিথিদেরই পতন অন্ধকারে
অবজ্ঞা আর ঘৃণার ডুবজলে
বৃথাই ন্যায়বিচার খোঁজা।

দেবতারা সব সোনার টেবিল ঘিরে
নিত্যকালের ভোজসভায় মাতেন
ডিঙিয়ে চলেন পাহাড়, খাদ থেকে
আসছে আসুক পতিতজনের শ্বাস।

প্রভুরা আর দেখেও দেখেন না
একদা কৃপালব্ধ অনুগামীর
গুণপণার ভগ্নশেষ নামীর
অধঃস্তন পৌত্র পরিবারে।

So sangen die Parzen ;
Es horcht der Verbannte
In nächtlichen Höhlen,
Der Alte, die Lieder,
Denkt Kinder und Enkel
Und schüttelt das Haupt.

Johann Wolfgang von Goethe

Römische Elegien (V)

Froh empfind ich mich nun auf klassischem Boden begeistert ;
Vor—und Mitwelt spricht lauter und reizender mir.
Hier befolg' ich den Rat, durchblättre die Werke der Alten
Mit geschäftiger Hand, täglich mit neuem Genuss.
Aber die Nächte hindurch hält Amor mich anders beschäftigt :
Werd' ich auch halb nur gelehrt, bin ich doch doppelt beglückt
Und belehr' ich mich nicht, indem ich des lieblichen Busens
Formen spähe, die Hand leite die Hüften hinab ?
Dann versteh' ich den Marmor erst recht ; ich denk und vergleiche,
Sehe mit fühlendem Aug' ; fühle mit sehender Hand.
Raubt die Liebste denn gleich mir einige Stunden des Tages,
Gibt sie Stunden der Nacht mir zur Entschädigung hin.

ভাগ্যদেবী গাইছিল এই গান।
নির্বাসিত বুড়োটা অন্ধগুহায়
সে-গান শুনে কেবল মাথা দোলায়
চিন্তা করে নিজের নাতিপুতির।

অরুণকুমার সরকার

রোমের শোকগাথা (৫)

এ-প্রাচীন পীঠস্থানে পেয়ে গেছি হ্লাদিত প্রেরণা ;
এখানে আমার সঙ্গে কথা কয় আরো স্পষ্ট ক'রে
ঘনিষ্ঠ আবেগময় অতীত এবং
যে-পৃথিবী সম্প্রতিকালের।
এখানে উৎসুক হাতে প্রজ্ঞানীর উপদেশ মতো
রোজ আমি নবতর সুখে পুরাণের পাতা ওলটাই।
কিন্তু সমস্ত রাত মদন আমায়
ব্যতিব্যস্ত ক'রে রাখে অন্য এক টানে :
আধাজ্ঞানী থাকি যদি. দ্বিগুণ সে আনন্দ বিলোয়।
যখন নয়ন ভরে দেখি সুষ্ঠু বুকের গড়ন
এবং আমার হাত ধীরে নামে নিতম্বপ্রদেশে
তখন কি কিছুই শিখিনা ?
তখনই তো, অবশেষে, মর্মরের মর্মস্থলে যাই
তখনই তো ভাবি বসে, টেনে আনি অনেক তুলনা
এবং সংবেদী চোখে চেয়ে দেখি, অভিভূত হই
চক্ষুষ্মান হাতে।
দিনের কয়েকটি ঘণ্টা কেড়ে নেয় যদিও প্রেমিকা
সে দেয় নিশীথ ভরে, সব ক্ষতি পূর্ণ ক'রে দেয়।

Wird doch nicht immer geküsst, es wird vernünftig gesprochen ;
Überfällt sie der Schlaf, lieg' ich und denke mir viel.
Oftmals hab ich auch schon in ihren Armen gedichtet
Und des Hexameters Mass leise mit fingernder Hand
Ihr auf den Rücken gezählt. Sie atmet in lieblichem Schlummer,
Und es durchglühet ihr Hauch mir bis ins Tiefste die Brust
Amor schüret die Lamp' indes und denket der Zeiten,
Da er den nämlichen Dienst seinen Triumvirn getan.

Johann Wolfgang von Goethe

Heidenröslein

Sah ein Knab ein Röslein stehn,
Röslein auf der Heiden,
War so jung und morgenschön,
Lief er schnell, es nah zu sehn,
Sah's mit vielen Freuden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.

Knabe sprach : Ich breche dich,
Röslein auf der Heiden !
Röslein sprach : Ich steche dich,
Dass du ewig denkst an mich,
Und ich will's nicht leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.

তা ব'লে সমস্তক্ষণ কাটাই না চুম্বনে চুম্বনে
আমরা কথাও বলি গুরুতর প্রসঙ্গ নিয়েও।
যদি ঘুম নেমে আসে চোখে তার, চিন্তাভারে আমি কাৎ হই।
এমনকি কবিতা লিখি, প্রায়ই লিখি, বাহুদ্বয়ে তার,
পয়ারের মাত্রা গুণি পিঠে তার নরম আঙুলে।
যখন সে শ্বাস নেয় সুখাবেশে গভীর নিদ্রায়
দীপ্ত হই, দীপ্ত হয় হৃদয়ের গভীর অতল।
মদন প্রদীপটাকে উস্কে দেয়, ভাবে
অতীতের কীর্তি যত, তুলনীয় কীর্তিকলা তার।

অরুণকুমার সরকার

গোলাপ, সাধারণ এক গোলাপ

ছেলেটি দেখলো গোলাপ,
একটি গোলাপ নবীনা যুবতী,
সকালবেলার যেন আলোর জ্যোতি
ছুটল দ্রুত দেখতে সে ফুল,
নিকট থেকে যত্নে
(নেইতো কোন মানা)
দেখলো সে ফুল. আহ্লাদে আটখানা।
গোলাপ, গোলাপ, রক্ত গোলাপ
সাধারণ এই গোলাপ।

ছেলেটি বললে তাকে--
হে সাধারণ গোলাপ,
আমার রাঙা রোশনাই,
তোমায় তুলতে আমি চাই।
গোলাপ জবাব দিলে—
এমন করে কাঁটা বিঁধে করব নাজেহাল,
যাতে তুমি আমায় মনে রাখবে চিরকাল।
করছি তোমায় মানা,
ছিঁড়না গো আমায় ছিঁড়না !
গোলাপ, গোলাপ, রক্তগোলাপ
সাধারণ এই গোলাপ।

Und der wilde Knabe brach
's Röslein auf der Heiden ;
Röslein wehrte sich und stach,
Half ihm doch kein Weh und Ach,
Musst es eben leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.

Johann Wolfgang von Goethe

Willkommen und Abschied

Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde !
Es war getan fast eh gedacht.
Der Abend wiegte schon die Erde,
Und an den Bergen hing die Nacht ;
Schon stand im Nebelkleid die Eiche,
Ein aufgetürmter Riese, da,
Wo Finsternis aus dem Gesträuche
Mit hundert schwarzen Augen sah.

Der Mond von einem Wolkenhügel
Sah kläglich aus dem Duft hervor,
Die Winde schwangen leise Flügel,
Umsausten schauerlich mein Ohr ;
Die Nacht schuf tausend Ungeheuer,
Doch frisch und fröhlich war mein Mut :
In meinem Adern welches Feuer !
In meinem Herzen welche Glut !

ছেলেটি সেই ছিঁড়ল গোলাপ ফুল
গোলাপ কিন্তু নিজেকে তবু বাঁচাতে আকুল,
ফোটালে কাঁটা, কাঁদলে কত ;
মিথ্যা হোল ফুলের কান্না— বিজিত, পরাহত !
গোলাপ, গোলাপ, রক্ত গোলাপ
সাধারণ এই গোলাপ।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

স্বাগত ও বিদায়

হৃদয় আমার কাঁপে থর থর, দ্রুত যাই ঘোড়া চড়ে !
ভাবনার আগে এ কাজ সমাধা হয়।
ইতিমধ্যেই ধরণী দোদুল শান্ত সন্ধ্যাক্রোড়ে,
পাহাড়ে পাহাড়ে রাত্রি ঝুলিয়া রয় ;
ঐ ওকগাছ সরলোন্নত দৈত্য আকার যার,
ইতিমধ্যেই কুয়াশার জামা গায়,
মিনারের মত খাড়া হয়ে আছে, সেখানে অন্ধকার
ঝোপ ঝাড় থেকে শত কালো চোখে চায়।

মেঘের পাহাড় হইতে চন্দ্র ভেদি কুয়াশার জাল
তাকায়ে রয়েছে সুগভীর বেদনায়,
বায়ু বহে যায় শান্ত পাখায় তুলি কম্পন তাল,
ঈষৎ পরশি আমার কান দুটায় ;
রাত্রি রচেছে হাজার দানব ভীষণ ভয়ঙ্কর,
কিন্তু আমার সাহস দুর্নিবার ;
খুশি ভরা প্রাণ, আমি নির্ভীক হৃদয় কি ভাস্বর !
শিরায় শিরায় রয়েছে আগুন আর।

Dich sah ich, und die milde Freude
Floss von dem süssen Blick auf mich ;
Ganz war mein Herz an deiner Seite
Und jeder Atemzug für dich.
Ein rosenfarbnes Frühlingswetter
Umgab das liebliche Gesicht,
Und Zärtlichkeit für mich—ihr Götter !
Ich hofft' es, ich verdient' es nicht !

Doch ach, schon mit der Morgensonne
Verengt der Abschied mir das Herz :
In deinen Küssen welche Wonne !
In deinem Auge welcher Schmerz !
Ich ging, du standst und sahst zur Erden,
Und sahst mir nach mit nassem Blick :
Und doch, welch Glück, geliebt zu werden !
Und lieben, Götter, welch ein Glück !

Johann Wolfgang von Goethe

Des Paria Gebet

Grosser Brahma, Herr der Mächte !
Alles ist von deinem Samen,
Und so bist du der Gerechte !
Hast du denn allein die Brahmen,
Nur die Rajas und die Reichen,
Hast du sie allein geschaffen ?
Oder bist auch du's, der Affen
Werden liess und unsresgleichen ?

Edel sind wir nicht zu nennen :
Denn das Schlechte, das gehört uns,
Und was andre tödlich kennen,
Das alleine, das vermehrt uns.
Mag dies für die Menschen gelten,
Mögen sie uns doch verachten !
Aber du, du sollst uns achten.
Denn du könntest alle schelten.

দেখিনু তোমায়, খুশির বন্যা বয়ে গেল মোর পরে
তোমার মধুর চাহনীতে উদ্ভূত ;
সেই আনন্দ হৃদয়ে আমার পুরোপুরি তব তরে :
তোমারি জন্য বাঁচি ফেলি শ্বাস দ্রুত।
গোলাপী চৈত্র-সূর্য কিরণে মণ্ডিত মুখ তব
আনন্দভরা মোর পরে স্নেহময়,
ওগো দেবতারা—এযে শুধু আশা এ ছাড়া আর কি কব,
জানি জানি মনে আমি যে যোগ্য নয়!

প্রভাত সূর্য মনটাকে দিল বিচ্ছেদ বেদনায়
ইতিমধ্যেই কুঁকড়িয়ে ছোট করে ঃ
চুমুতে তোমার কিবা আনন্দ ; নয়ন দুটিতে হায়!
সে কোন বেদনা রেখেছো হে সখি ভ'রে!
দাঁড়াইয়া তুমি অয়ি, নত-মুখী আমি যবে চলে যাই
আমারে খুঁজিছে জলে ভেজা উৎসুক
ঐ আঁখি দুটি, ভালবেসে আর ভালবাসা পেয়ে ভাই!
ওগো দেবতারা কিবা সুখ! কিবা সুখ!

অনামী

পারিয়ার প্রার্থনা

মহান ব্রহ্মা, হে প্রভু শক্তিমান!
তোমা হতে সব প্রাণীদের উদ্ভব,
আর তাই তুমি পবিত্র ন্যায়বান!
অথবা যাদের রহিয়াছে বৈভব,
তারা আর রাজা আর ব্রাহ্মণ যারা,
এ ধরায় তব সন্তান শুধু তারা?
অথচ তোমার উদার সৃষ্টিধারা
গড়েনি মোদের? গড়েনি বাঁদর যারা?

সম্ভ্রমময় মোদের জীবন নয় ঃ
যে কদন্নে অন্য লোকেরা মরে,
আমাদের তাতে বংশবৃদ্ধি হয়,
এ মন্তব্য থাক ধনীদের তরে।
তাদের ঘৃণায় আমাদের ক্ষোভ নাই,
তোমার কিন্তু সম্মান করা চাই!
তোমার চোখেতে সমান মোরা সবাই,
ছোট বড় ভেদ শাসনে তোমার নাই।

Also, Herr. nach diesem Flehen,
Segne mich zu deinem Kinde ;
Oder eines lass entstehen,
Das auch mich mit dir verbinde !

Johann Wolfgang von Goethe

Die Macht des Weibes

Mächtig seid ihr, ihr seid's durch der Gegenwart
ruhigen Zauber ;
Was die Stille nicht, wirkt, wirket die Rauschende nie.
Kraft erwart' ich vom Mann, des Gesetzes Würde
behaupt' er,
Aber durch Anmut allein herrschet und herrsche das
Weib.
Manche zwar haben geherrscht durch des Geistes
Macht und der Taten,
Aber dann haben sie dich, höchste der Kronen,
entbehrt.
Wahre Königin ist nur des Weibes weibliche
Schönheit:
Wo sie sich zeige, sie herrscht, herrschet doch,
weil sie sich zeigt.

Johann Christoph Friedrich von Schiller

তাই বলি প্রভু প্রার্থনা এর পর,
সন্তান বলে কর হে আশীর্বাদ ;
অথবা গড় গো এমন মানববর,
যে দেবে মোদের মুক্তির সংবাদ।

অনামী

নারীর শক্তি

সৌন্দর্যের অভিষেকে নারী মহীয়সী।
পরুষ হুঙ্কারে যবে ভুবন কাঁপায়,
সমস্ত গ্লানির ঊর্ধ্বে শান্ত মহিমায়
শাশ্বত দেদীপ্যমান সে যে পূর্ণশশী।
বীর্যের শাসন দ্বন্দ্বে পুরুষের সীমা
মাধুর্যের জাদুমন্ত্রে নারীর মহিমা।
কত যোগী, কত ধ্যানী শক্তিতে আত্মার
আপন প্রভাব-পাশ করেছে বিস্তার।
তবু তারা চাহি তব কিরীটের পানে
ফেলিয়াছে দীর্ঘশ্বাস বিমুগ্ধ নয়ানে।
সৌন্দর্যের মায়ামন্ত্রে নারীর শাসন,
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে সে যে চিরন্তন।

প্রমথনাথ বিশী

Die Worte des Glaubens

Drei Worte nenn' ich euch, inhaltschwer,
Sie gehen von Munde zu Munde,
Doch stammen sie nicht von aussen her,
Das Herz nur gibt davon Kunde ;
Dem Menschen ist aller Wert geraubt,
Wenn er nicht mehr an die drei Worte glaubt.

Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei,
Und würd' er in Ketten geboren.
Lasst euch nicht irren des Pöbels Geschrei,
Nicht den Missbrauch rasender Toren ;
Vor dem Sklaven, wenn er die Kette bricht,
Vor dem freien Menschen erzittert nicht.

Und die Tugend, sie ist kein leerer Schall,
Der Mensch kann sie üben im Leben,
Und sollt er auch straucheln überall,
Er kann nach der göttlichen streben ;
Und was kein Verstand der Verständigen sieht,
Das übet in Einfalt ein kindlich Gemüt.

Und ein Gott ist, ein heiliger Wille lebt,
Wie auch der menschliche wanke,
Hoch über der Zeit und dem Raume webt
Lebendig der höchste Gedanke ;
Und ob alles im ewigen Wechsel kreist,
Es beharret im Wechsel ein ruhiger Geist.

বিশ্বাসের বাণী

তিনটি বাক্য তোমাকেই আমি বলি
যে-বাণী অর্থময়,
যে কথা কেবলই মুখে মুখে ঘোরে ফেরে
তারা তো আসে না বহিপৃথিবী হ'তে
হৃদয় তোমায় বিলায় শুদ্ধজ্ঞান।
মানুষের যত গুণ আছে হয় তাদের সর্বনাশ
তিনটি বাক্যে করে যে অবিশ্বাস।

মানুষ মুক্ত—নিত্যমুক্ত বন্দীও হয় যদি
পথ কি হারাবে জনতার চীৎকারে,
অথবা আকাট বোকার তিরস্কারে ?
ক্রীতদাস যদি শৃঙ্খল ছিঁড়ে থাকে
ভয় ক'রো নাকো তাকে।

মানব ধর্ম-অন্তঃসারশূন্য কখনও নয়
জীবন চর্যা সে তো প্রতিমানবের,
ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় যদি সবখানে
তবুও মানুষ হতে পারে মহাদেবত্বে উন্নীত ঃ
জানি সে তো ধরা পড়ে না কখনো বুদ্ধির গড়া ফাঁদে,
আত্মার কাছে শিশুর মতই ভালবাসা যাচে, কাঁদে।

ঈশ্বর সেই চেতনা শুভ্র শুচি
মানুষ যতই করুক ইতস্তত:
দেশ ও কালের উপরে দীপ্যমান
প্রাণের পঙ্কে গ্রন্থিত করে চিন্তা উচ্চতম
বিশ্বের যদি রূপান্তরও হয়—
সৌম্য আত্মা থাকে চির অক্ষয়।

Die drei Worte bewahret euch, inhaltschwer,
Sie pflanzet von Munde zu Munde,
Und stammen sie gleich nicht von aussen her,
Euer Innres gibt davon Kunde ;
Dem Menschen ist nimmer sein Wert geraubt,
Solang er noch an die drei Worte glaubt.

Johann Christoph Friedrich von Schiller

Hoffnung

Es reden und träumen die Menschen viel
Von bessern künftigen Tagen,
Nach einem goldenen, glücklichen Ziel
Sieht man sie rennen und jagen.
Die Welt wird alt und wird wieder jung,
Doch der Mensch hofft immer Verbesserung.

Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein,
Sie umflattert den fröhlichen Knaben,
Den Jungling begeistert ihr Zauberschein,
Sie wird mit dem Greis nicht begraben ;
Denn beschliesst er im Grabe den müden Lauf,
Noch am Grabe pflanzt er die Hoffnung auf.

Es ist kein leerer schmeichelnder Wahn,
Erzeugt im Gehirne des Toren,
Im Herzen kündet es laut sich an :
Zu was Besserm sind wir geboren.
Und was die innere Stimme spricht,
Das täuscht die hoffende Seele nicht.

Johann Christoph Friedrich von Schiller

তিনটি কথাই স্মরণেতে রেখো
মুখে মুখে শুধু বলা,
এ যদি না আসে বহিরঙ্গের থেকে
অন্তরঙ্গে দেবেই শুদ্ধজ্ঞান :
মানুষ যদি না বিস্মৃত হয় পরম এ তিন বাণী
মূল্য তাহার শাশ্বত রবে জানি।

দিনেশ দাস

আশা

চির দিন স্বপ্ন দেখি, গল্প করি শুভ ভবিষ্যের,
সাফল্যের স্বর্ণমৃগ, তার পিছে চলি ছুটে ছুটে—
বিবর্ণ স্থবির পৃথ্বী জেগে ওঠে স্পর্শে যৌবনের,
পরম পাওয়ার আশা মানুষের কখনো না টুটে !

আশাই জীবন ভোর চলে ও চালায় দুনিয়াকে,
ঘিরে থাকে বাল্য দিন, আলো এর যুবাকে নাচায়,
বার্ধক্যেও হৃতপ্রাণ কোনদিন দেখিনা আশাকে,
যে হেতু আশার বৃক্ষ পোঁতে লোক কবরের গায়।

নির্বোধের মনোলোকে মায়াময় ক্ষণ দ্যুতি নয়,
হৃদয়ে অদৃশ্য হাতে লেখে সে স্বাক্ষর আপনার—
আমরা আজন্ম চাই প্রাণবন্ত স্বস্তির মহড়া,
সে বাণী নিরর্থ নয় আত্মার গভীরে জন্ম যার !

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

Sehnsucht

Ach, aus dieses Tales Gründen,
Die der kalte Nebel drückt,
Könnt ich doch den Ausgang finden,
Ach wie fühlt ich mich beglückt.

Dort erblick ich schöne Hügel,
Ewig jung und ewig grün !
Hätt ich Schwingen, hätt ich Flügel,
Nach den Hügeln zög ich hin.

Harmonien hör ich klingen,
Töne süsser Himmelsruh,
Und die leichten Winde bringen
Mir der Düfte Balsam zu.

Goldne Früchte seh ich glühen,
Winkend zwischen dunkelm Laub,
Und die Blumen, die dort blühen,
Werden keines Winters Raub.

Ach wie schön muss sich's ergehen
Dort im ew'gen Sonnenschein,
Und die Luft auf jenen Höhen,
O wie labend muss sie sein !

Doch mir wehrt des Stromes Toben,
Der ergrimmt dazwischen braust,
Seine Wellen sind gehoben,
Dass die Seele mir ergraust.

তৃষ্ণা

পাহাড়তলির গভীর গহন থেকে
শীতল কুয়াশা নীচেয় গড়িয়ে ঝরে—
হায় যদি আজ পালানোর পথ হত,
খুশির বাতাস ছুঁয়ে যেত ক্ষণ তরে !

ঐ দূরে দূরে মনোরম পাহাড়েরা,
সুচির তরুণ, সুচির সবুজ ওরা—
হায়রে আমার থাকলে পাখীর ডানা,
করতাম সুরু পাহাড় চূড়ায় ওড়া ?

প্রাণকাড়া সুর বাজছে নিকটে দূরে,
স্বর্গের সুধা ঢালে যা আমার কানে,
হালকা বাতাস কোন দূর বন থেকে
ফুলের সুরভি চুরি করে বয়ে আনে !

সোনা সোনা ফল চোখে ঝলমল করে
পাতার আড়ালে উঁকি দিয়ে চায় তারা,
আর চোখে দেখি রাশি রাশি তাজা ফুল,
শীতের আঘাতে পড়বেনা ঝরে যারা।

আহা কি আরাম হত যদি যাওয়া যেত,
ঐ সানুতটে রোদে জ্বল জ্বল করা,
পাওয়া যেত হাওয়া শিখরের নিরালাতে,
নরম আবেশে যার আগাগোড়া ভরা !

হায় মাঝখানে গর্জন করে বাধা,
পথ রোধ করে ঝঞ্ঝা মত্ত নদী,
শত তরঙ্গে অবিরাম ওঠে ফুলে ;
ভয়ে কাঁপে প্রাণ পার হতে যাই যদি !

Ja—wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wers nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund!
Was den grossen Ring bewohnet,
Huldige der Sympathie!
Zu den Sternen leitet sie,
Wo der Unbekannte thronet.

Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur,
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur.
Küsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tod.
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott.
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such ihn überm Sternenzelt!
Über Sternen muss er wohnen.

Freude heisst die starke Feder
In der ewigen Natur.
Freude, Freude treibt die Räder
In der grossen Weltenuhr.
Blumen lockt sie aus den Keimen,
Sonnen aus dem Firmament,
Sphären rollt sie in den Räumen,
Die des Sehers Rohr nicht kennt.
Froh, wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächt'gen Plan,
Wandelt, Brüder, eure Bahn,
Freudig wie ein Held zum Siegen.

হ্যাঁ, সে আনন্দ টুকু নেবে সেও এই মৃত্তিকায়
যে আত্মাকে জানে নিজ একান্ত আপন।
কিন্তু যে পায়নি আজো এই অধিকার
এই গ্রন্থি থেকে তার কান্না মুছে নিও।
যারা বাস করে এই প্রশস্ত সংসারে
তোমার সহানুভূতি নিতে তারা থাকে নতজানু।
এ তোমায় নিয়ে যাবে তারাদের দিকে
অজ্ঞেয়র সিংহাসন রয়েছে যেখানে।

সব জীব পান করে প্রকৃতির স্তন হতে সুখ,
ভালমন্দ সব যায় ধরি তার স্বর্ণপথ রেখা—
দিয়েছে চুম্বন মদ—
আমৃত্যু বিশ্বস্ত বন্ধু।
ক্ষুদ্র কীট তারও আছে দিব্য সুখ
দেব শিশু ঈশ্বরের সম্মুখেতে খাড়া।
তোমরা কি নতজানু হবে লক্ষ প্রাণ ?
হে পৃথিবী, অনুভব করেছো কি বিশ্ব রচয়িতা যিনি ?
তারার গম্বুজের ঊর্ধ্বে খুঁজে দেখো তাঁকে
নক্ষত্র-পুঞ্জের ঊর্ধ্বে সুনিশ্চিত বাসস্থান তাঁর।

সুখ তো তারই নাম চিরন্তন প্রকৃতির
যে মহান লেখনী।
আনন্দ, আনন্দ চালিত করে পৃথিবী-ঘড়ির কাঁটা।
কুঁড়ি থেকে ফোটে ফুল আকর্ষণে তার ;
নিবদ্ধ অনন্ত শূন্যে শত সূর্য হয় উন্মোচিত ;
দূর নভে নীহারিকা কুণ্ডলী পাকায় ;
দর্শকের দূরযন্ত্রে যা পড়েনা ধরা।
সূর্যের মতন সুখী
উড়ে চলো আকাশের রম্যক্ষত্র দিয়ে
পদক্ষেপে, ভাই সব, যাও তার পথে
জয় যাত্রায় যথা বীর হয় উল্লসিত।

Aus der Wahrheit Feuerspiegel
Lächelt sie den Forscher an.
Zu der Tugend steilem Hügel
Leitet sie des Dulders Bahn.
Auf des Glaubens Sonnenberge
Sieht man ihre Fahnen wehn,
Durch den Riss gesprengter Särge
Sie im Chor der Engel stehn.
Duldet mutig, Millionen !
Duldet für die bessre Welt !
Droben überm Sternenzelt
Wird ein grosser Gott belohnen.

Göttern kann man nicht vergelten,
Schön ist's, ihnen gleich zu sein.
Gram und Armut soll sich melden,
Mit den Frohen sich erfreun.
Groll und Rache sei vergessen,
Unserm Todfeind sei verziehn,
Keine Träne soll ihn pressen,
Keine Reue nage ihn.
Unser Schuldbuch sei vernichtet !
Ausgesöhnt die ganze Welt !
Brüder—überm Sternenzelt
Richtet Gott,wie wir gerichtet.

Freude sprudelt in Pokalen,
In der Traube goldnem Blut
Trinken Sanftmut Kannibalen,
Die Verzweiflung Heldenmut.
Brüder,fliegt von euren Sitzen,
Wenn der volle Römer kreist,
Lasst den Schaum zum Himmel spritzen
Dieses Glas dem guten Geist !

সত্যের দর্পণ থেকে বেরিয়ে সুখ হাসে
তার আবিষ্কারকে লক্ষ্য করে।
ধর্মের খাড়া পাহাড়
ধৈর্যবানকে দেখায় পথ।
নিশ্বাসের সূর্যস্নাত পাহাড় গুলিতে
দেখতে পাবে তার নিশান উড়ছে
বিচূর্ণ কফিন যত তার ফাটলের মধ্য দিয়ে
তাকে দেখবে দেবদূতদের ভিড়ে।
বীরের মত কষ্ট সও অযুত প্রাণ!
কষ্ট সও উন্নততর পৃথিবীর জন্য!
অন্যদিকে তারার গম্বুজের ঊর্ধ্বে
মহান ঈশ্বর এক
সর্ব ক্ষতি করবেন লাঘব।

সেখানে দেবতারা থাকে পুরস্কৃত হতে কিন্তু নয়,
তাদের সমান যদি হওয়া যেতো সে হ'তো সুন্দর।
উদ্বেগ ও দরিদ্রতা বেঁচে থাকবেই
আনন্দের সঙ্গে মিশে উপভোগ্য হতে।
ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা ভুলতেই হবে,
এবং যে মহাশত্রু ক্ষমাযোগ্য সে-ও;
অশ্রু চিহ্নে বিমলিন হয় না সে যেন।
মুখব্যাদান করবে না তার দিকে কোনো মনস্তাপ.
আমাদের ঋণপত্র বিনষ্ট হোক না!
সমগ্র পৃথিবী হোক মিলনের গ্রন্থি দিয়ে বাঁধা
ভ্রাতৃগণ, যেখানে নক্ষত্রপুঞ্জ তার ঊর্ধ্বদেশে
ঈশ্বর বিচারপতি এবং আমরা তাঁর বিচার অধীন ·

আনন্দ বুদ্বুদ ঝরে সুবৃহৎ পানপাত্রটিতে
দ্রাক্ষার সোনালী শোণিতে,
এমন কি দৈত্যরাও পান করে ভদ্রতার সুধা,
নৈরাশ্য ক্রমশ যেন পরিণত সাহসিকতায়।
ভ্রাতৃগণ, নিশ্চেষ্ট আসন থেকে হও উত্তিষ্ঠিত
যখন উদ্বেল পাত্র পূর্ণতর হবে
সজোরে উৎক্ষিপ্ত হোক ফেনাগুলো স্বর্গের দিকে .
নিবেদিত পানপাত্র সৎ আত্মার কাছে।

Den der Sterne Wirbel loben,
Den des Seraphs Hymne preist,
Dieses Glas dem guten Geist
Überm Sternenzelt dort oben !

Festen Mut in schwerem Leiden,
Hilfe, wo die Unschuld weint,
Ewigkeit geschwornen Eiden,
Wahrheit gegen Freund und Feind,
Männerstolz vor Königsthronen—
Brüdes, gält' es Gut und Blut :
Dem Verdienste seine Kronen,
Untergang der Lügenbrut !
Schliesst den heil'gen Zirkel dichter,
Schwört bei diesem goldnen Wein
Dem Gelübde treu zu sein.
Schwört es bei dem Sternenrichter !

Johann Christoph Friedrich von Schiller

Poesie

Mich hält kein Band, mich fesselt keine Schranke,
Frei schwing' ich mich durch alle Räume fort,
Mein unermesslich Reich ist der Gedanke,
Und mein geflügelt Werkzeug ist das Wort.
Was sich bewegt im Himmel und auf Erden,
Was die Natur tief im Verborgenen schafft,
Muss mir entschleiert und entsiegelt werden,
Denn nichts beschränkt die freie Dichterkraft ;
Doch Schön'res find' ich nichts, wie lang' ich wähle
Als in der schönen Form—die schöne Seele.

Johann Christoph Friedrich von Schiller

নক্ষত্র ঘূর্ণির দ্বারা যে অভিনন্দিত,
'সেরাপ' এর গানেও বন্দিত।
এই পানপাত্র সুধা সমর্পণ করো সেই মুক্তানন্দকেই,
যাঁর বাস তারকার রাজত্ব পেরিয়ে।

শৌর্য বজায় রাখো তীব্র যন্ত্রণায়,
যেখানে নিষ্পাপ কাঁদে ত্রাণ করো তাকে।
তৈরী হোক চিরন্তন প্রদীপ্ত শপথ।
সত্যবাদীতাই দাও বন্ধুকে, শত্রুকে,
মানুষের মত গর্ব নৃপতির স্বর্ণ সিংহাসনের সম্মুখে,
যদিও, হে ভ্রাতৃগণ, একমাত্র হবে তা সম্ভব
তোমার শোণিত কিংবা সব ধন দানে।
তোমার সে পুরস্কার হবে বিনন্দিত
কিন্তু ধ্বংস হবে তার যে পাষণ্ড শুধু মিথ্যাচারী।
সুন্দর বৃত্তকে করো সন্নিকটতর,
শপথ গ্রহণ করো এই স্বর্ণ মদিরার কাছে
যা সত্য তাকেই নিয়ে বেঁচে থাকবে তুমি,
নক্ষত্রপুঞ্জের শেষে যে বিচারক রয়েছে আসীন
এ শপথ আজ তার কাছে।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

কাব্য

কোন চুক্তিতেই আমি বন্দী নই, বাঁধা নই নিষেধ নিগড়ে
বিমুক্ত দোদুল্যমান থাকি সর্বস্থানে
চিন্তাই আমার রাজ্য অন্তহীন,
এবং ওড়ার যন্ত্র শব্দ পদাবলী।
যা চলিষ্ণু স্বর্গ আর এই পৃথিবীতে
যা প্রকৃতি সৃষ্টি করে গভীর গোপনে,
আমার জন্য মুখোশ বিমুক্ত হবে, হবে উন্মোচিত
কারণ কিছুই নেই রাখবে যা সীমায়িত করে ভাবনার স্বাধীন
শক্তিকে ;
কিন্তু কিছু দেখিনা সুন্দরতর যদি আমি বেছে নেই—
(এর চেয়ে) সুন্দর ছাঁচের মধ্যে সুন্দর আত্মাটি।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

Breite und Tiefe

Es glänzen viele in der Welt,
Sie wissen von allem zu sagen,
Und wo was reizt und wo was gefällt,
Man kann es bei ihnen erfragen ;
Man dächte, hört man sie reden laut,
Sie hätten wirklich erobert die Braut.

Doch gehn sie aus der Welt ganz still,
Ihr Leben war verloren.
Wer etwas Treffliches leisten will,
Hätt' gern was Grosses geboren,
Der sammle still und unerschlafft
Im kleinsten Punkte die höchste Kraft.

Der Stamm erhebt sich in die Luft
Mit üppig prangenden Zweigen,
Die Blätter glänzen und hauchen Duft,
Doch können sie Früchte nicht zeugen ;
Der Kern allein in schmalen Raum
Verbirgt den Stolz des Waldes, den Baum.

Johann Christoph Friedrich von Schiller

An die Parzen

Nur einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen !
Und einen Herbst, zu reifem Gesange mir,
Dass williger mein Herz, vom süssen
Spiele gesättiget, dann mir sterbe.

Die Seele, der im Leben ihr göttlich Recht
Nicht ward, sie ruht auch drunten im Orkus nicht ;
Doch ist mir einst das Heil'ge, das am
Herzen mir liegt, das Gedicht, gelungen :

প্রশস্ততা ও গভীরত্ব

কেবল উন্নতি বিশ্বে অনেকের একান্ত কামনা :
সবেতেই তারা কিছু আপন বক্তব্য তৈরি রাখে—
কোথা সুখ পাওয়া যায়, কোথায় বা মেলে উত্তেজনা
সে কথা তাদের কাছে শুধোবার অপেক্ষায় থাকে।
সেই সব লম্বা লম্বা বাৎ শুনে হতে পারে মনে
সত্যই নিয়েছে তারা জয় করে সৌভাগ্যের কনে।

এমন-কি তারা যদি শান্ত ভাবে ত্যাগ করে ধরা
তাদের জীবন তবু খরচেরই মধ্যে থেকে যেত।
আন্তরিক লক্ষ্য যার অপূর্বতা অধিগত করা,
অথবা মহৎ সৃষ্টি একমাত্র যার অভিপ্রেত—
ক্ষুদ্রতম বিন্দু থেকে উচ্চতম শক্তির বিকাশে
নিজেকে বহন করে ধীরে ধীরে, অক্লান্ত প্রয়াসে।

চতুর্দিকে জমকালো ডালপালা করে প্রসারিত
গাছের শিকড় চলে উর্ধ্বে দূর আকাশের পানে,
উজ্জ্বল পাতার রাশি ঃ নিশ্বাসে বাতাস সুরভিত :
কিন্তু ফল ধারণের অশক্যতে ভোগে অপমানে।
নিভৃত কুক্ষিতে তার একা শুধু ক্ষুদ্র বীজাধার
গুপ্ত রাখে অরণ্যের—বিটপীর যত অহংকার।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

ভাগ্যদেবীর গান

বিশ্বশক্তি তব কাছে চাহি শুধু একটি নিদাঘ,
একটি হেমন্ত শুধু সঙ্গীতের রচিতে ফসল—
পূর্ণ পাত্রে পান করি জীবনের রাগ অনুরাগ
তার পরে বরি নেব তৃপ্ত চিত্তে মৃত্যু অবিচল।

বিধিদত্ত অধিকার এ জীবনে পেল না যে জন
মৃত্যুর অতলে নামি তবু তার শান্তি মিলিবেনা।
রচিতে শাশ্বতগীত আমার এ একান্ত সাধন
সার্থক করিয়া যদি কাব্যলক্ষ্মী সাথে হয় চেনা,—

Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt !
Zufrieden bin ich, wenn auch mein Saitenspiel
Mich nicht hinabgeleitet ; einmal
Lebt' ich, wie Götter, und mehr bedarf's nicht.

Johann Christian Friedrich Hölderlin

Hyperions Schicksalslied

Ihr wandelt droben im Licht
Auf weichem Boden, selige Genien !
Glänzende Götterlüfte
Rühren euch leicht,
Wie die Finger der Künstlerin
Heilige Saiten.

Schicksallos, wie der schlafende
Säugling, atmen die Himmlischen ;
Keusch bewahrt
In bescheidener Knospe
Blühet ewig
Ihnen der Geist,
Und die seligen Augen
Blicken in stiller
Ewiger Klarheit.

Doch uns ist gegeben
Auf keiner Stätte zu ruhn,
Es schwinden, es fallen
Die leidenden Menschen
Blindlings von einer
Stunde zur andern,
Wie Wasser von Klippe
Zu Klippe geworfen,
Jahrlang ins Ungewisse hinab.

Johann Christian Friedrich Hölderlin

সানন্দে বরিয়া লব ছায়ালোকে যে শান্তি বিরাজে।
বীণার ঝঙ্কার যদি স্তব্ধ হয় মৃত্যুর গহনে,—
দেবতার মহিমায় ক্ষণতরে ছিনু বিশ্বমাঝে
সে কথা স্মরণ করি' কোন খেদ নাহি রবে মনে।

হুমায়ুন কবীর

হাইপেরিয়ানের অদৃষ্টের গান

তোমাদের বিচরণ ঐ ঊর্ধ্বে, হে পুণ্য কিন্নর,
আলোর প্লাবনময় কোমল কুট্টিমে,
দেবতার ভাস্বর বাতাস
ধীরে স্পর্শ ক'রে যায় তোমাদের,
যেমন বীণার
মন্ত্রপূত মূর্ছনায় গুণীর অঙ্গুলি।

দেবযোনি, স্বর্গের সন্তান,
ঘুমন্ত শিশুর মতো
অদৃষ্টরহিত,
তোমরা নিশ্বাস নাও,
শুদ্ধচারিতায় সুরক্ষিত,
বিনম্র কোরকে
চিরকাল-বিকশিত আত্মা নিয়ে
মেলে রাখো নন্দিত নয়ন
চিরন্তন, স্থির স্বচ্ছতায়।

কিন্তু আমাদের
নিয়তি দেয় না শান্তি; তাপিত মানুষ,
ক্ষীয়মাণ, অন্ধ বেগে
প্রহরে-প্রহরে
প'ড়ে যায়
যেমন ঝর্নার জল
পাথরে-পাথরে
প্রতিহত,
অবিরল অধঃপাতে, বৎসরের অনিশ্চয়তায়।

বুদ্ধদেব বসু

An Diotima

Komm und besänftige mir, wie du einst Elemente
versöhntest,
Wonne der himmlischen Muse, das Chaos der Zeit!
Ordne den tobenden Kampf mit Friedenstönen des
Himmels,
Bis in der sterblichen Brust sich das entzweite vereint.
Bis der Menschen alte Natur, die ruhige, grosse,
Aus der gärenden Zeit mächtig und heiter sich hebt!
Kehr in die dürftigen Herzen des Volks, lebendige
Schönheit,
Kehr an den gastlichen Tisch, kehr in die Tempel
zurück;
Denn Diotima lebt, wie die zarten Blüten im
Winter,
Reich an eigenem Geist, sucht sie die Sonne doch
auch.
Aber die Sonne des Geists, die schönere Welt, ist
hinunter,
Und in frostiger Nacht zanken Orkane sich nun.

Johann Christian Friedrich Hölderlin

Diotima

Du schweigst und duldest, denn sie verstehn dich
nicht,
Du edles Leben! siehest zur Erd! und schweigst
Am schönen Tag, denn ach! umsonst nur
Suchst die deinen im Sonnenlichte,
Die Königlichen, welche, wie Brüder doch,
Wie eines Hains gesellige Wipfel sonst
Der Lieb! und Heimath sich und ihres
Immerumfangenden Himmels freuten,

ডিওটিমার প্রতি

সরস্বতী, স্বর্গের করুণা, তুমি একদিন উতরোল পঞ্চভূতে
সৌষম্যে মিলিয়েছিলে, এসো আজ শান্ত করো উচ্ছৃঙ্খল কালের প্রলয়।
মুগ্ধ করো উত্তাল যুদ্ধেরে, তব মন্ত্রপূত বীণার ঝংকারে
যতক্ষণ মর্ত্যের হৃদয়ে পুন বিচ্ছিন্ন বৃত্তির
না ঘটে মিলন, জাগে সময়ের ফেনিল আবর্ত থেকে, সৌম্য, বলীয়ান,
অবিচল, তপঃকৃশ, মানুষের প্রতন প্রকৃতি !
পা রাখো মন্দিরে পুন, ফিরে এসো প্রীতিময় নবান্নপ্রাশনে,
এসো জনতার দীর্ঘ-ক্ষুধিত আত্মায়, সৌন্দর্যের প্রাণলক্ষ্মী তুমি !
কেননা এখনো আছে ডিওটিমা, বেঁচে আছে শীতে ম্লান মঞ্জরীর মতো,
সহজ ঐশ্বর্য নিয়ে, অথচ সূর্যের অপেক্ষায়।
কিন্তু সে-উজ্জ্বলতর বসুন্ধরা নেই আর, অস্ত গেছে আত্মার পরম সূর্য ;
আজ শুধু কলহকর্কশ বাত্যা হিমাক্ত নিশীথে ধাবমান।

বুদ্ধদেব বসু

দিওতিমা

তোমাকে বোঝে না এরা তিতিক্ষায় স্তব্ধ তুমি তাই,
এই সুমধুর দিনে, আলোকিত ধরণীর পানে,
গরিয়সী তুমি, বৃথা নীরবে তাকিয়ে আছো, হায়
যদি স্বজনের দেখা পাও, যদি থাকে
আজো সেই রাজন্যেরা' যারা ভ্রাতা হ'য়ে,
অথবা নিবিড় সখ্যে যেমন কাননে তরুশির,
পেয়েছিল একদিন প্রীতিপ্রেম, মাতৃভূমি ;
অবিচ্ছেদ স্বর্গের আশ্লেষ ;

Des Ursprungs noch in tönender Brust gedenk ;
Die Dankbarn, sie, sie mein' ich, die einzig treu
Bis in den Tartarus hinab die Freude
Brachten, die Freien, die Göttermenschen,
Die zärtlichgrossen Seelen, die nimmer sind ;
Denn sie beweint, solange das Trauerjahr
Schon dauert, von den vor'gen Sternen
Taglich gemahnet, das Herz noch immer,
Und diese Todtenklage, sie ruht nicht aus.
Die Zeit doch heilt. Die Himmlischen sind jetzt stark,
Sind schnell. Nimmt denn nicht schon ihr altes
Freudiges Recht die Natur sich wieder ?
Sieh, eh noch unser Hügel, o Liebe, sinkt,
Geschiehts, und ja ! noch siehet mein sterblich Lied
Den Tag, der, Diotima ! nächst den
Göttern mit Helden dich nennt, und dir gleicht.

Johann Christian Friedrich Hölderlin

Der Tod

Er erschreckt uns,
Unser Retter der Tod. Sanft kommt er
Leis im Gewölke des Schlafs.
Aber er bleibt fürchterlich, und wir sehn nur
Nieder ins Grab, ob er gleich uns zur Vollendung
Führt aus Hüllen der Nacht hinüber
In der Erkenntnisse Land.

Johann Christian Friedrich Hölderlin

এখনো ধেয়াও নাকি তোমারই স্পন্দিত বক্ষে
জেগেছিল তারা.
অর্থাৎ সে কৃতার্থেরা, এমনকি রৌরবেও যেই
বিশ্বস্তেরা একদিন অমলিন আনন্দ এনেছে,
মুক্ত যারা, দেবতা-প্রতিম, যারা নম্র মহাপ্রাণ,
যারা গত ;
কেননা বিলাপ প্রাণে থামে না যদ্যপি থাকে
বিলাপের হেতু,
প্রাচীন নক্ষত্র নিত্য যেই শোক অনির্বাণ রাখে
নিবৃত্তি জানে না কভু যে মৃতের শোক।
তবু কাল নিরাময় আনে। অমর্ত্যেরা
আরো বলিয়ান আজ, দ্রুত।
প্রকৃতির একি নয় চিরন্তন আনন্দিত স্বত্বে পুন দাবি ?
মাটিতে মাটির স্তূপ মেশার আগেই, প্রিয়তমা :
দেখ ভিন্ন কাল আসে, আমার নশ্বর গান সে-ও
দেখতে পায় সেই দিন, দিওতিমা, যেদিন তোমার
স্থান হোলো দেবতার বীরের পাশেই,
এবং যে দিন ঠিক তোমারই প্রতিমা।

নরেশ গুহ

মৃত্যু

সে আমাদের ভীত করে, মৃত্যু সে
মুক্তিদাতা আমাদের। আসে সে সুস্থির পায়ে
ঘুমের মেঘের 'পরে শান্ত পদক্ষেপে
সে কিন্তু সর্বদা ভয়ঙ্কর।
একমাত্র কবরের অভ্যন্তরে তাকাতে
আমাদের দৃষ্টির চালনা—
সে আমাদের করছে চালিত পূর্ণতার দিকে ; নাকি
রাত্রির তিমির হতে সুবিস্তৃত বুদ্ধির জগতে।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

Maria

Ich sehe dich in tausend Bildern,
Maria, lieblich ausgedrückt,
Doch keins von allen kann dich schildern,
Wie meine Seele dich erblickt.

Ich weiss nur, dass der Welt Getümmel
Seitdem mir wie ein Traum verweht,
Und ein unnennbar süsser Himmel
Mir ewig im Gemüte steht.

Novalis

Wenn ich ihn nur habe

Wenn ich ihn nur habe,
Wenn er mein nur ist,
Wenn mein Herz bis hin zum Grabe
Seine Treue nie vergisst,
Weiss ich nichts von Leide,
Fühle nichts als Andacht, Lieb' und Freude.

Wenn ich ihn nur habe,
Lass' ich alles gern,
Folg' an meinem Wanderstabe
Treugesinnt nur meinem Herrn,
Lasse still die andern
Breite, lichte, volle Strassen wandern.

মারিয়া

নিত্য তোমারে শত ছবি মাঝে লভি,
মারিয়া আমার চিত্রিত সুন্দর ;
পারেনি আঁকিতে তব রূপ কোন ছবি,
যে রূপে তোমারে হেরিছে পরাণ মোর।

জানি নিশ্চয় ধরণীর কোলাহল,
স্বপ্নের মতো চলে যায় দূর নভে,
মধুর স্বপ্ন অনন্ত অচপল
আমার হৃদয়ে অনন্ত কাল রবে।

সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শুধু আমার করিয়া লভিতাম যদি তারে

শুধু আমারি করিয়া লভিতাম যদি তারে,
শুধু সেই যদি হোত আমার প্রাণের ধন
তবে কবরের কোলে স্মরিত অন্ধকারে
প্রেমের নিষ্ঠা মোর হিয়া অনুক্ষণ।
দুঃখ কভুও আসিত না বুকে নামি
জীবন হইত প্রেম ও সুখ অনুগামী।

যদি শুধু মোর হইত সে দিনযামী
সব ছাড়িতাম খুশি মনে আমি তবে
মহা আনন্দে পথ চলিতাম আমি
আমার প্রভুর পিছু পিছু এই ভবে।
সব পথ ছেড়ে দিতাম অন্য সবে
উজ্জ্বল পথে যেতো আনন্দ রবে।

Wenn ich ihn nur habe,
Schlaf ich fröhlich ein ;
Ewig wird zu süsser Labe
Seines Herzens Flut mir sein,
Die mit sanftem Zwingen
Alles wird erweichen und durchdringen.

Wenn ich ihn nur habe,
Hab' ich auch die Welt ;
Selig wie ein Himmelsknabe,
Der der Jungfrau Schleier hält.
Hingesenkt im Schauen
Kann mir vor dem Irdischen nicht grauen.

Wo ich ihn nur habe,
Ist mein Vaterland ;
Und es fällt mir jede Gabe
Wie ein Erbteil in die Hand ;
Längst vermisste Brüder
Find' ich nun in seinen Jüngern wieder.

Novalis

Abendständchen.

Hör', es klagt die Flöte wieder
Und die kühlen Brunnen rauschen,
Golden weh'n die Töne nieder ;
Stille, stille, lass, uns lauschen !

Holdes Bitten, mild Verlangen,
Wie es süss zum Herzen spricht !
Durch die Nacht, die mich umfangen,
Blickt zu mir der Töne Licht.

Clemens Maria von Brentano

লভিতাম তারে যদি শুধু মোর তরে
ঘুমাতাম তবে পরম আরামে জানি
নিয়ত শান্তি দিতো মোরে প্রাণ ভরে
প্রেম উচ্ছল তাহার হৃদয় খানি।
কোমল শক্তি দিয়ে প্রিয় বার বার
আমার সকলি নিতো করি অধিকার।

যদি সে হইত শুধু মোর প্রিয়তম,
এ ধরণী তবে হোত মোর নিশ্চয়,
ধন্য হতাম স্বর্গ-ভৃত্য সম
নারীর ওড়না প্রান্ত যে ধরে রয়।
মুগ্ধ হতাম তার মুখপানে চেয়ে
ধরণীর ভীতি ফেলিত না বুক ছেয়ে।

যেখানে তাহারে পেতাম আমার করি
সেই ঠাঁই হোত আমার মাতৃভূমি
যা পেতাম আমি মোর দুই হাত ভরি
সেই উপহার পরাণ লইতো চুমি
বহু দিবসের হারানো ভ্রাতৃ সবে
প্রভুর শিষ্য মাঝে লভিতাম সবে।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সন্ধ্যায়

শোনো, বাঁশরী আবার করে বিলাপ
শীতল ঝর্নাগুলি কানাকানি করে :
সোনার গান হাওয়ায় যায় মিলিয়ে
সখিরে! কান পেতে শোনো চুপ ক'রে!

প্রেমের গান যেন মৃদু প্রার্থনা
কী-যে মধুর আলাপে হৃদয় ভবে :
যে রাত আমাকে জড়ায় আলিঙ্গনে
আহা! আলো তার শরীরে অঝোর ঝরে!

সে যে সুরের আলো, সখিরে! তার
রশ্মি আমার দিকে যে উপচে পড়ে।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

Wiegenlied

Singet leise, leise, leise,
Singt ein flüsternd Wiegenlied,
Von dem Monde lernt die Weise,
Der so still am Himmel zieht.

Singt ein Lied so süss gelinde,
Wie die Quellen auf den Kieseln,
Wie die Bienen um die Linde
Summen, murmeln, flüstern, rieseln.

Clemens Maria von Brentano

Abschied

O Täler weit, o Höhen,
O schöner, grüner Wald,
Du meiner Lust und Wehen
Andächt'ger Aufenthalt !
Da draussen, stets betrogen,
Saust die geschäft'ge Welt,
Schlag noch einmal die Bogen
Um mich, du grünes Zelt !

Wenn es beginnt zu tagen,
Die Erde dampft und blinkt,
Die Vögel lustig schlagen,
Dass dir dein Herz erklingt :
Da mag vergehn, verwehen
Das trübe Erdenleid,
Da sollst du auferstehen
In junger Herrlichkeit !

ঘুমপাড়ানী গান

গান গাও মৃদুকণ্ঠে, সহজ, মধুর,
অতি মৃদুকণ্ঠে একটি ঘুমপাড়ানী গান গাও,
প্রান্তের শিক্ষক চন্দ্র
সানন্দে আকাশে ভ্রাম্যমাণ।

গাও একটি সুমধুর শান্ত গান,
শিলাখণ্ডে তরঙ্গিত নির্ঝরের মতো,
লেবুগাছে চতুর্দিকে মৌমাছির মতো
গুঞ্জরিত, মর্মরিত, হিল্লোলিত, কলধ্বনিময়।

অরবিন্দ গুহ

বিদায়

হে উদার উপত্যকা, হে অগণ্য
নগ-রাজি, সুভগশ্যাম অরণ্যানী,
রহো আমার দুঃখসুখে প্রীত্যাপন্ন,
দুর্ভাবনায় সমাবৃত, জানি জানি!
বাইরে দূরে অহর্নিশি মোহাচ্ছন্ন
শশব্যস্ত পৃথিবীটার কি-হয়রানি!
আবার তোমার তোরণ গড়ো আমার জন্য,
ওরে শ্যামল শামিয়ানার ছাউনি খানি।

যখন থেকে দিন শুরু হয় ভোরবেলাতে,
মাটি থেকে ভাপ ওঠে আর ঝিলিক জ্বলে,
বিহগকুল গীতিকুঞ্জে যতোই মাতে,
দোহার হয়ে উত্তর দাও সুরের ছলে,
যায় ঘুচে যায় তোমার প্রবল শ্বাসাঘাতে
ত্রিতাপ যতো গ্লানি ছড়ায় ধরাতলে,
শেষে তুমি জাগবে আবার সুপ্রভাতে
বিবস্বন্ত যৌবনেরি পূর্বাচলে।

Da steht im Wald geschrieben
Ein stilles, ernstes Wort
Von rechtem Tun und Lieben,
Und was des Menschen Hort.
Ich habe treu gelesen
Die Worte, schlicht und wahr,
Und durch mein ganzes Wesen
Ward's unaussprechlich klar.

Bald werd' ich dich verlassen,
Fremd in der Fremde gehn,
Auf buntbewegten Gassen
Des Lebens Schauspiel sehn ;
Und mitten in dem Leben
Wird deines Ernsts Gewalt
Mich Einsamen erheben,
So wird mein Herz nicht alt.

Joseph von Eichendorff

Mondnacht

Es war, als hätt' der Himmel
Die Erde still geküsst,
Dass sie im Blütenschimmer
Von ihm nun träumen müsst'.

Die Luft ging durch die Felder,
Die Ähren wogten sacht,
Es rauschten leis die Wälder,
So sternklar war die Nacht.

Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.

Joseph von Eichendorff

মন ভুলানো বনবানী বন-বিতানে
লেখা আছে, শিখিয়ে দেয় কি মন্তরে
বাঁচতে, ভালোবাসতে হবে ঋজু প্রাণে,
মানব জমিন প্রকৃত কি রত্ন ধরে ।
পড়তে আমি পেরেছি সব যা ওখানে
ক্ষোদিত, ঐ সহজ সত্য, যত্ন ক'রে ;
যা-যা লেখা জলের মতো অভিজ্ঞানে
পরিব্যাপ্ত আমার সকল সত্তা ভ'রে ।

অবিলম্বে তবু তোমায় পিছে ফেলে
চলে যাবো অচিন বিজন পরবাসে,
চেয়ে দেখবো জাঁকজমকে হেসে খেলে
জীবন চলছে জনপথের কলোল্লাসে,
এবং আমার প্রৌঢ় সময় এসে গেলে
তোমার বিপুল বিভবে আর সমুদ্‌ভাসে
সেই নিরালায় ধরবো আমার হৃদয় মেলে
কাঁপবে না আর হৃদয় আমার জরার ত্রাসে ।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

শুক্লা রজনী

অম্বর যেন বিনম্র বৈভবে
চুমা দিয়েছিল দয়িতা ধরিত্রীকে,
ধরিত্রী তাই মঞ্জরী-গৌরবে
স্বপ্নে তাকেই দেখেছিলো অনিমিখে ।

ঝিরিঝিরি হাওয়া বহেছিলো মাঠে মাঠে,
স্থির চলোর্মি ফসলের কানে কানে,
বনমর্মর ছেয়ে ছিলো, সেই রাতে
নক্ষত্রের স্বচ্ছতা সবখানে ।

সত্তা আমার ব্যাপ্তপ্রসর ডানা
মেলে ধ'রে যেন দিয়েছিলো দূর পাড়ি ;
সমাহিত যত মহকুমা পরগণা
পার হয়ে বুঝি ফিরে আসছিল বাড়ী ।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

Todeslust

Bevor er in die blaue Flut gesunken,
Träumt noch der Schwan und singet todestrunken.
Die sommermüde Erde im Verblühen
Lässt all ihr Feuer in den Trauben glühen.

Die Sonne, Funken sprühend, im Versinken
Gibt noch einmal der Erde Glut zu trinken,
Bis, Stern auf Stern, die Trunkene zu umfangen,
Die wunderbare Nacht ist aufgegangen.

Joseph von Eichendorff

Du bist wie eine Blume

Du bist wie eine Blume,
So hold und schön und rein ;
Ich schau dich an, und Wehmut
Schleicht mir ins Herz hinein.

Mir ist, als ob ich die Hände
Aufs Haupt dir legen sollt,
Betend, dass Gott dich erhalte
So rein und schön und hold.

Heinrich Heine

Den König Wiswamitra

Den König Wiswamitra
Den treibts ohne Rast und Ruh,
Er will durch Kampf und Büssung
Erwerben Wasischtas Kuh.

O, König Wiswamitra,
O, welch ein Ochs bist du,
Dass du so viel kämpfest und büssest,
Und alles für eine Kuh !

Heinrich Heine

মৃত্যু উল্লাস

নিমগ্ন হবার আগে নীল জলস্রোতে
মরাল তবুও স্বপ্ন দেখে, গায় মরণরাগিণী।
শ্রান্ত বসুন্ধরা যায় গ্রীষ্মের উত্তাপে ঝরে যায়
শেষ রশ্মিকণা ঢালে স্বাদুতা দ্রাক্ষায়।

অস্তগামী সূর্য জ্যোতি বিকিরণ করি'
অন্তিম আভায় এই ধরিত্রীকে শুকায় আবার ;
সূর্যের বিদায়ে নামে তারকার ওপারে তারকা
অতঃপর দেখা দেয় নয়নসুভগ বিভাবরী।

মানস রায়চৌধুরী

তুমি একটি ফুলের মত মণি

তুমি একটি ফুলের মত মণি,
এমনই মিষ্টি, এমনই সুন্দর।
মুখের পানে তাকাই যখনি
ব্যথায় কেন কাঁদায় অন্তর !

শিরে তোমার হস্তদুটি রাখি
পড়ি এই আশিস মন্তর,
বিধি তোরে রাখুন চিরকাল
এমনই মিষ্টি এমনই সুন্দর !

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বামিত্র বিচিত্র এই লীলা

বিশ্বামিত্র বিচিত্র এই লীলা !
দিবারাত্রি আহার নিদ্রা ছেড়ে,
তপিস্যে আর লড়াই করে শেষে
বশিষ্ঠের গাইটা নিলে কেড়ে !

বিশ্বামিত্র তোমার মত গরু
দুটি এমন দেখিনি বিশ্বে !
নইলে একটি গাভী পাবার তরে
এত যুদ্ধ এত তপিস্যে !

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Sie sassen und tranken am Teetisch

Sie sassen und tranken am Teetisch
Und sprachen von Liebe viel.
Die Herren, die waren ästhetisch,
Die Damen von zartem Gefühl.

Die Liebe muss sein platonisch,
Der dürre Hofrat sprach.
Die Hofrätin lächelt ironisch,
Und dennoch seufzet sie : Ach !

Der Domherr öffnet den Mund weit :
Die Liebe sei nicht zu roh,
Sie schadet sonst der Gesundheit.
Das Fräulein lispelt : Wieso ?

Die Gräfin spricht wehmütig:
Die Liebe ist eine Passion !
Und präsentieret gütig
Die Tasse dem Herren Baron.

Am Tische war noch ein Plätzchen ;
Mein Liebchen, da hast du gefehlt.
Du hättest so hübsch, mein Schätzchen,
Von deiner Liebe erzählt.

Heinrich Heine

প্রেমের স্বরূপ

চায়ের টেবিলে বসি কয়জনে
প্রেমের বিষয়ে কহিছে কথা ;
পুরুষেরা বাকি বসি চুপচাপ,
মেয়েরা সকলে হাস্যরতা !

কহিলা জনেক জন-হিতৈষী
'সেই প্রেম—যাহা দহে না দেহ' !
পত্নী তাহার হাসি চাপিলেন,
তা'র চেয়ে বেশী জানে কি কেহ ?

ঘর করনার সামিল না হ'লে
প্রেম লঘুপাক কখনো নয়,—
অধ্যাপকের একথা শুনিয়া
'বুঝায়ে বলুন' ছাত্রী কয় !

হেন কালে কয় জমিদার-জায়া,
'প্রেম অসি-সম করাল ক্রূর' ।
স্বামীরে পেয়ালা আগাইয়া দিতে
গাল লাল হো'ল সেই বধূর ।

তুমি যে সেদিন ছিলে না সেথায়
চেয়ে' মোর পানে ভাবের ভরে,
দু'জনে নীরবে দিতাম বুঝায়ে
এত বকাবকি যাহার তরে !

মোহিতলাল মজুমদার

Du wirst in meinen Armen ruhn

Du wirst in meinen Armen ruhn !
Von Wonnen sonder Schranken
Erbebt und schwillt mein ganzes Herz
Bei diesem Zaubergedanken.

Du wirst in meinen Armen ruhn !
Ich spiele mit den schönen
Goldlocken ! Dein holdes Köpfchen wird
An meine Schulter lehnen.

Du wirst in meinen Armen ruhn !
Der Traum will Wahrheit werden,
Ich soll des Himmels höchste Lust
Hier schon geniessen auf Erden.

O, heilger Thomas ! Ich glaub es kaum !
Ich zweifle bis zur Stunde,
Wo ich den Finger legen kann
In meines Glückes Wunde.

Heinrich Heine

Im Grase

Süsse Ruh, süsser Taumel im Gras,
Von des Krautes Arom umhaucht,
Tiefe Flut, tief tief trunkne Flut,
Wenn die Wolk' am Azure verraucht,
Wenn aufs müde, schwimmende Haupt
Süsses Lachen gaukelt herab,
Liebe Stimme säuselt und träuft
Wie die Lindenblüt auf ein Grab.

অবিশ্বাসী

পাব আজ আমি তোমাকে আলিঙ্গনে !
সুখের উৎস, অবরোধ টুটে,
বারে বারে তাই বুকে নেচে উঠে,
তাই বিমোহন স্বপনের রঙ ধরেছে মনে।
সত্য পাবকি তোমাকে আলিঙ্গনে ?

পাব আমি আজ তোমাকে আলিঙ্গনে !
শিথিল কবরী সহসা বিরলে
ভরে দেবে মুঠি সোনার ফসলে ;
কাঁধে মাথা তুমি রাখিবে অবাধ সমর্পণে।
সত্য পাব কি তোমাকে আলিঙ্গনে ?

পাব আমি আজ তোমাকে আলিঙ্গনে !
বাস্তবে মিশে যাবে কল্পনা ;
পুরিবে অমিত মনস্কামনা ;
অমরা আসিবে নেমে মর্তের আকর্ষণে।
সত্য পাব কি তোমাকে আলিঙ্গনে ?

বলো বিধি তাকে পাব কি আলিঙ্গনে ?
ভাগ্যে তখনই বিশ্বাস হবে,
টমাসের মত, অঙ্গুলি যবে,
ইষ্ট ক্ষতের রহসে পশিবে পরম ক্ষণে।
মানিব তখন বাঁধা সে আলিঙ্গনে।

সুধীন্দ্র নাথ দত্ত

দীর্ঘ ঘাসের বুকে

সুদীর্ঘ ঘাসের বুকে মধুর বিরাম,—
মধুময় ভাবনা বিলাস ;
নিঃশ্বাস সুরভিত যত ওষধির
ঘিরেছে তোমাকে সর্বক্ষণ,
পুলকমত্ত গভীর একটি নির্ঝর,
গভীর গভীর নির্ঝর ;
নীল আকাশে তখন মেঘের বিলুপ্তি ;
তোমার ক্লান্ত বিঘূর্ণিত মাথার ওপর
মিষ্টি হাসির নর্তন ;
শোন প্রিয় কণ্ঠের গুঞ্জন ভেসে চলে
কোন সমাধির দিকে লেবুফুলের মত ;

Wenn im Busen die Toten dann,
Jede Leiche sich streckt und regt,
Leise, leise den Odem zieht,
Die geschlossne Wimper bewegt,
Tote Lieb', tote Lust, tote Zeit,
All die Schätze, im Schutt verwühlt,
Sich berühren mit schüchternem Klang
Gleich den Glöckchen, vom Winde umspielt—

Stunden, flüchtiger ihr als der Kuss
Eines Strahls auf den trauernden See,
Als des ziehenden Vogels Lied,
Das mir niederperlt aus der Höh',
Als des schillernden Käfers Blitz,
Wenn den Sonnenpfad er durcheilt,
Als der heisse Druck einer Hand,
Die zum letzten Male verweilt.

Dennoch, Himmel, immer mir nur
Dieses eine : nur für das Lied
Jedes freien Vogels im Blau
Eine Seele, die mit ihm zieht,
Nur für jeden kärglichen Strahl
Meinen farbigschillernden Saum,
Jeder warmen Hand meinen Druck,
Und für jedes Glück einen Traum.

Annette von Droste-Hülshoff

Tag und Nacht

Schlank und schön ein Mohrenknabe
Bringt in himmelblauer Schürze
Manche wundersame Gabe
Kühlen Duft und süsse Würze.
Wenn die Abendlüfte wehen,
Naht er sachte, kaum gesehen,
Hat ein Harfenspiel zur Hand.

তখন
তোমার বুকে যে মৃতের বাস,
প্রতিটি শব বিস্তারিত হয় ;
ধীরে ধীরে নড়ে তারা, নিঃশ্বাস নেয়,
মুদিত অক্ষিপল্লব কম্পিত করে,
মৃত প্রেম, মৃত সুখ, মৃত কাল,
সমস্ত ঐশ্বর্য ভাঙা পাথরের তলায়
দ্বিধাজড়িত সুরে পরস্পরকে ছুঁয়ে যায়,
খেয়ালী বাতাসে যেন ঘুঙুর বাজায়।

সময়, তুমি অনেক দ্রুতগামী
বিষণ্ণ হ্রদের জলে সূর্যরশ্মির চুম্বনের চেয়ে :
দ্রুতগামী তুমি পথিক পাখীর ডাকের চেয়ে,
সেই ডাক মুক্তাধারার মত আমার কাছে আসে :
রৌদ্রতপ্ত পথে ক্ষিপ্র ধাবমান বোলতার চমকানি—
তার চেয়ে চঞ্চল তুমি :
উষ্ণ স্পর্শ কোন হাতের,
শেষ বিদায়ের ক্ষণের বিলম্বিত ছন্দে,
তার চেয়েও তুমি দ্রুত ধাবমান।

হোক না কেন,
ঈশ্বর, আমাকে নিজের জন্য সর্বদা একটি মাত্র বস্তু দাও :
সুনীলে মুক্ত প্রতিটি পাখীর গানে সঙ্গী আত্মা :
তুচ্ছ প্রতিটি রশ্মিকণার প্রান্তে দাও আমার বিচিত্র রঙের রেখা ;
প্রতিটি সহৃদয় পাণির জন্যে দাও আমার হাতে পেষণ,
আর দাও প্রতিটি সুখে একটি স্বপ্ন।

বাণী রায়

দিন রাত্রি

আকাশ নীল পোশাক পরা
একটি দীর্ঘ দেহ সুন্দর মুর বালক
স্নিগ্ধ সুগন্ধি এবং সুমিষ্ট মসলার
বিস্ময়কর উপহার নিয়ে আসে।
যখন সান্ধ্য বাতাস বয়
সে অলক্ষিতে বীণা হাতে
আসে ধীর লঘু পায়ে।

Auch der Saiten sanftes Tönen
Kann man nächtlich lauschend hören ;
Doch scheint alles seiner Schönen,
Ungetreuen, zu gehören ;
Und er wandelt, bis am Haine,
Bis am See und Wiesenraine,
Er die Spur der Liebsten fand.

Wohl ein Lächeln mag sich leise
Dann ins ernste Antlitz neigen,
Weisse Zähne, glänzend weisse,
Sich wie Sternenlichter zeigen.
Doch ihn fasst ein reizend Bangen,
Kommt von ferne sie gegangen,
Und er sucht sein dunkles Haus.

Liebchen tritt von Bergeshohen
In das Tal : da wird es Freude !
Wald und Flur wie neu erstehen
Vor dem Kind im Rosenkleide ;
Alles drängt sich nach der Süssen,
Alt und jung will sie begrüssen,
Nur der Knabe bleibet aus.

Und doch ist ein tiefes Ahnen
Von dem Fremdling ihr geblieben ;
Wie ein Traum will sie's gemahnen
An ein früh gehegtes Lieben.
Glänzen dann auf allen Wegen
Schmuck und Perlen ihr entgegen,
Denkt sie wohl, wer es gebracht.

প্রতিরাত্রে সবাই শুনতে পায়
সেই বীণাযন্ত্রের ধ্বনি ;
তবে সে সঙ্গীতের উদ্দিষ্টা
যেন তার সেই বিশ্বাসঘাতিকা প্রণয়িনী।
ঝোপে ঝাড়ে প্রেমিকার পদচিহ্ন
খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত
সে এগিয়ে চলে সমুদ্রের দিকে,
পেরিয়ে যায় দিগন্তপ্রসারী মাঠ।

ধীরে ধীরে তার গম্ভীর মুখে
ফুটে ওঠে মৃদু মৃদু হাসি,
তার ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলি
তারার আলোর মত জ্বলতে থাকে।
কিন্তু যখন সে নারী দূর থেকে আসে
একটা মধুর ভয় তাকে আচ্ছন্ন করে তোলে
এবং সে খুঁজতে থাকে নির্জন অন্ধকার কোন স্থান।

পাহাড়চূড়া থেকে উপত্যকায় নেমে আসে প্রেমিকা,
এবার নিশ্চয় সুখের সন্ধান মিলবে।
গোলাপী পোশাকপরা শিশুর সম্মুখে
বন আর মাঠ নতুন রূপে দেখা দেয় :
কোন এক মাধুর্য যেন সকলেরই অভিপ্রেত,
একমাত্র সেই বালকটি ছাড়া
যুবা-বৃদ্ধ সবাই চায় তাকে অভিনন্দন জানাতে।

তবু সেই অপরিচিতের জন্য গভীর কামনা
থাকে সেই মেয়েটির মনে ;
স্বপ্নের মতই তার মনে রইবে
প্রথম জীবনের বাঞ্ছিত প্রণয়।
সারাপথ আলো করে তাকে ঘিরে ধরে
মণিমুক্তা ও রত্নের সম্ভার
আর সে অবাক হয়ে ভাবে ওগুলো কে এনেছে।

Schnell den Schleier vorgezogen,
Steht das Töchterchen in Tränen,
Und der Mutter Friedensbogen
Neigt sich tauend ihrem Sehnen ;
Erd' und Himmel haben Frieden,
Aber ach, sie sind geschieden,
Sind getrennt wie Tag und Nacht.

Eduard Mörike

Um Mitternacht

Gelassen stieg die Nacht ans Land,
Lehnt träumend an der Berge Wand ;
Ihr Auge sieht die goldne Waage nun
Der Zeit in gleichen Schalen stille ruhn.
Und kecker rauschen die Quellen hervor,
Sie singen der Mutter, der Nacht, ins Ohr
Vom Tage,
Vom heute gewesenen Tage.

Das uralt alte Schlummerlied—
Sie achtet's nicht, sie ist es müd' ;
Ihr klingt des Himmels Bläue süsser noch,
Der flücht'gen Stunden gleichgeschwung'nes Joch.
Doch immer behalten die Quellen das Wort,
Es singen die Wasser im Schlafe noch fort
Vom Tage,
Vom heute gewesenen Tage.

Eduard Mörike

দ্রুত হাতে অবগুণ্ঠন খুলে
চোখের জলে ভাসতে থাকে মেয়েটি
এবং মাতৃহৃদয়ের অনুভূতি
কামনা সইবার সাহস দেয় তাকে :
মাটি এবং স্বর্গের শান্তি ফিরে আসে
কিন্তু হায়, আবার তাদের বিচ্ছেদ নেমে আসে,
তারা হয়ে যায় দিন ও রাত্রির মত স্বতন্ত্র।

গোপাল ভৌমিক

মধ্যরাত্রে

শান্ত রাত্রি জমেছিল পৃথিবীর 'পরে,
পাহাড়ী দেয়ালে সে যে ছিল এলায়িত স্বপ্নাতুর :
তার চোখ দেখতে পায় সময়ের সোনালী ওজন
সমান পাল্লায় ধীর, স্থির হয়ে আছে।
এবং ঝর্নার ধারা ঝরঝর শব্দের মধ্যে বেগে বাইরে আসে
তারা সব গান গায় মায়ের মতন ঐ রাত্রিটার কানে কানে
দিনের বিষয়ে,
যে-দিন অদ্যই গত আয়ু।

পুরাতন পূজ্যপাদ সেই ঘুমপাড়ানিয়া গান—
সে ত মোটে শোনে নাকো, তাতে শুধু ক্লান্তি আসে তার ;
আকাশের নীল তার কানে বাজে এখনো মধুর,
সমান বঙ্কিম ঐ ধাবমান সময়ের একটি জোয়াল।
সর্বদা ঝর্নারা তবু ভাষাটুকু বজায় রেখেছে,
ঘুমের মধ্যেও তারা গান গায় দিনের বিষয়ে
যে-দিন অদ্যই গত-আয়ু।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

Denk' es, o Seele

Ein Tännlein grünet wo,
Wer weiss, im Walde,
Ein Rosenstrauch, wer sagt,
In welchem Garten ?
Sie sind erlesen schon—
Denk' es, o Seele !—
Auf deinem Grab zu wurzeln
Und zu wachsen.

Zwei schwarze Rösslein weiden
Auf der Wiese,
Sie kehren heim zur Stadt
In muntern Sprüngen.
Sie werden schrittweis gehn
Mit deiner Leiche,
Vielleicht, vielleicht noch eh'
An ihren Hufen
Das Eisen los wird,
Das ich blitzen sehe.

Eduard Mörike

Der römische Brunnen

Aufsteigt der Strahl und fallend giesst
Er voll der Marmorschale Rund,
Die, sich verschleiernd, überfliesst
In einer zweiten Schale Grund ;
Die zweite gibt, sie wird zu reich,
Der dritten wallend ihre Flut,
Und jede nimmt und gibt zugleich
Und strömt und ruht.

Conrad Ferdinand Meyer

ভেবে ছাখো, হে হৃদয়

ফারবৃক্ষশিশু এক বর্ধিষ্ণু কোথাও,
কে জানে, ঐ অরণ্যে কোথায়,
একটি গোলাপগুল্ম, কে বলেছে,
সে কোন্ উদ্যানে ?
ইতিপূর্বে নির্বাচিত তারা—
ভেবে ছাখো হে হৃদয় তুমি !—
তোমার কবর 'পরে শিকড় প্রসার করো
আর বেড়ে ওঠো।

দুটি কালো ঘোড়ার শাবক
তৃণক্ষেত্রে চরে,
তারা ফিরে আসে ঘরে এই ত নগরে
সানন্দ কদমে।
তারা যাবে চলে পা ফেলে পা ফেলে
তোমার শবের পাশে পাশে,
হয় ত, হয় ত যাবে
তাদের পায়ের ক্ষুর থেকে
সেই লৌহ খুলে পড়ে যাওয়ার আগেই,
যেগুলি দেখেছি আমি উজ্জ্বল, প্রোজ্জ্বল।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

রোমের ফোয়ারা

ঊর্ধ্বে উঠেই নীচে নামে ও-ফোয়ারা,
ভরে দেয় গোল মর্মর-জলাধার ;
প্রথম আধার থেকে সেই বারিধারা
দ্বিতীয় আধারে দ্রুত নেমে আসে। আর
দ্বিতীয় আধার ভরলে সে-জল গিয়ে
তৃতীয় আধারে নামে। এক. দুই, তিন—
মিলিত লীলায় জল দিয়ে জল নিয়ে
বিশ্রামভরে ওরা বহে সারাদিন।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

Unruhige Nacht

Heut ward mir bis zum jungen Tag
Der Schlummer abgebrochen,
Im Herzen ging es Schlag auf Schlag
Mit Hämmern und mit Pochen.

Als trieb sich eine Bubenschar
Wild um in beiden Kammern,
Gewährt hat, bis es Morgen war,
Das Klopfen und das Hammern.

Nun weist es sich bei Tagesschein,
Was drin geschafft die Rangen :
Sie haben mir im Herzensschrein
Dein Bildnis aufgehangen !

Conrad Ferdinand Meyer

Ecce Homo

Ja ! Ich weiss, woher ich stamme !
Ungesättigt gleich der Flamme
Glühe und verzehr' ich mich.
Licht wird alles, was ich fasse,
Kohle alles, was ich lasse.
Flamme bin ich sicherlich !

Friedrich Nietzsche

Das trunkene Lied

O Mensch ! Gib acht !
Was spricht die tiefe Mitternacht ?
"Ich schlief, ich schlief—
Aus tiefem Traum bin ich erwacht :—
Die Welt ist tief,
Und tiefer als der Tag gedacht.

অস্থির যামিনী

আলো ফুটবার আগে অবধি
ছিলাম আমি ছিন্ন ঘুমে
হৃদয় মম শব্দময় শব্দময়
আন্দোলিত যেন হাতুড়ি পড়ে।

যেন বহুল শাসনহীন বালকদল
দুই ঘরের ভিতরে ছোটে মত্ত
উষার আগে অবধি চলেছিল এবম্বিধ
হাতুড়ি যেন তুমুল ওঠাপড়া।

এখন এই প্রখর দিবালোকে
সবাই হেবে, কি রেখে গেছে কিশোরদল—
তারা তোমার প্রতিবিম্ব পেরেকে গেঁথে
প্রলম্বিত করেছে মম হৃদয় মন্দিরে।

মানস রায়চৌধুরী

এক্কে হোমো

জানি, আমি জানি, কোথায় উৎস মম!
আমি লেলিহান অগ্নিশিখার সম,
তারই মত আমি আত্মদাহনকামী যে।
আমি যাকে ছুঁই, জ্বলে সে তখনি। আর
যা-কিছুকে ছাড়ি, পড়ে থাকে অঙ্গার।
তৃপ্তিবিহীন, আগুনের শিখা আমি যে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

মত্ততার গান

শোনো হে মানব, শোনো সন্তর্পণে।
কী কথা নিশীথে কয়ে গেল কানে কানে?
'সুপ্ত ছিলাম, ছিলাম সুপ্ত বড়ো,
স্বপ্ন গহন থেকে অভ্যুত্থানে
দেখি এ ভুবন গহন, গহনতর—
পরিমাপ তার দিবস কতো-বা জানে!

Tief ist ihr Weh—,
Lust—tiefer noch als Herzeleid !
Weh spricht : Vergeh !
Doch alle Lust will Ewigkeit—,
Will tiefe, tiefe Ewigkeit."

Friedrich Nietzsche

Die stille Stadt

Liegt eine Stadt im Tale,
Ein blasser Tag vergeht ;
Es wird nicht lange dauern mehr,
Bis weder Mond noch Sterne,
Nur Nacht am Himmel steht.

Von allen Bergen drücken
Nebel auf die Stadt ;
Es dringt kein Dach, nicht Hof noch Haus,
Kein Laut aus ihrem Rauch heraus,
Kaum Türme noch und Brücken.

Doch als den Wanderer graute,
Da ging ein Lichtlein auf dem Grund ;
Und durch den Rauch und Nebel
Begann ein leiser Lobgesang
Aus Kindermund.

Richard Dehmel

Manche Nacht

Wenn die Felder sich verdunkeln,
Fühl ich, wird mein Auge heller ;
Schon versucht ein Stern zu funkeln,
Und die Grillen wispern schneller.

ব্যথা ছিলো গাঢ় বটে—
তবু আনন্দ কতো গাঢ়তর ব্যথার প্রেক্ষাপটে!
বেদনা তো বলে ঃ যাও সরে, যাও সরে!
কিন্তু সকল আনন্দ শুধু খোজে যে অনন্তরে,
খুঁজে ফেরে দূর, সুদূর অনন্তরে।'

শঙ্খ ঘোষ

মৌন সহর

উপত্যকার মাঝখানে একটি সহর
একটি বিবর্ণ দিন যায়;
আর হবে না দেরী,
এখন চাঁদ কিংবা নক্ষত্র কিছুই নেই
আকাশ ভরা শুধু ছড়ানো এক রাত্রি।

সমস্ত পাহাড়গুলো থেকে
কুয়াশার চাপ পড়েছে সহরে
কোনো ছাদ, কোন উঠোন, কোনো বাড়ি
কোনো শব্দও একে ভেদ করতে পারছে না।
মিনার চূড়া এবং সেতুগুলোও না!

তবু ভবঘুরে যখন এলো,
একটি ক্ষুদ্র আলোকশিখা জ্বলে উঠলো ঘুলঘুলিতে
এবং সেই কুয়াশার ভিতর থেকে
শুরু হলো নরম সুরের এক প্রার্থনার গান
শিশুর মুখ থেকে।

কৃষ্ণ ধর

একদিন রাত্রে

অন্ধকারে মুড়ি দিয়ে থাকে যখন মাঠ
মনে হয় আমার চোখ দুটো কী উজ্জ্বলতর,
ঝিকিমিকি উঁকি দিতে চায় একটি তারা
দ্রুততালে শোনা যায় ঝিঁঝিঁদের ডাক।

Jeder Laut wird bilderreicher,
Das Gewohnte sonderbarer,
Hinterm Wald der Himmel bleicher,
Jeder Wipfel hebt sich klarer.

Und du merkst es nicht im Schreiten,
Wie das Licht verhundertfältigt
Sich entringt den Dunkelheiten.
Plötzlich stehst du überwältigt.

Richard Dehmel

Vogelschau

Weisse schwalben sah ich fliegen.
Schwalben schnee-und silberweiss.
Sah sie sich im Winde wiegen.
In dem Winde hell und heiss.

Bunte häher sah ich hüpfen,
Papagei und kolibri
Durch die wunderbäume schlüpfen
In dem Wald der tusferi.

Grosse Raben sah ich flattern.
Dohlen schwarz und dunkelgrau
Nah am Grunde über nattern
Im verzauberten Gehau.

Schwalben seh ich wieder fliegen.
Schnee-und silberweisse schar.
Wie sie sich im winde wiegen
In dem winde kalt und klar !

Stefan George

প্রতিটি শব্দ মনে হয় মধুরতর
স্বাভাবিকতা যেন আরও বিরল,
অরণ্যের পেছনে বিষণ্ণতর আকাশ
প্রতিটি বৃক্ষচূড়া কী স্পষ্ট সরল !

কিন্তু তুমি দেখো না কী জোর পা ফেলে
শতগুণ উজ্জ্বল আলোককে
অকস্মাৎ অন্ধকার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে
এবং হঠাৎ বিহ্বল করে দেয় তোমাকে।

কৃষ্ণ ধর

বিহঙ্গদর্শন

দেখেছি উড্ডীন আর সাদা সাদা চাতকের দল।
তুহিন-সুশুভ্র আর রৌপ্যবর্ণ চাতকের দল।
বাতাসের টলোমলো দোলায় সে দোলে।
সে বাতাস লঘু আর উত্তাপ বিহ্বল।

তুস্‌ফেরি অরণ্যের লোকাষ্ট শাখায়
কাঠঠোক্‌রার পায়ে নাচনের সুর,
বহুবর্ণে ঝলোমলো সেই পাখী, আর
লাল তোতা, দেখেছি যে বিহঙ্গের সার।

দেখেছি বৃহৎ ঝাঁক পাখনা নাচায়।
কালো আর ভুষোরঙা বায়স অনেক,
গুল্মবীথিকার পাশে কত নীচে ওড়ে,
মায়াবী মাটির বুকে দেখেছি ছায়ায়।

আবার চাতক দেখি, উড্ডীন আবার।
তুহিন-সুশুভ্র আর রৌপ্যবর্ণ চাতকের দল ;
দেখি যে ডুবন্ত তারা বাতাসী দোলায়,
সে বাতাস স্বচ্ছ শুভ্র এবং শীতল।

বাণী রায়

Der hügel wo wir wandeln liegt im schatten

Der hügel wo wir wandeln liegt im schatten.
Indes der drüben noch im lichte webt
Der mond auf seinen zarten grünen matten
Nur erst als kleine weisse wolke schwebt.

Die strassen weithin-deutend werden blasser.
Den wandrern bietet ein gelispel halt.
Ist es vom berg ein unsichtbares wasser
Ist es ein vogel der sein schlaflied lallt ?

Der dunkelfalter zwei die sich verfrühten
Verfolgen sich von halm zu halm im scherz...
Der rain bereitet aus gesträuch und blüten
Den duft des abends für gedämpften schmerz.

Stefan George

Der Lattenzaun

Es war einmal ein Lattenzaun,
Mit Zwischenraum, hindurchzuschaun.
Ein Architekt, der dieses sah,
Stand eines Abends plötzlich da -
Und nahm den Zwischenraum heraus
Und baute draus ein grosses Haus.
Der Zaun indessen stand ganz dumm,
Mit Latten ohne was herum,
Ein Anblick grässlich und gemein.
Drum zog ihn der Senat auch ein.
Der Architekt jedoch entfloh
Nach Afri - od - Ameriko.

Christian Morgenst

যে পাহাড়ে বেড়াই আমরা

যে-পাহাড়ে বেড়াই আমরা অবস্থান করে সে ছায়ায়।
ইতিমধ্যে ওদিকে ও পাহাড় এখনো আছে আলোবিজড়িত
চাঁদ তার নরম সবুজ তৃণভূমিদের গায়
অধুনা কেবলমাত্র ছোট সাদা মেঘে আলম্বিত।

দূরলক্ষ্য পথগুলি আবছা হয়ে যায়।
একটি ফিসফিস শব্দে পথিকেরা থামে।
এটা কি অদৃশ্য জল পাহাড়ের মধ্য থেকে নামে
এটা কি একটি পাখি সুর করে ঘুমপাড়ানিয়া গান গায় ?

অকালে বেরিয়ে আসে একজোড়া কালো প্রজাপতি
খেলাচ্ছলে পরস্পর পশ্চাদ্ধাবনরত এক শীষ থেকে অন্য শীষে···
বেড়াটা প্রস্তুত করে ফুল তার ঝোপঝাড় থেকে
প্রশান্ত দুঃখের জন্যে সন্ধ্যার সুরভি।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

বেড়া

মধ্যের শূন্যস্থানটা ঘেরা ছিল খুঁটির বেড়ায়।
আর খুঁটিগুলির দূরত্ব ছিল বড় বেশী,
এত বেশী যে তুমি তার মধ্যে দিয়ে
দেখতে পাবে পরিষ্কার।
এক স্থপতি লক্ষ্য করেছিল এটি,
এক বিকেলে এসে সে হঠাৎ ঐ শূন্যস্থানটা ফেললে ভরিয়ে।
খুব বড় একটা বাড়ী তৈরী করলো সে।
বেড়া কেমন নিষ্প্রভ ঠেকলো,
কেমন যেন বেমানান,
বাইরের চারিদিকে তার কিছু নেই
কেমন রুক্ষ দৃশ্য ঃ
গ্রামের লোকাল বোর্ড তুলে নিয়ে গেল সেই বেড়া।
আর সেই স্থপতি ?
আফ্রিকা না হয় আমেরিকায় গিয়ে
পালিয়ে বাঁচলো সে।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

Der Seufzer

Ein Seufzer lief Schlittschuh auf nächtlichem Eis
Und träumte von Liebe und Freude.
Es war an dem Stadtwall, und schneeweiss
Glänzten die Stadtwallgebäude.

Der Seufzer dacht an ein Maidelein
Und blieb erglühend stehn.
Da schmolz die Eisbahn unter ihm ein-
Und er sank-und ward nimmer gesehen.

Christian Morgenstern

Manche freilich

Manche freilich müssen drunten sterben,
Wo die schweren Ruder Schiffe streifen,
Andre wohnen bei dem Steuer droben,
Kennen Vogelflug und die Länder der Sterne.

Manche liegen immer mit schweren Gliedern
Bei den Wurzeln des verworrenen Lebens,
Andern sind die Stühle gerichtet
Bei den Sibyllen, den Königinnen,
Und da sitzen sie wie zu Hause,
Leichten Hauptes und leichter Hände.

Doch ein Schatten fällt von jenen Leben
In die anderen Leben hinüber,
Und die leichten sind an die schweren
Wie an Luft und Erde gebunden :

দীর্ঘশ্বাস

একটি দীর্ঘশ্বাস নিশীথে গড়িয়ে চলে বরফের উপর :
তাতে জড়ানো ভালবাসা আর সুখের স্বপ্ন।
সে দীর্ঘশ্বাস নগর প্রাচীরে এসে থামে :
প্রাচীরের-গায়ে লাগা বাড়ীখানা ঝকঝক করে,
যেন ধবল তুষার।

দীর্ঘশ্বাসে জড়ানো এক যুবতীর ভাষা
উৎসাহে তা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় :
বরফের স্তূপ গলে যায় তার তলায় —
ডুবে যায় সে চিরকালের অদৃশ্যতায়।

বিমলচন্দ্র দাশগুপ্ত

কিছু যথার্থ

যথার্থই, পৃথিবীতে কারো কারো মৃত্যু হয় গভীর অতলে
যেখানে ক্ষিপ্রগতি বহিত্র অস্থির আবেগে
আবর্তিত মুহুর্মুহু—সামুদ্রিক জাহাজের তলে।
কেউ-কেউ উর্ধ্বে থাকে—উচ্চশীর্ষ মাস্তুলের থেকে
হাল ধরে, তারা জানে উড়ন্ত পাখীর ঠিকানা
আর দূর নক্ষত্রের সাম্রাজ্যকে চেনে।

সমস্যাসঙ্কুল দীর্ণ জীবনের পাদপীঠ মূলে
শ্রান্ত অবসন্ন দেহ কেউ কেউ সুনিশ্চিত শায়িত যন্ত্রণা,
অন্যদিকে কারো কারো অভীপ্সীত উজ্জ্বল আসন
ভবিষ্য কথিকা আর সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে দুকূলে
কাঞ্চনে কুসুমে দীপ্র, সন্নিহিত সুখের কল্পনা
স্বভাবী সহজ মেনে সমাসীন—ধনী গ্রীবা মুগ্ধ বাহু; স্বচ্ছল জীবন।

তবু একটি ছায়া এসে ঐ সব জীবনের থেকে
এখানেও পড়ে—এই উজ্জ্বল—জীবনে বিবেকে,
এবং স্বচ্ছন্দ লঘু জীবনেরা ক্রমশঃই দুরূহ কঠিন
হয়ে ওঠে; উঠবেই জীবনের সহজ নিয়মে—
যেমন সন্নিবিষ্ট হাওয়া আর পৃথিবী প্রবীণ।

Ganz vergessener Völker Müdigkeiten
Kann ich nicht abtun von meinen Lidern,
Noch weghalten von der erschrockenen Seele
Stummes Niederfallen ferner Sterne.

Viele Geschicke weben neben dem meinen,
Durcheinander spielt sie alle das Dasein,
Und mein Teil ist mehr als dieses Lebens
Schlanke Flamme oder schmale Leier.

Hugo von Hofmannsthal

Reiselied

Wasser stürzt, uns zu verschlingen,
Rollt der Fels, uns zu erschlagen,
Kommen schon auf starken Schwingen
Vögel her, uns fortzutragen.

Aber unten liegt ein Land,
Früchte spiegelnd ohne Ende
In den alterslosen Seen.

Marmorstirn und Brunnenrand
Steigt aus blumigen Gelände,
Und die leichten Winde wehn.

Hugo von Hofmannsthal

Buddha

Als ob er horchte. Stille : eine Ferne......
Wir halten ein und hören sie nicht mehr.
Und er ist Stern. Und andre grosse Sterne,
Die wir nicht sehen, stehen um ihn her.

দৃশ্যের আড়ালে আমি মুছে ফেলতে পারি না তাদের
বিস্মৃত ধূসর যত মানুষের করুণ ক্লান্ততা,
ভয়ার্ত চকিত চিত্তে এখনো যে সেই সব দূর নক্ষত্রের
নীরব নিঃশব্দ মৃত্যু—তন্দ্রাহীন অতল স্পষ্টতা।

অনেকের ভাগ্য জানি আমার ভাগ্যের
সঙ্গে বিজড়িত এক টানা প'ড়েনের
অমোঘ নিয়মে, আহা অস্তিত্বের দায়
সবাইকে নিয়ে খেলে, বার বার বিক্ষিপ্ত ছিন্ন ইতস্ততঃ।
আগ্নেয় শিখার চেয়েও আমার এই দিব্য ভূমিকায়
আরো কিছু আছে,—এই স্বল্প জীবনের
ক্ষুদ্র বীণা এ আলোক বাজাতে সে পারে না নিয়ত।

নচিকেতা ভরদ্বাজ

অভিযাত্রীর গান।

প্রমত্ত জলরাশি ধাবমান আমাদের গ্রাস করে নিতে,
তীক্ষ্ণ চূড় পাহাড় ঢুলছে সমস্ত নিষ্পিষ্ট চূর্ণিত
করে দেবে, বলিষ্ঠ ডানার পাখী আমাদের ছিন্ন করে দিতে
পথাগ্রে হানা দেয় মুহুর্মুহু ভয়াল হিংস্র পাখসাটে।

কিন্তু আমাদের নীচে অন্য এক ভূগোল শায়িত
রয়েছে : যেখানে যৌবনবতী সরোবরে প্রতিবিম্বিত
পক্ক পরিপূর্ণ ফল অন্তহীন আলোর স্বরাটে।
স্ফটিকের উৎসধারা, প্রতিমূর্তি স্থিত সুরক্ষিত
নিত্য কুসুমিত কুঞ্জ ঘনচ্ছায়া তরুবীথিতলে,
এবং যেখানে মৃদু মর্মরিত হাওয়া বয়ে চলে।

নচিকেতা ভরদ্বাজ

বুদ্ধ

নীরবতা মাঝে যেন শুনিলেন কিছু বহু দূরে....
নিঃশ্বাস রুধিয়া রহি, তাঁর শোনা হয়ে গেছে শেষ।
তিনি তারা। তাঁরে ঘিরে তারকারা দাঁড়ায়ে সুদূরে,
দেখিতে পাই না মোরা. আমাদের নাহি শক্তিলেশ।

O er ist alles : Wirklich, warten wir,
Dass er uns sähe ? Sollte er bedürfen ?
Und wenn wir hier uns vor ihm niederwürfen,
Er bliebe tief und träge wie ein Tier.

Denn das, was uns zu seinen Füssen reisst,
Das kreist in ihm seit Millionen Jahren.
Er, der vergisst, was wir erfahren,
Und der erfährt, was uns verweist.

Rainer Maria Rilke

Der Panther

Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe
So müd geworden, dass er nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
Und hinter tausend Stäben keine Welt.

Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
Der sich im allerkleinsten Kreise dreht,
Ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
In der betäubt ein grosser Wille steht.

Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille
Sich lautlos auf—. Dann geht ein Bild hinein,
Geht durch der Glieder angespannte Stille —
Und hört im Herzen auf zu sein.

Rainer Maria Rilke

Herbsttag

HERR : es ist Zeit. Der Sommer war sehr gross.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
Und auf den Fluren lass die Winde los.

পূর্ণ তিনি : তিনি সব, তাঁর পাশে ফিরি আশা করে,
দেখিবেন আমাদেরে, কি দুরাশা ! প্রয়োজন নাহিকো তাঁহার,
যদি পদ-প্রান্তে লুটি জানাই প্রার্থনা বারবার,
তবুও রবেন বসি তিনি গভীরতা-অলসতা ভরে ।

তাঁহার চরণতলে আমাদের যাহা টেনে আনে,
ফিরিছে অন্তরে তাঁর সেই বস্তু লক্ষ বর্ষ ধরে,
আমাদের আশা ভয় ভুলে যান যে চিন্তার তরে,
আমাদের চিন্তা সরে তাঁর চিন্তা হতে পিছু পানে ।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিতাবাঘ

খাঁচার গরাদ দেখিতে দেখিতে প্রতিটি সকাল সাঁঝে
এমনি ক্লান্ত আঁখি দুটি তার, কিছু না ধরিতে পারে,
মনে হয় বুঝি সম্মুখে তার হাজার গরাদ রাজে,
নাইকো পৃথিবী, শুধু শূন্যতা গরাদের ঐ ধারে ।

পেশীময় তার জোরালো পায়ের হালকা চলন ভরে,
ঘুরপাক খায় চক্র আকারে কয়েদী সে চিতা বাঘ,
মনে হয় এক কেন্দ্রকে ঘিরে শক্তি নৃত্য করে,
যার মাঝে আছে বিরাট ইচ্ছা স্তম্ভিত নির্বাক ।

আঁখি-তারকার পর্দাটি কভু নীরবেতে যায় সরে,
ছবি একখানি সেই পথে করে অন্তরে অভিযান,
তাহার দেহের স্তব্ধতা মাঝে শক্তি বিরাজ করে,
সে দেহ পারায়ে অন্তরে পশে ছবি লভে নির্বাণ ।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শরতের দিন

সময় হয়েছে প্রভু ; গ্রীষ্ম ছিল ভারী ।
শঙ্কুপটে, ছুঁড়ে মারো নিজের ছায়াকে,
মাঠে ছেড়ে দাও হাওয়া খেলুক বেচারী ।

Befiehl den letzen Früchten voll zu sein ;
Gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
Dränge sie zur Vollendung hin und jage
Die letzte Süsse in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr,
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
Wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
Und wird in den Alleen hin und her
Unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Rainer Maria Rilke

Das Karussell

Mit einem Dach und seinem Schatten dreht
Sich eine kleine Weile der Bestand
Von bunten Pferden, alle aus dem Land,
Das lange zögert, eh es untergeht,
Zwar manche sind an Wagen angespannt.
Doch alle haben Mut in ihren Mienen ;
Ein böser roter Löwe geht mit ihnen
Und dann und wann ein weisser Elefant.

Sogar ein Hirsch ist da ganz wie im Wald,
Nur dass er einen Sattel trägt und darüber
Ein kleines blaues Mädchen festgeschnallt.
Und auf dem Löwen reitet weiss ein Junge
Und hält sich mit der kleinen heissen Hand,
Derweil der Löwe Zähne zeigt und Zunge.

. . .

Und dann und wann ein weisser Elefant.

আজ্ঞা করো, ফল পুষ্ট হোক তরুশাখে ;
আর মাত্র দুটো দিন রোদ রাখো পুষে ;
ব'লো, যেন পেকে ওরা হয় টুস্‌টুসে
পাঠায় মধুর তত্ত্ব গাঢ় মদিরাকে।

ঘর গড়া হবে না কো—যে আজো হা-ঘরে।
এখনও যে একা, তাকে থাকতে হবে 'বসে,
জাগবে, পড়বে বই, চিঠি লিখবে ক'ষে
অস্থির হৃদয়ে ঘুরবে এ-মোড়ে ও-মোড়ে
যে সময়ে শুক্‌নো পাতা পড়ে খসে' খসে'।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ঘুরন্ত দোলনা

এক ছাদের নীচে, ছাদেরই ছায়াতে
ক্ষণকালের জন্যে ঘুরতে থাকে
নানা রঙের ঘোড়া,—দেহাতী সব গুলোই,।
থেমে যাবার আগে তারা সকলেই ঘোরে—অনেকক্ষণ ঘোরে।
তাদের অনেককেই যদিও গাড়িতে জুতে দেওয়া হয়েছে,
তবু তাদের চেহারায় ফুটে আছে সাহসের চিহ্ন।
একটা বজ্জাত লাল সিংহও আছে তাদের মধ্যে।
আর মাঝে মাঝে ঘুরছে একটা সাদা হাতি।

এমন কি একটা রাঙা হরিণও আছে—ঠিক যেমন বনে থাকে
তফাৎ এইমাত্র যে,—তার পিঠে চেপে বসেছে
নীল পোষাক পরা ছোট একটি মেয়ে।
আর, একটি ছেলে বসে আছে এক সিংহের পিঠে
তার ছোট ছোট হাতের গরম মুঠিতে সিংহের পিঠ আঁকড়ে।
সিংহটা মেলে আছে তার দাঁত আর জিভ।

আর, কখনো বা ঘুরতে দেখা যাচ্ছে সেই সাদা হাতিটাকেও।

Und auf den Pferden kommen sie vorüber,
Auch Mädchen, helle, diesem Pferdesprunge
Fast schon entwachsen ; mitten in dem Schwunge
Schauen sie auf, irgendwohin, herüber—

Und dann und wann ein weisser Elefant.

Und das geht hin und eilt sich, dass es endet,
Und kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel.
Ein rot, ein grün, ein grau vorbeigesendet,
Ein kleines, kaum begonnenes Profil—
Und manchesmal ein Lächeln, hergewendet
Ein seliges, das blendet und verschwendet
An dieses atemlose blinde Spiel......

Rainer Maria Rilke

O sage, Dichter

O sage, Dichter, was du tust ?—Ich rühme.
Aber das Tödliche und Ungetüme,
Wie hältst du's aus, wie nimmst du's hin ?—Ich
rühme.

Aber das Namenlose, Anonyme,
Wie rufst du's, Dichter, dennoch an ?—Ich rühme.
Woher dein Recht, in jeglichem Kostüme,
In jeder Maske wahr zu sein ?—Ich rühme.
Und dass das Stille und das Ungestüme.
Wie Stern und Sturm dich kennen ? :—Weil ich
rühme.

Rainer Maria Rilke

ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরছে তারা।
সেই ঘোড়াদের তুলনায় একটু বেশী বড়ো হয়ে যাওয়া
মেয়েরাও ঘুরছে।
দোলনের মাঝে মাঝে থেকে থেকে
তারা তাকিয়ে দেখছে এদিকে ওদিকে।

আর তারই মাঝে মাঝে একটা সাদা হাতি।

শেষ হয়ে যাবার মুহূর্ত পর্যন্ত, জোরে,—আরো জোরে
লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে চলেছে
একটা লাল, একটা সবুজ, ধূসর একটা
ঘুরছে কেবলই।
পাশ থেকে দেখা তাদের মুখের সীমারেখা ছোটো, আর অস্পষ্ট।
কখনো বা একটি হাসিমুখ ফিরতে দেখা যায়।
এক হাসির ঝলকে চোখ ঝলসে দিয়ে অদৃশ্য হয়
এই অফুরন্ত লক্ষ্যহীন খেলায়।

হরপ্রসাদ মিত্র

কবি

হে কবি আমাদের বলো তুমি কি যে করো ?—আমি প্রশংসা করি।
কিন্তু মারাত্মক এবং দানবীয় সব ব্যাপার
কেমন করে সহ্য করো, কেমন করে মেনে নাও সে সব ?
আমি প্রশংসা করি।
কিন্তু এমন কি যা নামহীন, অজ্ঞাত,
তুমি কি কৌশলে ডাক দাও তাদের ?—আমি প্রশংসা করি।
কোন সে ক্ষমতা যা তোমায় প্রত্যেক ছদ্মবেশ,
প্রত্যেক মুখোশের নীচে খাঁটি রাখে ?—আমি প্রশংসা করি।
আর কেমন করে ঐ প্রশান্ত আর প্রচণ্ড
নক্ষত্র আর ঝড়ের মত পদার্থরা তোমায় আপন বলে চেনে ?—
কারণ আমি প্রশংসা করি।

হরপ্রসাদ মিত্র

Fall auf Dein Angesicht

In Flut und Wind das rege Raunen,
In Wald und Flur der Vogelruf
Sind nur ein stammelndes Erstaunen :
Welt staunt vorm Wunder, das sie schuf.

Und du, der lang in mancher Schule
Nach der verborgnen Weisheit rang,
Fall nieder, meng vor Gottes Stuhle
Dein Stammeln in den Lobgesang.

Rudolf Alexander Schröder

Sonett

Wenn du mit Feuern aus dem tiefen Kummer
Des einsamen Gedankens mich erwecktest
Und mir die Flammenhand entgegenrecktest,
Durch Blendung scheuchend meinen Seelenkummer,
Wenn du von jeder runden Himmelswarte
Mich stürmend suchtest mit verschiednen Winden,
Du würdest doch nicht jene Höhlung finden,
In die hinein Bedenken mich verscharrte.

Und sag, was hülf es, wenn zu mir dein Blick
Wenn mir von deiner Burg Befehle kämen ?
Ich hab mich unter jeglichem Geschick
Hinweggebückt. Und jeden Arm zu lähmen,
Taucht ich ins dumpfe Wasser, wenn er schlug.
Lebendiger, was hülf es ? Ich bin klug.

Rudolf Alexander Schröder

নম্র হয়ে বসো

আলোড়িত কলধ্বনি স্রোতে ও বাতাসে,
বিহঙ্গকাকলি বনে এবং প্রান্তরে,
এই সব বিপুল বিস্ময় ;
স্বরচিত এই বিস্ময়ের সামনে স্তব্ধ হয়ে আছে বসুন্ধরা।

আর তুমি, এতকাল যে খুঁজেছে
বিদ্যালয়ে সংগোপন জ্ঞান,
ঈশ্বরের সামনে নম্র হয়ে বসো
সবিনয়ে স্তবগান করো।

অরবিন্দ গুহ

সনেট

নির্জন চিন্তার ঘন শোক থেকে তুমি
ডেকে তুললে আমাকে, আর নই বিষাদে মলিন
তোমার আগ্নেয় হাত ক'রেছে স্বাধীন,
তোমার আগুনে আমি শমী।
আমার সন্ধানে তুমি হ'য়েছ তুফান,
কত মানমন্দিরে দিয়েছ পাহারা,
কিন্তু তবু, যেখানে প্রোথিত আছে আমার চিন্তারা
সে-গুহার পাওনি নিশান।

বলো তবে কেন আজ ডাকা
কী লাভ প্রাসাদ থেকে যদি আসে আহ্বান তোমার।
কোনোক্রমে এতোকাল কাটিয়েছি কপালের লেখা,
এবং পঙ্কিল স্রোতে কেটেছি সাঁতার,
দুহাত অবশ হোক পক্ষাঘাতে। যতক্ষণ আছে প্রাণ
কী হ'বে তোমার ডাকে কান দিয়ে ? আমি বুদ্ধিমান।

জ্যোতির্ময় দত্ত

Jugendflucht

Der müde Sommer senkt das Haupt
Und schaut sein falbes Bild im See.
Ich wandle müde und bestaubt
Im Schatten der Allee.

Durch Pappeln geht ein zager Wind.
Der Himmel hinter mir ist rot,
Und vor mir Abendängste sind
—Und Dämmerung—und Tod.

Ich wandle müde and bestaubt,
Und hinter mir bleibt zögernd stehn
Die Jugend, neigt das schöne Haupt
Und will nicht fürder mit mir gehn.

Hermann Hesse

Astern

Astern—schwälende Tage,
Alte Beschwörung, Bann,
Die Götter halten die Waage
Eine zögernde Stunde an.

Noch einmal, die goldenen Herden,
Der Himmel, das Licht, der Flor,
Was brütet das alte Werden
Unter den sterbenden Flügeln vor ?

Noch einmal das Ersehnte,
Den Rausch, der Rosen du—
Der Sommer stand und lehnte
Und sah den Schwalben zu,

যৌবন যায়

ক্লান্ত নিদাঘ, মাথাটা পড়েছে ঢলে' ;
ভাসা-ভাসা তার জলছবি ডোবা জুড়ে।
পথ বন্ধুর, ভয়াল ; শরীর টলে—
ছায়া ঢাকা বনবীথি সে অনেক দূরে।

একা দলছুট ভীরু হাওয়া যায় বয়ে'।
পিছনে আকাশ চোখ লাল ক'রে আছে
আলো পড়ে এলে ভরসন্ধ্যার ভয়ে
গুটি গুটি এসে মৃত্যু ঘেঁষবে কাছে।

পথ বন্ধুর, ভয়াল ; শরীর টলে—
ফিরে দেখি দূরে যৌবন হাত নেড়ে
বলে ঃ এসো। তার দুচোখই ভিজছে জলে
সে আজ আমাকে চিরতরে যায় ছেড়ে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

অ্যাস্টার

অ্যাস্টারগুলি স্যাঁৎসেঁতে দিন আনে,
মন্ত্র এবং পুরানো ডাইনি তন্ত্র ;
ঘণ্টাখানিক দেবতারা দ্বিধা মানে,
বন্ধ তাদের সকল তোল যন্ত্র।

আবার সোনার মেষপালগুলি ফেরে
স্বর্গ, আলোক এবং ফুলের হাসি ;
বয়সে প্রবীণ চিন্তা-জালের ঘেরে
পরে কি মরার মতন পাখার ফাঁসি ?

কামনা আবার গুঞ্জন তুলে আসে,
পাতা মর্মর, গোলাপ এবং তুমি,
গ্রীষ্ম দাঁড়ায় এলিয়ে শরীর বাতাসে
চেয়ে চেয়ে দেখে সোয়ালোর মৌসুমি।

Noch einmal ein Vermuten,
Wo längst Gewissheit wacht :
Die Schwalben streifen die Fluten
Und trinken Fahrt und Nacht.

Gottfried Benn

Ein Wort, ein Satz

Ein Wort, ein Satz :—aus Chiffern steigen
Erkanntes Leben, jäher Sinn,
Die Sonne steht, die Sphären schweigen
Und alles ballt sich zu ihm hin.

Ein Wort—, ein Glanz, ein Flug, ein Feuer,
Ein Flammenwurf, ein Sternenstrich—
Und wieder Dunkel, ungeheuer,
Im leeren Raum um Welt und Ich.

Gottfried Benn

Grodek

Am Abend tönen die herbstlichen Wälder
Von tödlichen Waffen, die goldnen Ebenen
Und blauen Seen, darüber die Sonne
Düster hinrollt ; umfängt die Nacht
Sterbende Krieger, die wilde Klage
Ihrer zerbrochenen Münder.

Doch stille sammelt im Weidengrund
Rotes Gewölk, darin ein zürnender Gott wohnt,
Das vergossne Blut sich, mondne Kühle ;
Alle Strassen münden in schwarze Verwesung.

ফিরে আসে মনে পুনরায় অনুমান
প্রতিশ্রুতির পাহারা যেখানে খাড়া ;
জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে সোয়ালোরা ভাসমান
পান করে রাত এবং পথের ধারা।

গোপাল ভৌমিক

একটি শব্দ, একটি বাক্যবন্ধ

একটি শব্দ, একটি বাক্যবন্ধ—শূন্যের মধ্য থেকে উঠে আসে
অনুভূত জীবন, আকস্মিক চেতনা,
সূর্য নিশ্চল, স্তব্ধ সকল বৃত্ত
কেবল সব কিছু এগিয়ে আসছে একটি শব্দের কেন্দ্রে।

একটি শব্দ—আলোর এক ঝলকানি, পাখা মেলা এক উৎক্রান্তি
এক আগুন,
আগুনের এক ঘোরানো শিখা ; ছিটকে বেরিয়ে আসা এক নক্ষত্র—
এবং অন্ধকার আবার, বিশাল আর দানবিক,
পৃথিবী আর আমার চার পাশের শূন্য প্রান্তরে।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রোডেক

সন্ধ্যাবেলা শরতের অরণ্যে দারুণ
অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা,
সোনালী প্রান্তর আর নীল হ্রদে ছায়া ফেলে ধীরে
অমঙ্গল সূর্য নামে পাটে ;
রাত্রি এসে মুমূর্ষু যোদ্ধাকে বুকে বাঁধে,
তাদের বিধ্বস্ত মুখে কী তীক্ষ্ণ বিলাপ।

কিন্তু ধীরে উইলো-বনে জমে এক আরক্তিম মেঘ,
ক্রুদ্ধ এক দেবতা সেখানে সমাসীন—
চারিদিকে রক্তস্রোত, চন্দ্রায়ত হিম ;
সব পথ কৃষ্ণ বর্ণ ধ্বংসে থেমে যায়।

Unter goldnem Gezweig der Nacht und Sternen
Es schwankt der Schwester Schatten durch den
schweigenden Hain,
Zu grüssen die Geister der Helden, die blutenden
Häupter ;
Und leise tönen im Rohr die dunklen Flöten des
Herbstes.

O stolzere Trauer ! ihr ehernen Altäre.
Die heisse Flamme des Geistes nährt heute ein
gewaltiger Schmerz,
Die ungebornen Enkel.

Georg Trakl

Ein Winterabend

Wenn der Schnee ans Fenster fällt,
Lang die Abendglocke läutet,
Vielen ist der Tisch bereitet
Und das Haus ist wohlbestellt.

Mancher auf der Wanderschaft
Kommt ans Tor auf dunklen Pfaden.
Golden blüht der Baum der Gnaden
Aus der Erde kühlem Saft.

Wanderer tritt still herein ;
Schmerz versteinerte die Schwelle.
Da erglänzt in reiner Helle
Auf dem Tische Brot und Wein.

Georg Trakl

রাত্রির সোনালী শাখা আর সেই নক্ষত্র আলোতে
আমার হৃদয়স্বসা ভগিনীর ছায়া
নীরব বনের বুকে ঘুরে ঘুরে খোঁজে
বীরের হৃদয় আর রক্তঝরা মাথা ;
ওদিকে শরের বনে বেজে ওঠে ধীরে
শরতের অন্ধকার বাঁশি ।

হে দৃপ্ত মহান শোক, হে উদ্ধত বেদী,
আত্মার অগ্নি যে আজ জ্বলে লেলিহান,
কী প্রচণ্ড যন্ত্রণার আহুতি সেখানে ঃ
অজাত সন্ততি ভবিষ্যের ।

মণীন্দ্র রায়

শীতের সন্ধ্যা

যখন ঝরে তুষার কণা জানালার ওপারে,
সন্ধ্যাগমে দীর্ঘ ঘণ্টা বাজে,
বহুজনের ভোজ্যে টেবিল সাজে,
এ গৃহ যেন সুদূর থেকে হৃদয়ে ডাকে সবারে ।

ভ্রাম্যমাণ পথের শেষে অন্ধকারে যারা
দাঁড়ায় এসে সদর দরোজাতে,
মাধুর্যের ফুলের মৌতাতে
পৃথিবী তার স্নিগ্ধতার পাঠায় যেন সাড়া ।

নীরবে এক পথিক এসে দাঁড়ায় সেই ঘরে,
পিছনে তার যন্ত্রণার শব ।
সামনে তবু দীপ্ত উৎসব—
টেবিল জুড়ে রুটি ও মদ সাজানো থরে থরে ।

মণীন্দ্র রায়

Abendländisches Lied

O der Seele nächtlicher Flügelschlag:
Hirten gingen wir einst an dämmernden Wäldern hin
Und es folgte das rote Wild, die grüne Blume und der lallende Quell
Demutsvoll. O, der uralte Ton des Heimchens,
Blut blühend am Opferstein
Und der Schrei des einsamen Vogels über der grünen Stille des Teichs.

O, ihr Kreuzzüge und glühende Martern
Des Fleisches, Fallen purpurner Früchte
Im Abendgarten, wo vor Zeiten die frommen Jünger gegangen,
Kriegsleute nun, erwachend aus Wunden und Sternenträumen.
O, das sanfte Zyanenbündel der Nacht.

O, ihr Zeiten der Stille und goldener Herbste,
Da wir friedliche Mönche die purpurne Traube gekeltert;
Und rings erglänzten Hügel und Wald.
O, ihr Jagden und Schlösser; Ruh des Abends,
Da in seiner Kammer der Mensch Gerechtes sann,
In stummem Gebet um Gottes lebendiges Haupt rang.

O, die bittere Stunde des Untergangs,
Da wir ein steinernes Antlitz in schwarzen Wassern beschaun.
Aber strahlend heben die silbernen Lider die Liebenden:
Ein Geschlecht. Weihrauch strömt von rosigen Kissen
Und der süsse Gesang der Auferstandenen.

Georg Trakl

প্রতীচ্য সঙ্গীত

হে রাত্রির বক্ষ জুড়ে অন্তরের পক্ষ-বিধূনন :
ঘনীভূত অন্ধকারে অরণ্যের ভিতরে, রাখাল,
আমরা গিয়েছি একদিন,
দেখেছি সুবর্ণ-মৃগ, হরিৎ কুসুম, আর আতিথেয় ঝর্নার উৎসার
'হে ঝিল্লীর আদি মন্ত্র, পাষাণ বেদীতে
মঞ্জরিত রক্ত, স্তব্ধ সবুজের বনসরসীতে
উড্ডীন পাখির তীক্ষ্ণ একাকী চিৎকার।

হে অগণ্য ধর্মযুদ্ধ জ্যোতিষ্মান দেহের যন্ত্রণা,
সন্ধ্যার বাগানে ঝরা আরক্তিম ফল,
সেখানে একদা পুণ্য শিষ্যবৃন্দ পদচারণায়
হেঁটে যেত, আর আজ মূর্ছিত ক্ষতের
নক্ষত্রেব স্বপ্ন ছিঁড়ে জাগে সৈন্যদল।
হে রাত্রির শস্যের মঞ্জরী।

হে নীরব স্তব্ধতার লগ্ন, ওগো সোনালী শরৎ,
যখন আমরা যতো শান্তিময় সন্ন্যাসীরা মিলে
সুপক্ক দ্রাক্ষার রস আহরণ করেছি, এবং
চতুর্দিকে সানুশৈল, বনরাজি হতো দ্যুতিময়।
হে মৃগয়া, রাজন্যপ্রাসাদ ;
সান্ধ্য শান্তি, যার কোলে মানুষেরা স্বকীয় আলয়ে
ন্যায়ের বিচার কিংবা ঈশ্বরের দিব্য আরাধনা
জানাত নীরব প্রাণায়ামে।

হে ধ্বংসের প্রচণ্ড প্রহর,
যখন আমরা দেখি কালো জলে প্রস্তরিত মুখ।
তবু ও বিকীর্ণ-আত্মা প্রেমিকেরা রুপোলী আধারে
ডালা খোলে : এ কার শরীর !
গোলাপী বালিশ থেকে সুগন্ধের আভা ভেসে আসে

এবং মধুর স্তব পুনরুত্থিতের।

মণীন্দ্র রায়

Der Krieg

Aufgestanden ist er, welcher lange schlief,
Aufgestanden unten aus Gewölben tief.
In der Dämmerung steht er, gross und unbekannt,
Und den Mond zerdrückt er in der schwarzen Hand.

In den Abendlärm der Städte fällt es weit.
Frost und Schatten einer fremden Dunkelheit.
Und der Märkte runder Wirbel stockt zu Eis.
Es wird still. Sie sehn sich um. Und keiner weiss.

In den Gassen fasst es ihre Schulter leicht.
Eine Frage. Keine Antwort. Ein Gesicht erbleicht.
In der Ferne zittert ein Geläute dünn,
Und die Bärte zittern um ihr spitzes Kinn.

Auf den Bergen hebt er schon zu tanzen an,
Und er schreit : Ihr Krieger alle, auf und an !
Und es schallet, wenn das schwarze Haupt er schwenkt
Drum von tausend Schädeln laute Kette hängt.

Einem Turm gleich tritt er aus die letzte Glut,
Wo der Tag flieht, sind die Ströme schon voll Blut.
Zahllos sind die Leichen schon im Schilf gestreckt,
Von des Todes starken Vögeln weiss bedeckt.

In die Nacht er jagt das Feuer querfeldein,
Einen roten Hund mit wilder Mäuler Schrein.
Aus dem Dunkel springt der Nächte schwarze Welt,
Von Vulkanen furchtbar ist ihr Rand erhellt.

যুদ্ধ

ছিলো দীর্ঘ সুপ্তিতলে, বহুদিন, যুগ যুগান্তর,
আজ উঠে দাঁড়াল সে ছেড়ে শূন্য অতল গহ্বর।
পরিব্যাপী, অগোচর, দাঁড়ায় সে গোধূলিছায়ায়,
দুই কৃষ্ণ করতলে চন্দ্রকলা চূর্ণ করে যায়।

মুছে যায় নগরীর সান্ধ্য কলতান চারিধারে
বিরূপ আঁধার থেকে ঝরে-পড়া ছায়ায়, তুষারে।
বিপণির ঘূর্ণ্যতাল চকিতে তুহিন। নীরবতা ;
পরস্পর মুখপানে তাকায়, বোঝে না কোনো কথা।

পাশের গলিতে যেন কে মৃদু রেখেছে কাঁধে হাত,
কী শুধায়। সব চুপ। কোন্ মুখে পাংশু বর্ণপাত।
কোথায় ঘণ্টার ক্ষীণ রিনিরিনি শিহরায় দূরে
তীক্ষ্ণ চিবুকের প্রান্তে ভয়ে যেন কাঁপায় শ্মশ্রুরে।

এদিকে তো সে উদ্দাম পাহাড়ে পাহাড়ে নৃত্যরত,
বিকট চিৎকার—'ওঠো, যোদ্ধদল, ধাও শক্র যতো'।
আর সে নিকষ মাথা যখন ঝাঁকায় ঝনঝন
সহস্র করোটি মালা ঘিরে তোলে সুতীব্র স্বনন।

সে যেন মিনার, মুছে নিয়ে যায় শেষতম জ্যোতি
যেথা দিন ধাবমান, শোণিতপ্রবাহে ভরে নদী,
আর অগণন দেহ পড়ে থাকে পরিত্যক্ত বনে—
মৃত্যুর বিশাল পাখি ঢাকে তারে শ্বেত-আস্তরণে।

নিশীথে সে গ্রামময় লেলিহান আগুনের শিখা,
লোহিত শ্বাপদ যেন, দারুণ মুখের বিভীষিকা।
অন্ধকার দীর্ণ করে ছুটে আসে রাত্রির ভুবন
প্রান্তে তার দাউ দাউ যেন অগ্নিগিরি-হুতাশন।

Und mit tausend hohen Zipfelmützen weit
Sind die finstren Ebnen flackend überstreut,
Und was unten auf den Strassen wimmelnd flieht,
Stösst er in die Feuerwälder, wo die Flamme brausend
zieht.

Und die Flammen fressen brennend Wald um Wald,
Gelbe Fledermäuse, zackig in das Laub gekrallt
Seine Stange haut er wie ein Kohlerknecht
In die Bäume, dass das Feuer brause recht.

Eine grosse Stadt versank in gelbem Rauch,
Warf sich lautlos in des Abgrunds Bauch.
Aber riesig über gluhnden Trümmern steht,
Der in wilde Himmel dreimal seine Fackel dreht.

Über sturmzerfetzter Wolken Widerschein,
In des toten Dunkels kalten Wüstenein,
Dass er mit dem Brande weit die Nacht verdorr,
Pech und Feuer träufet unten auf Gomorrh.

Georg Heym

Brüder

Es lag schon lang ein Toter vor unserm Drahtverhau,
Die Sonne auf ihn glühte, ihn kühlte Wind und Tau.

Ich sah ihm alle Tage in sein Gesicht hinein,
Und immer fühlt ich's fester: "Es muss mein
Bruder sein!"

Ich sah ihn alle Stunden, wie er so vor mir lag,
Und hörte seine Stimme aus frohem Friedenstag.

আর, সমতলে কীর্ণ কতো না শাণিত দীর্ঘাকার
কম্পমান শিরস্ত্রাণ। আন্দোলিত পথের দুধার
পলায়নে শঙ্কাতুর সবারে সে আচম্বিতে ধরে,
ছুঁড়ে ফেলে গর্জমান তরঙ্গিত শিখার ভিতরে।

আর শিখা জ্বলে যায় জীর্ণ করে বন-বনান্তর
পীতাভ বাদুড়গুলি লীন দগ্ধ পাতার উপর,
সে তার ঘূর্ণিত দণ্ডে ছিন্ন করে তরুশাখাদলে
যেন অবিরাম তীব্র তীব্রতর শিখা তার জ্বলে।

ধূসর ধূম্রের জালে বিরাট নগর গেল ভরে,
শব্দহীন আত্মাহুতি যেন কোন্ পাতাল-জঠরে।
জ্বলন্ত ধ্বংসের স্তূপ, উপরে সে অব্যাহত স্থির,
প্রত্যাহত জ্যোতির্ময় ঝঞ্ঝাছিন্ন মেঘ-মেঘালির

উপরে আকাশ মত্ত, মরু-হিম বিষম আঁধার,
সব দিকে ঘোরায় সে জ্বলন্ত মশাল তিনবার,
দাবদাহে শুষ্ক করে দিতে হবে রজনী-শীতল—
নষ্ট নগরীর বুকে ঢালে তাই গন্ধক, অনল।

শঙ্খ ঘোষ

ভাই

দেখিলাম মৃত দেহ পড়ে আছে পরিখার পারে,
বহুক্ষণ পূর্বে তার জীবন হয়েছে অবসান।

সূর্যালোকে শিরস্ত্রাণ ঝলসি উঠিল বারে বারে
নিশির আঁধারে দেহ হিমবায়ে শীতল পাষাণ।

সারাদিন একমনে মুখ তার দেখিবারে চাহি,
নিশ্চিত জানিনু মনে সে আমার আপনার ভাই।

রণশ্রান্ত সৈন্যদল ওঠে যবে শান্তিগীত গাহি,
সে আনন্দধ্বনি ছাপি তারই কণ্ঠ শুনিবারে পাই।

Oft in der Nacht ein Weinen, das aus dem Schlaf mich trieb :
"Mein Bruder, lieber Bruder, hast du mich nicht mehr lieb ?"

Bis ich, trotz aller Kugeln, zur Nacht mich ihm genaht
Und ihn geholt—begraben :—ein fremder Kamerad.

Es irrten meine Augen.—Mein Herz, du irrst dich nicht :
Es hat ein jeder Toter des Bruders Angesicht.

Heinrich Lersch

Rudern, Gespräche

Es ist Abend. Vorbei gleiten
Zwei Faltboote, darinnen
Zwei nackte junge Männer. Nebeneinander rudernd
Sprechen sie. Sprechend
Rudern sie nebeneinander.

Bertolt Brecht

Der Pflaumenbaum

Im Hofe steht ein Pflaumenbaum,
Der ist klein, man glaubt es kaum.
Er hat ein Gitter drum,
So tritt ihn keiner um.

Der Kleine kann nicht grösser wer'n.
Ja, grösser wer'n, das möcht er gern ;
's ist keine Red davon,
Er hat zu wenig Sonn.

নিশীথ স্বপন মাঝে কার স্বর বাজিল শ্রবণে,
কে কহে কাঁদিয়া যেন, "তুমিও ভুলিলে মোরে ভাই?"

নিদ্রা টুটি আচম্বিত বাহিরে দাঁড়ানু তার পাশে,
অপরিচিতের লাগি রচিলাম সমাধি যতনে।

সে শুধু চোখের ভুল, চিত্ত মোর ভুল করে নাই
হারানো ভায়ের মুখ প্রতি শবদেহে আজি হাসে।

হুমায়ুন কবীর

দাঁড়ী মাঝির কথা

সন্ধ্যায় চলে দু'খানা নৌকা পাশাপাশি দাঁড় ফেলে
দুই নৌকায় ন্যাংটা জোয়ান দুটো
খুব কাছাকাছি দাঁড় ফেলে আর কথা বলে
কথা বলে আর দাঁড় ফেলে খুব কাছাকাছি।

বিমলচন্দ্র দাশগুপ্ত

তালগাছ

বাগানে দাঁড়িয়েছিলো ছোট তালগাছ
এতো ছোট ভাবতে পারবে না।
যেহেতু রয়েছে বেড়া চারিদিক ঘিরে,
কেউ তাকে মাড়িয়ে যাবে না।

কোনদিন আরো বড়ো হবে না, যদিও
হ'তে চায় বড়ো হ'তে চায়;
কোন সম্ভাবনা নেই, সেই তালগাছ
এতো কম আলো কাছে পায়।

Den Pflaumenbaum glaubt man ihm kaum,
Weil er nie eine Pflaume hat.
Doch er ist ein Pflaumenbaum,
Man kennt es an dem Blatt.

Bertolt Brecht

Wo ich wohne

Als ich das Fenster öffnete,
Schwammen Fische ins Zimmer,
Heringe. Es schien
Eben ein Schwarm vorüberzuziehen.
Auch zwischen den Birnbäumen spielten sie.
Die meisten aber
Hielten sich noch im Wald.
Über den Schonungen und den Kiesgruben.

Sie sind lästig. Lästiger aber sind noch
Die Matrosen
(auch höhere Ränge, Steuerleute, Kapitäne),
Die vielfach ans offene Fenster kommen
Und um Feuer bitten für ihren schlechten Tabak.

Ich will ausziehen.

Günter Eich

Fall ab, Herz

Fall ab, Herz, vom Baum der Zeit,
Fallt, ihr Blätter, aus den erkalteten Ästen,
Die einst die Sonne umarmt.
Fallt, wie Tränen fallen aus dem geweiteten Aug.

Fliegt noch die Locke taglang im Wind
Um des Landgotts gebräunte Stirn,
Unter dem Hemd presst dieFaust
Schon die klaffende Wunde.

তাকে তালগাছ ভাবা খুব কষ্টকর
কোন ফল হয় নি কখনো।
যদিও সে তালগাছ-ই ব'লে দিতে পারো
পাতা তার দেখলে যে কোন।

আলোক সরকার

আমার ঘর

যখনই আমি জানলাগুলো খুলি
অমনি আসে হাজার মাছ, হেরিং কিংবা অন্য আরো অনেক
ঘরের মধ্যে, যেন হাওয়ায় উড়ো-কীটের ঝাঁক
জমাট বেঁধে উড়ে চলেছে অতীত কালের দিকে।
নাচের তালে ঘুরছে ওরা, নাশপাতির ঝোপে
এবং আরো অনেক দল লুকিয়ে আছে পথের গর্তখানায়
এবং শিশুসদনগুলির উপর তলার কাঠে।

ওরা বিষম বিরক্তিকর, কিন্তু আরো কটু দৃশ্য আছে,
ঐ যে ঐ নাবিকগুলি, (হোক না কিছু উপরওয়ালা জাতের
ক্যাপ্টেন বা ট্যাক্স কালেক্টর)
ওরা প্রায়ই এসে দাঁড়ায় আমার জানালায়
বিশ্রী তামাক জ্বালবে বলে চাইবে দেশলাই।

আমি এখান থেকে দূরে পালিয়ে যেতে চাই।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ঝরে যাও, হে হৃদয়

ঝরে যাও হে হৃদয় ঝরে যাও সময়ের বনস্পতি থেকে
ঝরে যাও পত্রদল, একদিন সূর্যকর কত আলিঙ্গন
দিয়েছিল, আজ সেই শাখাগুলি তুষারে বিস্মৃত
আয়ত চক্ষুর থেকে অশ্রুর বিন্দুর মতো, ঝরে যাও, যাও।

সারাদিন ধরে কাঁপে একটি চুলের গুচ্ছ স্থূল দেবতার
ব্রোঞ্জের ললাটে, তার ঘন আন্দোলন বায়ুবেগে
এখনো থামেনি, তবু পোষাকের নিচে
ইতিমধ্যে মুষ্ট্যাঘাত পড়েছে উন্মুক্ত ক্ষতমুখে।

Drum sei hart, wenn der zarte Rücken der Wolken
Sich dir einmal noch beugt.
Sei hart, wenn der Hymettos die Waben
Noch einmal dir füllt.

Denn wenig gilt dem Landmann ein Halm in der
Dürre,
Wenig ein Sommer vor unserem grossen Geschlecht.
Und was bezeugt schon dein Herz ?
Zwischen gestern und morgen schwingt es,
Lautlos und fremd,
Und was es schlägt,
Ist schon sein Fall aus der Zeit.

Ingeborg Bachmann

Die grosse Fracht

Die grosse Fracht des Sommers ist verladen,
Das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit,
Wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit,
Die grosse Fracht des Sommers ist verladen.

Das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit,
Und auf die Lippen der Gallionsfiguren
Tritt unverhüllt das Lächeln der Lemuren.
Das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit.

Wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit,
Kommt aus dem Westen der Befehl zu sinken ;
Doch offenen Augs wirst du im Licht ertrinken,
Wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit.

Ingeborg Bachmann

সুতরাং দৃঢ় হও, যদি বা আবার মেঘদল
ফেরায় কোমল পিঠ তোমাকে প্রেমের অভিনয়ে,
সুতরাং দৃঢ় হও, যদি পুনর্বার মধুক্রম
তোমাকে ভরায় প্রাণরসে।

কেন না একাকী কোন অঙ্কুর কি সফলতা পাবে?
যখন চৈত্রের খরা কৃষকের সাধ ব্যর্থ করে,
শুধু এক গ্রীষ্ম ঋতু কখনো কি পারে
গতিকে শাশ্বত করতে, চাতকের দলকে ছোটাতে?

এবং তোমার প্রাণ কোন কথা বলে?
দুই দিকে রেখে দুলছে যখন সে গতকাল এবং আগামী?
ওর ঐ শব্দহীন অদ্ভুত দোলানি
এখনি অমান্য করে প্রতিবার সময়ের থেকে ঝরে যায়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বিপুল গ্রীষ্মের মাল

বিপুল গ্রীষ্মের মাল হয়েছে বোঝাই
বন্দরে প্রস্তুত আছে সূর্যের জাহাজ;
তোমার পিছনে কাঁদে সমুদ্র সারস।
বিপুল গ্রীষ্মের মাল হয়েছে বোঝাই।

বন্দরে প্রস্তুত আছে সূর্যের জাহাজ
মরণের অনুচর বেতালের ঠোঁটে
হাসির আভাস বিকশিত।
বন্দরে প্রস্তুত আছে সূর্যের জাহাজ।

তোমার পিছনে কাঁদে সমুদ্র সারস,
পশ্চিম আদেশ দিলেন অবগাহনের।
তবু তুমি খোলা চোখে ডুববে আলোয়।
তোমার পিছনে কাঁদে সমুদ্র সারস।

মীনাক্ষী দত্ত